আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

শ্রদ্ধাঞ্জলি

অধ্যাপক ডঃ শৈলেশ ভূষণ চৌধুরী

ও

শিক্ষাকর্মী

হরিহর প্রামাণিক ও জগন্নাথ প্রামাণিক

'ভুলিবো না'

... ...

"...তোমার চরম মুক্তি, হে ক্ষণিকা, অকল্পিত পথে
ব্যাপ্ত হোক। তোমার মুখশ্রী-মায়া মিলাক, মিলাক
তৃণে-পত্রে, ঋতুরঙ্গে, জলে-স্থলে, আকাশের নীলে।
শুধু এই কথাটুকু হৃদয়ের নিভৃত আলোতে
জেনে রাখি এই রাত্রে—তুমি ছিলে, তবু তুমি ছিলে।"

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

২০০৪

COLLEGE LIBRARY
ESTD-1916

৯২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলকাতা-৭০০ ০২৬
ফোন নং ঃ ২৪৫৫ ৪৫০৪

উপদেষ্টা ঃ
অধ্যাপক ডঃ দেবব্রত চৌধুরী

উপদেষ্টা মণ্ডলী ঃ
শ্রী অমলকান্ত চক্রবর্তী, শ্রী মোহিনী মোহন আদক, শ্রী অশোক কুমার রায়, শ্রী অংশুতোষ খাঁ,
শ্রী রমেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমতী রাইকমল দাশগুপ্ত, শ্রীমতী চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, শ্রীমতী শ্রাবণী রায়,
শ্রী ভাস্কর মৃধা, শ্রীমতী সুধা গুপ্তা

যুগ্ম পত্রিকা সম্পাদিকা ঃ
রিলামালা কিস্কু, শর্মিষ্ঠা রায়

সম্পাদক মণ্ডলী ঃ
শতাব্দী সামতানি, সুমন্ত চ্যাটার্জী, সৌরভ নন্দী
শাঁওলী দাস, দীপ্তময় দাশ, অনুজা ঘোষ

কর্মাধ্যক্ষ ঃ
দীপ্তময় দাশ, সুদীপ্তা দাশ

বিশেষ কৃতজ্ঞতা ঃ
শ্যামশ্রী দাশগুপ্ত, শমীক বিন্দু, সৌরভ নন্দী, সুমন্ত চ্যাটার্জী, দীপ্তময় দাস, শাঁওলী দাস
অনুজা ঘোষ, কৌস্তভ চ্যাটার্জী, রাহুল কানুনগো, শুভাশীষ কুমার দে, সজল বসাক
ঋতব্রত ব্যানার্জী, অনুমিত্রা ঘোষদস্তিদার, অর্করাজ পন্ডিত, কৃষ্ণাঞ্জন ঘোষস্তিদার
সময়িতা চক্রবর্তী, সর্বজিৎ দে, অরুণিমা কর্মকার

প্রচ্ছদ ঃ সৌরভ নন্দী

প্রকাশক ঃ অধ্যক্ষ ডঃ দেবব্রত চৌধুরী

মুদ্রক ঃ সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২
ফোন ঃ ২২১২-৬৫০০/৭৩৩৫/৬৩৮৯

আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ

বর্ষ ঃ ২০০৩-২০০৪

সভাপতি

অধ্যাপক শ্রী অশোক কুমার রায়

সহ-সভাপতি

শমীক বিন্দু

সাধারণ সম্পাদিকা

শ্যামশ্রী দাশগুপ্ত

সহ-সাধারণ সম্পাদক

সুদীপ্তা দাশ

দীপ্তময় দাশ

যুগ্ম ক্রীড়া সম্পাদক

অমিত রঞ্জন সেন

অরুণোদয় মৈত্র

যুগ্ম-সহ ক্রীড়া সম্পাদক

শামসাদ আলম

সঞ্জয় ঘোষ

যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক

অনুজা ঘোষ

দেবজিৎ ব্যানার্জী

যুগ্ম-সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক

কৌস্তভ ঘোষ

প্রিয়াঙ্কা মজুমদার

গ্রন্থাগার সম্পাদক

সাম্যদেব ভট্টাচার্য্য

যুগ্ম পত্রিকা সম্পাদিকা

রিলামালা কিস্কু

শর্মিষ্ঠা রায়

কমনরুম ও ক্যান্টিন সম্পাদক

প্রসিত ভট্টাচার্য্য

ছাত্রী-কমনরুম সম্পাদিকা

সোহিনী সান্যাল

ছাত্রাবাস সম্পাদক

ইন্দ্রজিৎ কারার

অন্যান্য সদস্য

সৌরভ সরকার

সুজয় রায়

অত্রি রায় চৌধুরী

সর্বজিৎ দে

সূচীপত্র

■ সম্পাদকের কলমে		6
■ সাধারণ সম্পাদকের কলমে	শ্যামশ্রী দাশগুপ্ত	7
■ ঈশ্বরের প্রতি	অধ্যক্ষ ডঃ দেবব্রত চৌধুরী	8
■ সভাপতির কলমে	অধ্যাপক অশোক কুমার রায়	9
■ মানুষ আর গরু বিষয়ক একটি রচনা	অধ্যাপক অংশুতোষ খাঁ	11
■ বিনষ্টি	অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত	13
■ কবি	অধ্যাপিকা অরুন্ধতী চানক	14
■ কোশিশ (হিন্দী কবিতা)	অধ্যাপিকা অরুন্ধতী চানক	14
■ THE LEFT AND THE RIGHT IN POLITICS	Prof. Sukanta Acharya	15
■ কেন	অনুজ গাঙ্গুলী	18
কবিতা		
■ আজ এতদিন পর	শ্রীজাত	19
■ আমার কলেজ এবং ...	ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়	19
■ দেহদান	ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়	19
■ আত্মবিশ্বাস	সুপর্ণা বাছাড়	20
■ একটা দুটো তিনটে ছেলে	দীপজয়িকা ঘোষ	20
■ অরক্ষণীয়া	দীপেশ সরকার	20
■ কোলকাতা	অদ্রিজা দত্ত	21
■ ছোট কবিতা	সুপর্ণা মজুমদার	21
■ অপূর্ণ	প্রগতি মুখার্জী	22
■ আলোর খোঁজে	সন্দীপন কর	22
■ দেশপ্রেম	নাসরিন ইসলাম	23
■ হে, উন্নত সভ্যতার সৈনিক	সুপ্রিয় ঘটক	23
■ ওদের ডাকছে	শর্মিতা মজুমদার	24
■ তোর অভিমান	স্নেহাশিস পাল	24
■ অপেক্ষা	কুন্দন কর্মকার	25
■ ধর্ম	অভিজিৎ মণ্ডল	25
■ আমি	অনির্বাণ পাল	26
■ মৃত্যুকালে বয়স ছিল...	শ্রীজিৎ দাশ	26
■ সাহসী হলে	নীলাঞ্জন সেনগুপ্ত	27
■ বাস্তবতার কোলাজ	নন্দন কুমার মুখার্জী	27
■ কবি	চন্দন চট্টোপাধ্যায়	28
■ ওরা কারা	সুপ্রতীক ভট্টাচার্য	28
■ সহবাসিনী	দেবাঞ্জন মুখার্জী	29
■ ব্যাখ্যাহীন	শাওনী ব্যানার্জী	29
■ চল যাই ফিরে	কোয়েলি চ্যাটার্জী	30
■ যুদ্ধ শেষে স্বর্গ দেশে	ঋতুপর্ণা গাঙ্গুলী	31
■ চিত্রপট	অরুণ মৈশাল	31

সূচীপত্র

গদ্য

■ চিন্তাধারার উন্নতি ও সামাজিক উন্নয়ন	দেবাশিষ ঘোষ	32
■ সন্ত্রাসবাদ না সাম্রাজ্যবাদ?	অরুণিমা কর্মকার	34
■ লোকসাহিত্য ঃ লোকছড়া	রিলামালা কিস্কু	35
■ রবীন্দ্রসঙ্গীতে লোকগানের প্রভাব	অভিষেক চক্রবর্তী	38
■ চাঁদের গাড়ি	ধৃতিকল্পা দাশ	40
■ গল্প এটা নয়	সাম্যদেব ভট্টাচার্য	41
■ ভাঙ্গন	তনয় দাশ	43
■ প্রতিষেধক	দেবাঞ্জন মুখার্জী	46
■ SANSKRITI HYBRIDIZATION OF CULTURE	দেবজিৎ ব্যানার্জী	47

Poetry

■ CARRY ON	Tamadghna Banerjee	49
■ HEAVEN INCOMPLETE	Priyadarshini Das Sharma	49
■ LOVE NOT LUST	Vargab Dasgupta	50
■ BLACK ROSES	Tapabrota	50
■ THE HOUSE WHICH I AM ABOUT TO LEAVE	Debajit Adhikari	51
■ TEAM INDIA IS REALLY GOOD	Rana Pratap Singh	51
■ A PLACE TO SLEEP	Rahul Bagchi	52
■ THE INCEPTION	Swagata Nandi	52

Prose

■ TERROSIM	Rumela Singha	53
■ AMERICAN TERRORISM IN IRAQ	Abhishek Guha Thakurata	54
■ CHILDHOOD LOST FOREVER	Mainak Nandy	55
■ NEUTRINOS AND THE UNIVERSE	Sandipan Kar	56
■ FRIENDSHIP — A NEED	Payel Mukherjee	57
■ ON THE SAME WAVELENGTH	Pradip Dalvi	58
■ MISERY OF FARMERS IN ANDHRA PRADESH & KARNATAKA	Purba Mukherjee	59
■ LIFE BE GETS LIFE	Priyanka Majumdar	60
■ LETTER TO GOD	Vivek Mukherjee	62

কবিতা

■ हमने थे कुछ ख्वाब सजाए	Kanchan	64
■ क्यों	Kanchan	64
■ तुम हो कौन?	Ajeeta	65
■ टिम टिम करता तारा	Ajeeta	65
■ "कश्मीरी कली"	Pitambar Jha	66
■ "नाम ना पूछो मुझसे"	Pitambar Jha	66

Report

■ মুখরের প্রতিবেদন	67
■ ক্রীড়া প্রতিবেদন	68

সম্পাদকের কলমে

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা '৬৯ বছরে পা দিল। বয়ঃসন্ধিক্ষণের উৎসাহ ও আবেগের স্তর পেরিয়ে আজ সে পরিণতমনস্ক। স্বনির্ভর। ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেও নতুনতর মাত্রা সংযোজনের প্রয়াসে অভিলাষী।

২০০৪ সাল বিদায় নিতে চলেছে। ২০০৫ কে স্বাগত। ইংরেজী এই নববর্ষের প্রাক্কালে আগাম সব্বাইকে জানিয়ে রাখি আন্তরিক শুভেচ্ছা আর অনেক অনেক ভালোবাসা। এবারের সংখ্যায় আমরা নতুন নতুন বিষয়ের উপর লেখা পেয়েছি। প্রেম-বাস্তবতা-ধর্ম-দেশপ্রেম-যুদ্ধ-সাম্রাজ্যবাদ-লোকসাহিত্য প্রভৃতি বিষয় আমরা পত্রিকায় তুলে ধরতে পেরেছি। এবার আমাদের উপরি পাওনা স্বনাম খ্যাত কবি ও আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীজাত-এর লেখা। পত্রিকার আয়তন সীমাবদ্ধ। তাই বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে লেখা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছি। যাদের লেখা প্রকাশ করা সম্ভব হল না তারা নিশ্চয় আমাদের অসহায় অবস্থার কথা বুঝবে।

যাইহোক সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পত্রিকার কাজ শেষ করা গেছে। অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এ ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় আমরা অভিভূত। সবাইকে জানাই আমাদের স্বশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। বিশেষ অভিনন্দন জানাই সেইসব বন্ধুদের যারা লেখা বাছাই, এবং প্রেসের কাজ সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করে পত্রিকাকে প্রকাশ করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। কৃতজ্ঞতার এই মুদ্রার অপর পিঠে রয়েছে কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষক-কর্মী এবং অসংখ্য ছাত্রছাত্রী যারা আমাদের কাছে বার বার পত্রিকা প্রকাশের কথা জানতে চেয়েছে; এ দৃষ্টান্ত শুধু অনুপ্রেরণাই দেয় না, দিয়েছে আন্তরিক আবেগঘন সহমর্মিতা।

বর্তমান বছর রাজনৈতিক দিক দিয়ে যথেষ্ঠ গুরুত্ববূর্ণ বছর। এবছরই ভারতবর্ষের জনগন আবারও তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার সাক্ষর রেখে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসীবাদী জোটকে ক্ষমতা চ্যুত করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আন্তজার্তিক ক্ষেত্রে ইরাকের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হামলা ইরাকের বিভিন্ন শহর ধুলিসাৎ করে দিলেও ইরাকের জনগনের মনোবল ভাঙ্গতে পারেনি। এই আক্রমণের ভয়ঙ্করতা যেমন আমাদের আতঙ্কিত করে তেমনই ইরাকের জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম আমাদের নতুন করে শক্তি যোগায়। বিশ্বায়নের বাতাবরণ প্রশস্ততর করার লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের স্বার্থের জলাঞ্জলী দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিরন্তর প্রয়াস, এবং বিপরীতে এই প্রয়াস প্রতিহত করে ব্যাপক অংশের মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ লড়াই —এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষর রেখে ২০০৪ বিদায় নিচ্ছে। সংগ্রামী মানুষের লড়াই আরও বলিষ্ঠ হোক, সাধারণের উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হোক। বিশ্বজুড়ে ২০০৫ তেমনই সাক্ষর রাখুক এই আমাদের প্রত্যাশা।

বিশাল কর্মযজ্ঞের আয়োজন থেকে ব্যক্তিগত অনুভূতির স্তরে নাড়া দিয়ে যাওয়া এই আমাদের সাফল্য। আর এত সবের মাঝেও যেটুকু ব্যর্থতা —সম্পাদক হিসাবে তার সব দায়ই আমাদেরই। সাবার আগে কবিগুরুর কথাতেই শেষ করি—

"যা বেয়েছি প্রথম দিনে,
সেই যেন পাই শেষে,
দু-হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই
শিশুর মত হেসে।
যাবার বেলা সহজেরে
যাই যেন মোর প্রণাম সেরে,
খুঁজতে যারে হয় না কোথাও
চোখ যেন তায় দেখে।"

☐ *রিলামালা কিস্কু; শর্মিষ্ঠা রায়*

সাধারণ সম্পাদকের কলমে

"The words I am about express :
They now have their own crowned goddes."

দেখতে দেখতে শেষ হয়ে এল সেই বছরটাও। সেই বছরটা, যার শুরু হয় নতুন ছাত্রসংঘের নির্বাচনে আর যা শেষ হয়ে আসার ইঙ্গিত রেখে যায় পত্রিকা প্রকাশের ব্যস্ততায়। মাঝখানের যে সময়টুকু তারই মধ্যে ছিল আমাদের সবার পাশাপাশি চলা। সময়ের 'best' টুকু সবার জন্য রেখে, 'worst' টুকু বদলে দেওয়ার চেষ্টা। সবটুকু যে পারলাম, এমন দাবী রাখিনা। হিসেব মেলাতে গেলে 'পারিনি'র সংখ্যাও নেহাত কম তো নয়। ছাত্রছাত্রীদের কিছু বই বিতরণের একটা পরিকল্পানও ছিল, উদ্যোগ অনেকটা নেওয়াও হয়েছে, সংস্থানও তৈরীর প্রচেষ্টা চলছে, তবে বাস্তবায়িত করতে সময় লাগবে হয়ত আরও একটু।

আমরা ছাত্রসংসদের । ছাত্রসংসদ আমাদের—আমাদের সব্বার। ছাত্রসংসদ মানে তো শুধু বন্ধ ঘরে C R Meeting নয় সে থাকে আমাদের সাথে, ফুটবল খেলার বিকেলে ময়দানের জলকাদা মাখা College tent-এ , সেই খেলায় জিতে 'University Champion' হওয়ার 'হিপ হিপ হুররে' তে, থাকে 'Cricket-match হেরে যাওয়ার মন খারাপ, 'social' শেষের সন্ধ্যেবেলায় 'Freshers' এর আগের ব্যস্ত বিকেলে 'Common-room Compitition' এর তোড়জোড় দেওয়াল জোড়া পোষ্টারে, ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে, অনুচ্ছেদে, প্রিয় ক্লাসরুমে, ব্যস্ত ছাদে... , তুচ্ছ মতান্তরে, হাজারো মতৈক্য।

এইসব হল 'আমাদের কথা'। যে মুখখানা প্রতিবার বদলে চলে, তাদের কথা । প্রতিবছর সেই মুখগুলোই আমাদের পারা না পারার হিসেবটা মিলিয়ে দেবেনা কি? কারণ, মুখ বদলায় 'আমরা' কিন্তু থেকে যাই। থেকে যায় আমাদের স্বপ্নগুলো, গড়ে ওঠা বিশ্বাসগুলো। থেকে যায় আমাদের ছাত্রসংসদ—আমাদের কলেজ আর তার সেই উষ্ণতাটুকু।

☐ শ্যামশ্রী দাশগুপ্ত

ঈশ্বরের প্রতি

☐ অধ্যক্ষ ডঃ দেবব্রত চৌধুরী

ঈশ্বর তুমি যেখানেই আছো বা না আছো
সেখানেই থাকো।
স্বর্গে থাকলে সেখানেই থাকো।
পাতালে থাকলে সেখানেই থাকো।
ঈশ্বর তুমি সেখানেই আছো বা না আছো
সেখানেই যাব।
যতবার ওরা তোমাকে তোমার জায়গা থেকে
আনার চেষ্টা করেছে মাটির বুকে
ততবারই বিচিত্র হয়েছে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত
মানুষ হারিয়েছে মানুষের প্রতি মানবতার চরম বিশ্বাস
ঈশ্বর তুমি সেখানেই আছো বা না আছো
সেখানেই থাকো।
মানুষ তার হৃদয় মন্দিরে কল্পনায়
তোমাকে হয়ত লুকিয়ে রেখেছে
তীক্ষ্ণ বর্শা দিয়ে হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করে
তোমাকে টেনে হিচরে
সেই বর্ষার উদ্ধত সবাকার উপর
তোমাকে তোমাকেই বসিয়ে
ওরা তোমারই শপথ নিয়ে
খেলে চলেছে রক্তের হোলি খেলা।
ঈশ্বর তুমি যেখানেই আছো না আছো
সেখানেই থাকো।
হে স্বদেশ — হে দেশ
কান পেতে শোনো মানবতার গান — জীবনের গান
আমার জন্মক্ষেত্র — আমার কর্মক্ষেত্র
সেই ধর্ম বা সমাজ যে পৃথিবীকে, মানবতাকে ধরে রাখে
সেই ধর্মক্ষেত্রকে
এবার আমরা কুরুক্ষেত্র হতে দেব না।
ঈশ্বর তুমি যেখানেই আছো বা না আছো
সেখানেই — থাকো।

সভাপতির কলমে

সময়ের সাথে সামাজিক বাতাবরণের পরিবর্তন 'গতিশীল বিজ্ঞান তত্ত্ব'রই অনিবার্য ফসল। ১৯১৬ সালে আশুতোষ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে অনেকগুলো বছর অতিক্রান্ত হয় বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমরা ২০০৪ সালের শেষের মুখে এসে পৌঁছেছি। এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এই মহাবিদ্যালয়েরও বহু পরিবর্তন ঘটেছে।এই মহাবিদ্যালয় পঠনপাঠনের গুণগত মানের উৎকর্ষতা বিতর্কে মহাবিদ্যালয়ের প্রবীণ ও নবীন অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মতদ্বৈধতা সুস্পষ্ঠ কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা সকলে একমত যে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্যে বিশ্বে নিত্য নতুন বিষয়ের উদ্ভব ঘটে চলেছে তা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে আশুতোষ মহাবিদ্যালয়েও নতুন নতুন পাঠক্রমের অন্তভুর্ক্তিঘটেই চলেছে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের গতিশীল চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সকলেরই এগিয়ে চলার মানসিকতা সুস্পষ্ট। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক কারণ এই মহাবিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের রীতির অনিবার্য পরিবর্তনের স্বাভাবিক অগ্রগতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মহাবিশ্বের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আমাদের মহাবিদ্যালয়ের বহু ছাত্র ছাত্রী স্নাতক স্তরে ভাল ফলাফল করা সত্তেও ছাত্রবৃদ্ধির সঙ্গে এ রাজ্যে স্নাতকোত্তরে পঠন পাঠনের সুযোগ বৃদ্ধি না হওয়ায় বহু ছাত্র ছাত্রী অধিক ব্যয়ে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের তুলনায় হীন পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা সম্পন্ন ভিন্ রাজ্যের মহাবিদ্যালয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পাওয়ার জন্য পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ আমাদের রাজ্যের শিক্ষাব্রতী নামধারী স্বার্থান্বেষী শিক্ষাবিদদের অসহযোগীতার জন্য আমাদের মহাবিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পরিবেশবিজ্ঞান ছাড়া অন্য বিষয়ে পঠনপাঠন শুরু করা যাচ্ছে না। স্নানকোত্তরে পরিবেশ বিজ্ঞানের ফলাফল (সকলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ) শিক্ষাব্রতী ভেকধারী স্বার্থান্বেষীদের দাবিকে নস্যাৎ

করে এই মহাবিদ্যালয় যে স্নাতকোত্তর স্তরে পঠনপাঠনের উপযুক্ত সেই দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষাব্রতীদের এই অপচেষ্টা অদূর ভবিষ্যতে প্রগতিশীল চিন্তাধারার অধিকারী আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ছাত্র-ছাত্রী, অবিভাবক-অবিভাবিকা তথা সামগ্রিক জনগণের মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিহত হবেই হবে। আমরা আশাবদী যে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীসহ পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষের বহু ছাত্রছাত্রীই ভবিষ্যতে এই মহাবিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পঠন পাঠনের সুযোগ পাবে এবং এই মহাবিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার পীঠস্থান হয়ে উঠবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনী ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। সমগ্র পৃথিবীকে পদানত করে রাখার উন্মাদনায় এই দেশ পাগল হয়ে উঠেছে। এই সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রচ্ছন্ন মদতে আজ সন্ত্রাসবাদ পৃথিবীতে এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। মৌলবাদের সাহায্য নিয়ে সন্ত্রাসবাদ তার তীক্ষ্ণ নখ উচিয়ে সমগ্র পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ছাত্রসমাজ মৌলবাদ-সন্ত্রাসবাদ এর ভয়ঙ্কর দিক সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদীর মূলকে উপড়ে ফেলতে পারবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। ধর্মের সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করে মৌলবাদ দিয়ে সভ্যতার অগ্রগতিকে প্রতিহত করার চক্রান্ত ভারতবর্ষে সাময়িকভাবে পরাজিত হলেও ছাত্রসমাজকে মনে রাখতে হবে যে ভারতে ঐ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, যে কোন সময়েই সে তার হিংস্র থাবা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সম্প্রদায়িকতার যে বীজ ভারতের মাটিতে রোপন করা রয়েছে তা আগাছা বিস্তার করে সমগ্র সমাজকে গ্রাস করতে পারে। ছাত্রসমাজের দায়িত্ব সাম্প্রদায়িকতার সেই বীজকে উপড়ে নির্মূল করে ভবিষ্যতের প্রজন্মের ভবিষ্যতকে নিশ্চিন্ত করা।

একশ কোটির বেশি লোক বসবাসকারী এই ভারতবর্ষ পরিবেশ দূষণের জ্বালায় জর্জরিত। দিনে দিনে এই সমস্যা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে মানবজাতির অস্তিত্বই বিপন্ন করে তুলেছে। অথচ মানুষকে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সামান্য সচেতন করে তুলতে পারলেই পরিবেশ দূষণের তীব্রতা অনেকটাই হ্রাস করা যেতে পারে। আশুতোষ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের ছাত্রছাত্রীরা এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এ আশা নিঃসন্দেহে করা যায়।

ছাত্রসমাজই বিশ্বের সমাজের সর্বাপেক্ষা সজীবতম, বলিষ্ঠতম অংশ। এরা চিরকালের দুঃসাহসী। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন চূর্ণ করার জন্য তারা চির পরিশ্রুত। সেজন্য তারা কখনও কুণ্ঠিত নয়। পৃথিবীর যেখানেই বন্ধন, মানবজাতির দুর্দশা, লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন, সেখানেই ছাত্রদলের নির্ভীক উপস্থিতি। আশুতোষ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ বলে সমাজের প্রগতিশীল সমস্ত কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবার প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত ব্যর্থ করার উন্মাদনায় সদা সজাগ থাকে। আশুতোষ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের দায়িত্ব অপরিসীম, কেননা এই মহাবিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের পরিবেশকে উন্নত থেকে উন্নততম পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে সমাজগঠনের পথকে সুপ্রশস্ত করার কান্ডারী তাদেরই হতে হবে। তাই ছাত্র সংসদ যখন এই মহাবিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস, নির্দিষ্ট সময়ে ফলাফল প্রকাশ, মেধার ভিত্তিতে ছাত্রভর্তি ইত্যাদি নৈতিকবিষয়ে ছাত্র আন্দোলনে সামিল হয় তখন ছাত্রসংসদের সভাপতি হিসাবে গর্ববোধ করি কিন্তু যখন কোন অনৈতিক দাবি নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্ঠির ঘটনা শুনতে পাই তখন লজ্জা বোধ করি। অমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে আশুতোষ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ কখনও কোনও অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছাত্র সংসদকে কলুষিত করবে না।

☐ *অধ্যাপক অশোক কুমার রায়*

মানুষ আর গরু বিষয়ক একটি রচনা

☐ অধ্যাপক অংশুতোষ খাঁ
পদার্থ বিভাগ
(ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ক্রীড়া বিভাগ)

স্কুল জীবনে পরীক্ষায় একটি অঙ্ক এসেছিল। একটি বানর ১ মিনিট একটি তৈলাক্ত বাঁশ ..... ১ ফুট ওঠে। পরের মিনিটে ৬ ইঞ্চি নেমে পড়ে। বাঁশটি ১২ ফুট দীর্ঘ হলে বানরটি কত মিনিটে বাঁশের উপর উঠে পড়বে? অনেক চেষ্টা করেও অঙ্কটি না করতে পারায় বিরক্ত হয়ে খাতায় লিখে দিলাম "বানরটি বিরক্ত হয়ে তৈলাক্ত বাঁসে ওঠার ইচ্ছা পরিত্যাগ করবে"। খাতা লেখার সময় মাস্টারমশাই লিখেছিলেন ,"ছেলেটি একেবারেই গরু।" মনটা খারাপ হলেও বুঝতে পেরেছিলাম মানুষ আর গরুর ভিতর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বড় হয়ে জানলাম যে, গরু নিয়ে দিব্যি রাজনৈতিক গুঁতোগুঁতি চলে এদেশে আর তার মাশুল এদেশের সাধারণ মানুষকে গুণতে হচ্ছে অনেকদিন ধরেই।

১৮৮২ সালে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী তা রক্ষার জন্য সমিতি গঠন করেন। এরপর অসংখ্য ... রক্ষ সমিতি এদেশে গড়ে ওঠে। ১৮৯৩ সালের জুলাই মাসে ..ঈদ এর সময় গো হত্যা নিয়ে উত্তরপ্রদেশের গাজিপুর ও বালিয়া জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। এতবড় দাঙ্গা ভারতে এই প্রথম হয়েছিল। মন্দিরে গরুর মাংস ছুড়ে বা মসজিদ শুয়োরের শুয়োরের মাংস ছুঁড়ে দাঙ্গার ঘটনা স্বাধীন ভারতে বহুবার ঘটেছে।

প্রায় একবছর আগে মধ্যপ্রদেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী উমা ভারতী গো হত্যা নিষিদ্ধ করার আইন জারী করেছেন। এবং আইনের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে গরুর প্রতি অতীত কাল থেকে যে অমানবিক আচরণ সংঘটিত হয়ে চলেছে, তার পলে গরুর মাংস ভীষণ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তথ্য কী বলে? ১৯৫১ সালে আমাদের দেশে গবাদি পশুর সংখ্যা ছিল ১৫ কোটি ৫৩ লক্ষ, মোষের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ। ২০০২ সালে গবাদি পশুর সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ কোটি ৫৯ লক্ষে, মোষের সংখ্যা ৯ কোটি ৪লক্ষ্যে।

Indian Vetenari Council-এর হিসাব অনুযায়ী ভারতে প্রায় ৬০ ভাগ গবাদি পশুকে খাওয়াবার মত সঙ্গতি আছে। বাকীরা নির্মমভাবে পরিত্যক্ত হয়। তাদের ভবিষ্যৎ অনাহারে অথবা বিষাক্ত খাবার অথবা খিদের তাড়নায় অখাদ্য খেয়ে মৃত্যু। লক্ষ্ণৌ শহরে প্রতিদিন একশ করে গরু ডাষ্টবিনে পড়ে থাকা পলিথিনের প্যাকেট খেয়ে মরে যায়।

ভারতের প্রায় ৪০০ ট্যানারিতে এবং ছোট মাঝারি চামড়া জাত দ্রব্যের কারখানায় প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়। চামড়া শিল্পের শতকরা ৩০ ভাগ কাঁচা চামড়া পাওয়া যায় গবাদি পশু থেকে। এর অর্ধেক অবদান গরু ও ষাঁড়ের। চামড়া রপ্তানী কারদের হিসাব অনুযায়ী গরুর কাঁচা চামড়া পাওয়া যায় আড়াই কোটি টুকরো, ২ কোটি ২২ লক্ষ মোষের চামড়া, ৮ কোটি ৮০ লক্ষ ছাগলের চামড়া, ভারতীয় চামড়া শিল্প বচরে ৭৭ কোটি ৬০ লক্ষ জোড়া জুতো। ১ কোটি ৮০ লক্ষ পোষাক, ৬ কোটি অন্যান্য চামড়া জাত দ্রব্য এবং ৫ কোটি ২০ লক্ষ শিল্পে ব্যবহৃত গ্লাভস্ উৎপাদন করে এবং বছরে ২০০ কোটি টাকা রপ্তানী থেকেই আয় হয়। দেশীয় বাজার থেকে আয় হয় বছরে ৮১ কোটি টাকা। এই বাজার ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ ইউরোপের গবাদি পশুর চামড়া থেকে ভারতীয় পশুদের চামড়া অনেক উন্নতমানের।

ভারতে গবাদি পশুর জন্য বছরে খরচ হয় ১০ কোটি টাকা। এই টাকার বড় অংশ ব্যয় হয় কুকুর ও অন্যান্য পোষা প্রাণীর জন্য। ভারতে চারণভূমি রয়েছে মাত্র ৫০ লক্ষ হেক্টর যেখানে চীনের চারণ ভূমির পরিমাণ ১০ কোটি হেক্টর। কাজেই জমির উপর যে কী চাপ পড়ছে এ দেশে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

যদি এ দেশে গো হত্যা বন্ধ হয় তবে ১ কোটি গরু মোষ অরো অন্তত ৫ বছরে বাঁচবে, তার অর্থ ৫ বচরে ৫ কোটি অতিরিক্ত গরু মোষ থাকবে এর পলে বচরে বোঝা বাড়বে কুড়ি হাজার কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার গুলি এই বাড়তি খরচের ভগ্নাংশও বহন করবে না। যে দেশে মানুষের একটি বড় অংশ দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে, অনাহারে, অর্ধেকের দিন কাটায়, তারা কি বৃদ্ধ, দুধ দেয় না যে গরু তাকে বাঁচিয়ে রাখবে? তাই Institute of Management (Bangalore) এর ব্রাহ্মণ অধ্যাপক এন এস রামস্বামী, যিনি জীবনে মাছ-মাংস স্পর্শ করেননি, সঠিক কারণেই মন্তব্য করেছেন, "গরুর জন্য দুঃখে আকুলতা আসলে ধর্ম-ব্যবসার জন্য।"

প্রাচীন ভারতে গো-মাংস ভক্ষণ বলে প্রচলিত ছিল।

বাল্মীকি রামায়ণে রয়েছে, বনগমনের পথে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলে মুনিবর বৃষ এবং ফলমুল দিয়ে তাদের ভোজনের ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন, "এই ভারতবর্ষেই এমন এক দিন ছিল যখন ব্রাহ্মণ গরুর মাংস না খেলে ব্রাহ্মণ থাকতে পারতেন না। আমরা বেদে পড়ি যে, যখন কোন সন্ন্যাসী, রাজা কিংবা বড় মানুষ বাড়ীতে আসতেন, তখন সবচেয়ে ভাল ষাঁড়টিকে কাটা হতো।" অথচ কী আশ্চর্য যে, যেসব মৌলবাদী শক্তি এ দেশে বৈদিক সভ্যতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তারাই আবার গো-হত্যা বিরোধী জঙ্গী আন্দোলনের অগ্রগণ্য নেতা। বিশুদ্ধ ভন্ডামী, বোধ হয় একেই বলে!

গো-হত্যা হলে উত্তর ভারতে দাঙ্গা হয়ে যায়। এমনকি মৃত গরুর চামড়া ছাড়ালে হরিয়ানায় হরিজন খুন হয়। এদেশে মুসলমান, খ্রীষ্টানরা ছাড়াও দলিতদের বড় অংশ গো-মাংস খান। অনেক পশ্চাৎপদ জাতিগোষ্ঠীর মানুষও গরুর মাংস খেয়ে থাকেন। যদি সারা দেশে গো-হত্যা বেআইনী হয়, তাহলে বহু লোক না খেয়ে মারা পড়বে।

শুধু গরু নয়, মানুষ নিয়েও গুঁতোগুঁতি দিব্যি চলছে এ দেশের রাজনীতির অঙ্গণে।

সম্প্রতি ২০০১ সালের জনগণনার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রতিবেদন অনুসারে, ২০০১ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল১০২ কোটি ৮০ লক্ষ। এই জনসমষ্টির ৮১.৪ শতাংশ হিন্দু। ১২.৪ শতাংশ মুসলমান। ২.৩ শতাংশ খ্রীষ্টান, ১.৯ শতাংশ শিখ, ০.৮ শতাংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। জৈন ধর্মাবলম্বী ০.৪ শতাংশ এবং আদিবাসী ধর্মাবলম্বীসহ অন্যান্য ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের অংশ ০.৬৪ শতাংশ। ১৯৯১ থেকে ২০০১ পর্যন্ত হিন্দু জনসংখ্যা বেড়েছে বছরে ২ শতাংশ হারে। মুসলমান জনসংখ্যার বেড়েছে বছরে ২.৯ শতাংশ হারে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে উভয় ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যেই। হিন্দুদের মধ্যে এই হ্রাসের পরিমাণ ২.৮ শতাংশ আর মুসলমানের ক্ষেত্রে এই হ্রাসের পরিমাণ ৩.৬ শতাংশ।

লিঙ্গ অনুপাতে পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি হাজার পিছু মহিলার সংখ্যা হিন্দুদের ক্ষেত্রে ৯৩১, মুসলমানদের ক্ষেত্রে ৯৩৬, খ্রীষ্টানদের ক্ষেত্রে ১০০৯, শিখদের ক্ষেত্রে ৮৯৩, বৌদ্ধ ৯৫৩ এবং জৈন ৯৫০; সাক্ষরতার প্রশ্নে এগিয়ে জৈনরা। তাঁদের ৯৪.১ শতাংশ সাক্ষর, খ্রীষ্টানদের ক্ষেত্রে ৮০.৩ শতাংশ, হিন্দুদের মধ্যে ৬৫.১ শতাংশ, মুসলমানদের মধ্যে ৫৯.১ শতাংশ, শিখদের মধ্যে ৬৯.৪ শতাংশ এবং বৌদ্ধদের মধ্যে ৭২.৭ শতাংশ সাক্ষর। দেশের গড় সাক্ষরতা ৬৪.৮ শতাংশ।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যে শিক্ষা, সেটিও প্রমাণিত হয়েছে এবারের জনগণনা প্রতিবেদনে। ভারতের সাক্ষরতার প্রশ্নে পিছিয়ে থাকা রাজ্যগুলি বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ। হিন্দু, মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার বৃদ্ধি জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি হারে ঘটেছে। অন্যদিকে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকা রাজ্য কেরল বা তামিলনাড়ুতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক কম সব সম্প্রদায়ের মধ্যে। দেশে মুসলিম মহিলাদের ৫৯ শতাংশ কোনদিন বিদ্যালয়ে যায়নি, ১৭ বছরের আগেই বিয়ে ৬০ শতাংশ মহিলার এবং ২৪ শতাংশ মাত্র উৎপাদনশীল কাজকর্মে যুক্ত রয়েছেন।

১৯৯১ সালের জনগণনার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সারা দেশে IAS officer দের ২ শতাংশ, IPS officer দের ৩ শতাংশ এবং সেনাবাহিনীর ২ শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত, অথচ সেই সময় দেশের জনসমষ্টির ১১.৫ শতাংশ ছিল মুসলিম। সুতরাং শিক্ষা বা কর্মসংস্থান উভয় দিক থেকেই মুসলিমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী R H Cassar মন্তব্য করেছেন যে, "The basic differentiator of those for whom babies just come and those for whom the number that come as a result of more or less deliberate choice seems so offer to be education."

শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্নতাই নয়, ভারতের নৃতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের মতানুসারে ভারতে রয়েছে ৪৬৩৫টি নির্দিষ্ট পরিচয়জ্ঞাপক জনগোষ্ঠী — যাদের মধ্যে জৈবিক বৈশিষ্ট্য, পোষাক, ভাষা, পূজা-পদ্ধতি, পেশা, খাদ্যাভ্যাস, আর আত্মীয়তার ধরনে বিভিন্নতা রয়েছে। এই সমস্ত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই একটি মিশ্র উত্তরাধিকার বহন করছে এবং এখন তাদের উৎস নির্ণয় করা সম্ভব নয়। হাজার হাজার উপভাষা ছাড়াও কমবেশি ৩২৫ টি ভাষা রয়েছে এ দেশে। রয়েছে ২৫ ধরনের লিপি।

এই সংমিশ্রণের মধ্য দিয়েই ভারতীয় সমাজ হয়ে উঠেছে একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের রূপ — যার মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গগোষ্ঠীগুলির নির্দিষ্ট পরিচয় লুপ্ত হয়ে গেছে — "শক হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।"

তাই ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির এই বহুমাত্রিক রূপ অস্বীকার করে তাকে ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যাগুরুবাদের দোহাই দিয়ে একমাত্রিক করার প্রয়াস গরু সাদৃশ বুদ্ধি বৃত্তির পরিচয় বহন করবে কিনা, সেই বিচারের ভার পাঠকের উপর অর্পণ করাই বোধ হয়, বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

বিনষ্টি

☐ অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত

আমি রাগ করিনি গো মা —
ও মা তুমি আর কেঁদ না।
না-ই বা লাগলো চোখে আলো —
আঁধারেই ভেসে যাওয়া ভালো
শোনিতের কূল থেকে কূলে।

যদি-ই বা তুলে নিতে কোলে,
পারতে কি বিশ্ব বদলে
দিতে শুধু আমাদের জন্য?
গড়তে পারতে কোনও অন্য
বিশ্ব যেখানে বুড়ো ধেড়ে
দাদা-কাকা-মামাদের চোরা
হাতটান আর লোভাছোঁবা
উঁকিমারা স্বভাবটা নেই?

যদি-ই বা বড় হতে দিতে,
পারতে কি দুনিয়াটা জিতে
নিতে শুধু আমাদের জন্য?
গড়তে পারতে কোনও অন্য
দুনিয়া যেখানে ধান খেতে
বা গলিতে, রাত কি বিরেতে
পড়ে নেই কোনও মৃত শব
প্রাণহীন অথবা নিষ্প্রাণ,
শেষ করে সব কলরব —
শেষ বন্ধনটিও খুলে?

যদি-ই বা দিতে কোনও স্থান —
পারতে কি ধূলো বালি ঝেড়ে,
গলা পচা, একদমই ওঁচা
সমাজকে বেঁধে পিছ মোড়া
করে তার মলাট খোলাতে?
কিংবা ফাঁসিতে ঝোলাতে?
হাত ধরে নিয়ে যেতে সে-ই
যেইখানে পুড়ে-মরা নেই।

তার চেয়ে এ-ই বুঝি ভালো
লাগলো না চোখে কোনও আলো
ঘটলো না কোনও দুর্যোগ
হানলো না কোন অভিযোগ
আঁধারেই যাত্রা ফুরালো।

তাই রাগ করিনি গো মা
ও মা, তুমি কেঁদ না।।

কবি

☐ অধ্যাপিকা অরুন্ধতী চাণক

সকলেই কবি নয়,
কেউ কেউ কবি।
জলরঙে আঁকা হলেই,
হয় না জলছবি।
অপরের দুঃখে
প্রাণ কাঁদে যাঁর,
তিনিই ঘটান জন্ম,
শ্রেষ্ঠ কবিতার।।
'মা নিষাদ'। বলে কবে
আদি সেই কবি,
ফোটালেন শাশ্বত,
ব্যাথাতুর ছবি।।
তারপরে কতকাল
গেছে কেটে, ভেসে।
আজও তবু কবি কাঁদে,
অন্যে ভালবেসে।।

कोशिश

☐ अध्यापिका अरुन्धती चाणक

जंग जारी रखो।
जीत हो या हार।
कोशिश ही
पुरस्कार।।
कोशिश करते-करते अगर,
थको भी, तो रुको मत।
जब तक दम हो,
टूटे न हिम्मत।।
कोशिश बरकरार रखो।
क्योंकि, इसी कोशिश के जरिये,
हम मानव,
गुफा से चलकर
इतनी दूर आए।।

THE LEFT AND THE RIGHT IN POLITICS

☐ **Sukanta Acharya**
Reader
Department of Political Science

The Left and the Right in politics is the traditional terminology used to describe the two ideological poles of a **political spectrum** in a society, especially in a democracy. In modern Western countries, the political spectrum usually is described along left-right lines. This traditional political spectrum is defined along an axis with **Conservatism** ("the right") on one end, and **Socialism** ("the left") on the other. (In the United States, the term Liberalism refers to a wide range of left-of-centre politics; in Europe, this same term can refer to a wide range of centre-right to left-of-centre politics.) The term left and right was also used to describe politics in China starting in the 1920s until the 1980s, although the issues often were very different from the ones in Western nations.

Meaning of the terms

Describe the prevalence and durability of these terms, there is little consensus on what it actually means to be Left or Right. There are various different opinions about what is actually being measured along this axis :

- Support for the economic interests of the less privileged classes (left) or of the more privileged (right). Originally, this meant the rising **bourgeoisie** (left) vs. the **aristocrats** (right), but it rather soon came to mean, more commonly, the working class and unemployed (left) versus all wealthy and/or aristocratic classes (right). As discussed in the next section, this issue of class interests was the original meaning of the dichotomy.
- Whether the state should prioritize equality (left) or liberty (right). One writer who characterizes the distinction along these lines is **Norberto Bobbio** in *Left and Right : The Significance of a Political Distinction*. Note, however, that both the left and the right tend to speak in favor of both equality and liberty – but they have different interpretations of the two terms. Many self-described leftists (and most anarchists) argue that liberty and euqality are inseparable from each other, since people cannot be truly equal unless they are free. Also, there have been many governments opposed to both liberty and equality, but which are nevertheless characterized as "left-wing" or "right-wing".
- Whether law creates and subordinates culture (left), or culture creates and subordinates law (right). This formulation was put forward by US Senator **Daniel Patrick Moynihan**.
- Whether the government's involvement with the economy should be interventionist (left) or laissez-faire (right). For example, the **Nolan chart** proposes this as one of its axes of distinction between left and right. However, it does not take into account the leftists who wish to limit or abolish the government, such as the **anarchists**.
- Whether the government should promote secularism (left) or religious morality (right). This is the other axis of the Nolan chart.
- Fair outcomes (left) versus fair processes (right). This view has been expressed at times by **Australian Labour Party politician Mark Latham**.
- Whether human nature and society is malleable (left) or fixed (right). This was proposed by **Thoman Sowell**.
- Whether living standards can best be improved by direct economic support to the poor (left) or by job creation through greater economic activity (right).
- Whether human nature is determined by nurture (left) or nature (right).

- Priority for collective rights (left) versus priority for individual rights (right).
- Preference for a larger government (left) versus a smaller government (right). Again, this does not take into account such leftists as the **libertarian socialists** or the **anarchists**.
- Whether one embraces change (left) or prefers rigorous justification for change (right). This was proposed by **Eric Hoffer**.

Writers, especially popularizers, have also been known to use the term more loosely and perhaps anachronistically, as did H. G. Well's when, writing of the **Jews** of the Roman Empire, he refers to the **Pharisees** as "on the right" and Hellenized Jews such as the **Sadduccees** as "of the left". [*The Outline of History*, Garden City Publishing Company, New York, 1931, p. 527]

Historical origin of the terms

The terms *Left* and *Right* to refer to political affiliation originated early in the **French Revolutionary** era, and referred originally to the seating arrangements in the **various legislative bodies** of **France**. The term originated in the French **Legislative Assembly** of **1791**, when the moderate royalist **Feuillants** sat on the right side of the chamber, wile the radical **Montagnards** sat on the left.

Originally, the defining point on the ideological spectrum was the ***ancien regime*** ("old order"). "The Right" thus implied support for aristocratic or royal interests, while "The Left" implied opposition to the same Because the political franchise at the start of the revolution was relatively narrow, the original "Left" represented mainly the interests of the **bourgeoisie**, the rising capitalist class. At that time, support for **laissez-faire capitalism** and **free markets** were counted as being on the left; today in most Western countries these views would be characterized as being on the Right. But even during the French Revolution an extreme left wing called for government intervention in the economy on behalf of the poor.

In **Great Britain** at that time, **Edmund Burke** (now generally described as a conservative) held similar economic views to this first French "Left", although he strongly criticized their **anti-clericalism** and their willingness to overturn institutions of long standing.

As the franchise expanded over the next several years, it became clear that there was something to the left of that original "left" : the precursors of **socialism** and **communism**, advocating the interests of wage-earners and peasants.

Evolution of the terms

During the 19th and 20th centuries, the Left was often characterized by not just a commitment to equality, but also by a belief in the ability and responsibility of the state to ensure that equality. This reflected the belief that **laissez-faire capitalism** – initially embraced by the Left – often perhaps inevitably led to greater inequity. This resulted in the Left being closely identified with socialism, and by implication **Marxism** (at least in its economic assumptions). The Bolsheviks were certainly "of the left," and the advocates of **Stalinist**, Soviet-style **communism** considered themselves to be "leftist". Most Western leftists would dispute at least the Stalinist claim to Leftism, due to the gross inequities created by Stalinists and Maoists in practice, though many leftist parties in Europe allied with Communist parties (see also **eurocommunism**) in order to oppose the right.

In practice, much **Cold War** era Leftism in the west seems to have been defined as much by its opposition to **"communist states"** as by their shared assumptions; since the collapse of the Soviet Union, this has led some on the left to suggest the need for a new, third way approach, perhaps focused on **Institutionalism** or systems such as parecon rather than state socialism.

Modern use of the terms

Today, these terms are widely used, but

without any firm consensus about their meaning. They are probably more often embraced by those who would characterize themselves as being "of the left" than "of the right", although there are exceptions, such as the **Romanian neo-fascist** group **Noua Dreapta** ("New Right").

The contemporary *left* is usually defined as a category including social democrats, socialists and communists – and some anarchists. In the United States, liberals are also commonly thought to be on the "left", although American leftists usually prefer the term "progressive". In general, *left* implies a commitment to social equality, support for the class interests of the less privileged, and support for a liberal social policy of individual cultural freedom, though not necessarily equally concerned with individual economic freedom. In contrast to the original meaning of "left", the contemporary Left is usually characterized as having a willingness to engage in government regulation of business, commerce, and industry, and in government intervention on behalf of the less privileged (the poor, racial, ethnic, and sexual minorities; *et cetera*). In recent years, even some representatives of the anarchist tradition have argued that government regulation may be a lesser evil than what anarchist intellectual Noam Chomsky characterizes as the "private tyranny" of the corporations.

The contemporary *right* is usually defined by its opposition to economic redistribution, open/loose boarder immigration policies, social liberalism, and/or government mandated cultural diversity. This opposition is usually either in the name of tradition (**conservatism** or **nationalism**), of economic freedom and the rights of private property, or of pessimism about the possibility of governments successfully achieving positive effects by legislation.

The contemporary political positions, such as the position know in the US as "libertarianism", are very hard to characterize in left-right terms. The libertarians tend to be socially liberal, but reject the leftist advocacy of government regulation of business. Arguably, their politics are the most similar to those of the bourgeois French left of **1789**.

Some modern writers question whether the left-right distinction is even relevant in the 21st century. After all, in most countries left-right appears more a matter of historical contingency and local politics than any coherent statement of principle. After **World War II**, in order to remain politically relevant, the Western European right embraced some traditionally "leftist" aspects of government intervention in society. Similarly, many on the left went along with privatization during the **Reagan-Thatcher** era; more recently, in post-Communist Central and Eastern Europe, even the parties of the left all seem to advocate a relatively limited state role in the economy. We also see the emergence of movements such as the **Green party** and **feminism** which certainly have more in common with the traditional left than the traditional right, but are defined largely by their rejection of the leftist tendency toward reductionist economism.

However, the nature of democratic politics implies that there will always be polarizing issues, and at least on a regional basis the historical left and right parties will likely find it expedient to adopt opposing sides. Also, there will always be the temptation to tag your opponents as right-wing or left-wing extremists in order to position yourself as moderate. Thus, even if the terms aren't as globally meaningful as they used to be, they are likely to remain part of our political vocabulary for the foreseeable future. It remains to be seen whether groups advocating consensus-oriented approaches, such as **radical centrist politics**, will be able to transcend that historic polarization.

কেন

অনুজ গাঙ্গুলী

ননসেন্স, যত ইডিয়েটের দল
এরাই ধরবে সমাজের হাল
তবেই হয়েছে — মন্তব্যটা কানে যেতেই
আশেপাশে চোখ যায়
দুই যুবক এক যুবতী
রাস্তা পার হচ্ছে —
যুবতীকে চিনি —
শুধু চিনিই না, সে আমার বেশ পরিচিতা
কলেজের ছাত্রী, সঙ্গের যুবক
চেনা মুখ — নাম মনে নেই —
অপরদিকে চলে যাওয়া
যুবকের মুখ অচেনা —
মনে হল ওরা বুঝি
ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করছিল —
ধারণাটা ভুল
প্রমাণ করলেন
ষাটোর্ধ প্রবীন নিজেই —
রাস্তার মাঝে থামলেন —
২০৪ নম্বর বাসকে যেতে দিতে
ভাববার অবকাশ নেই

3B বাসই আসছে
তাড়া আছে, বাসটা ধরতে হবে —
তাল ধরণের জায়গা থাকলেও
যাত্রী ধারণের জায়গা নেই —
তবুও জায়গা করে নিতে হয়
নীচের পাদানীতে
দুটো-তিনটে স্টপেজের পর —
কোনোরকমে ভেতরে ঢোকা —
চাপের ধাক্কায় —
হালকা চেহার জন্যে —
মনের ক্ষোভ দূর হয়।
জোর করে মেলে স্বস্তি —
"ভিতরে ঢুকুন। ঢুকতে পারছেন না
কি অদ্ভুত। আশ্চর্য"
যুবকের ধমকানিতে
বোঝা যায় আদেশের মানে
শান্তভাবে বোঝাবার অনেক চেষ্টা
ব্যর্থ হয়। জবাবে মেলে
কড়া নির্দেশ বা হুমকি —
কর্কশ স্বরে কড়া ভাষায়
পাল্টা হুমকিতে কাজ হয়—
বাসটা আচমকা ব্রেক কষায় —
চোখ যায় জানলার বাইরে
ছিন্ন ভিন্ন কয়েকটি খাসির
দেহ ঝুলছে মাংসের দোকানে।
মাংশাশী হলে ভাবা যেত অনেক —
না হওয়ায় অবকাশ নেই।
তবুও —

লাস্ট স্টপেজ। বাস থেমেছে
নেমে ছাত্রের বাড়ী —
ছাত্র বি.এ. পাশ করেও
অযোগ্য হয়ে যায় —
এম. এ. তে ভর্তি হওয়ায়
শুধু মাত্র আসন সংখ্যার অভাবে
অন্য ইউনির্ভাসিটিতে।
ভর্তির তোড়জোড়
Competitive পরীক্ষা দিয়ে
চাকরী পাবার ব্যবস্থা
সেই একই উত্তর
Sir বিশ্বাস করুন
আমি ভীষণভাবে চেষ্টা করছি,
অসহায় ধৈর্য্য হারাতে চায়
হঠাৎ মন হয়ে পড়ে গীতাভক্ত
"ফলের আশা না করে
কাজ করো"
নিজেদের ঐ বয়সে
ঐ অবস্থায় —
রাত্রে বিছানায়,
ক্লান্ত দেহ, অবসন্ন মাথা —
বন্ধ চোখের সামনে কেনরা ভিড় করেছে —
ধ্যুৎ এই কেনরা আসে কেন?

আজ এতদিন পর

শ্রীজাত (প্রাক্তন ছাত্র)

আমাকে কাঁদিয়ে চলে যাচ্ছিলে
কিছুতেই ফিরে তাকাচ্ছিলে না।
আপনা থেকেই কাটাকুটি হলো
কথা বলবার সুযোগও ছিলো না

কোন নাম সেটা?
কোন সাল হবে?

সেপ্টেম্বর। ৯৮।

আজ এতদিন পর কী হাওয়ায়
উড়েও আসছে তোমার আমার
দাঁত, চুল, ঠোঁট
চিঠি, চুমু, চোখ।
হাসি, গান, বিষ,
আঠা, নখ, বই...

আমার কলেজ এবং .....

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রক্তন ছাত্র)

চোখ বন্ধ করলে
আমি
আজও ভালোবাসি অবয়বকে।
মনে পড়ে যায় যখন —
স্মৃতিহীন, শব্দহীন মেদুরতা ঝাঝালো।
এমজন, দুজন, তিনজন দিয়ে শুরু করে .....
গোনাগুনির মতো অসহনীয় কাজেও .....
আমাদের চেতনার শান .....
একদিন প্রতিদিন
দিনে রাতে
তোমাকে
খুজতে গিয়ে
জাহিরা শেখদের ডিগবাজির কথা সকালে ভাবলো কে কে?
ভাবনা, কান্না, উচ্ছ্বাস, পোড়া কামরার পর মার্সিডিজের রঙে
অনেকেই ভুলে যাচ্ছে
আমি ভালোবাসি তোমাকেই।

দেহদান

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রক্তন ছাত্র)

মেডিকেলের লাশকাটা ঘর ছাড়িয়ে
আমার এক সাথীর
ঘুমিয়ে পড়া মুখ ছাড়া বাকিটা
আমরা ঢেকেছিলাম লাল পতাকায়,
দেহদানের ১০৪ নম্বর শরিক এবং দিনবদলের সৈনিক
তাকে সবাই সেলাম, লাল সেলাম জানিয়েছিলাম।
সবাই নয়.....
তার কমরেড সহধর্মিনীর মনে তবুও একটা খচ্‌খচ্‌ ছিল।
দেহদানের অঙ্গীকার করেছে সেও
তবুও ওর বোধহয় মনে হয়েছিল
ছুরি, কাচি, ব্লেড়ের থেকে
ধোঁয়াটা একটু ভালো।
কয়েকমাস বাদে সিএনএন, বিবিসির পর্দাজোড়া
আতসবাজির নক্সায়
ধোয়া হয়ে যাচ্ছিল ইতিহাসের মেসোপটিমিয়া .....
বিদেশী পত্রিকার গন্ধওয়ালা পাতায় রঙিন সুন্দরীকে
পেছনে ফেলে
আবুঘ্রাইবের পর্নোগ্রাফি।
আব্রুঘাইবের বাসিন্দাদের সাথে আমার বন্ধুপত্নী কথা
বলেনি
বলবার সুযোগও ছিল না
তবুও ফোনে জিজ্ঞাসা করল অনেকবার— .....
আমার দেহদানের অঙ্গীকারটা করা আছে কিনা?

আত্মবিশ্বাস

সুপর্ণা বাছাড়, বাংলা (সাম্মানিক) দ্বিতীয় বর্ষ

জীবনের সবটুকু স্বাদ দিয়ে যাব তোমায়
জীবনের সব আশাগুলো সত্যি করতে
শেখাবো তোমায়।
জীবনের মুছে যাওয়া স্বপ্নকে দেখতে শেখাবো তোমায়
ভাঙতে নয় গড়তে শেখাবো আমি

আমি জানি তুমি অচেনা নও,
পরিচিত জগতেরই একজন।
তোমার কণ্ঠে আজও সেই চেনা সুর
তোমার প্রতিটা ধমনীতে আজও বয়ে চলে উষ্ণ শোনিত।
তোমার দীর্ঘশ্বাস আজও বলে ওঠে, তুমি পারো।

তুমিই পারো জীবন দিতে
জীবন নিতে।

তুমি জয়ী ঃ তুমিই অপরাজেয়।

একটা দুটো তিনটে ছেলে

দীপজয়িকা ঘোষ
বাংলা বিভাগ (প্রথম বর্ষ)

একটা ছেলে দুটো ছেলে তিনটে ছেলে চলে,
একটা ছেলে দুটো ছেলে তিনটে ছেলে বলে;
একটা ছেলে যেতে চায় সুদূর বিলাতে —
একটা ছেলে সাজতে চায় 'বাজার খিলা'তে,
একটা ছেলে খেতে চায় বিদেশী খানা,
একটা ছেলে দেখতে চায় টিভিতে নাচাগানা।
দুটো ছেলে থেকে যায় এই ছোট্ট দেশে,
দুটো ছেলে দিন কাটায় শুধুই হেসে হেসে;
দুটো ছেলের স্বপ্ন আছে অনেক বড় হবার,
জগৎটাকে নিজের করে নতুন করে পাবার।
তিনটে ছেলে ভাত জোটায় অনেক কষ্ট করে
তিনটে ছেলে পেতে চায় সব গায়ের জোরে,
তিনটে ছেলের ঘরে অভাব তিনটে ছেলে বেকার।
তিনটে ছেলের খবর আমরা কে বা রাখি কবার?

অরক্ষণীয়া

দীপেশ সরকার
বাংলা (সাম্মানিক) দ্বিতীয় বর্ষ

১.
ফুলগুলি উপচানো রূপ। টলে যায় মাথা।
ও মেয়ে একদিন নষ্ট হবে ঠিক। বইখাতা পেন্সিল
চেয়ে ও বড় পোষাক বিলাসী। ধ্বনিতত্ত্ব শব্দার্থ
কিছুই ঢোকে না মাথায়। গুহ্যতত্ত্বে দারুণ আগ্রহী।
২.
গানটান কিছুই শেখে না। নিশিডাক
জানে। ধ্রুবতারা দেখে কত রাত বলে দিতে পারে।
ওই মেয়ে ঘরে রাখা যাবে না এখনি।
৩.
ভরা মাঠ। থৈ থৈ জল। সেই জলে স্নান সারে
রূপসী স্বৈরিনী। গানে গানে সেই কথা ভেসে
ফেরে। ওই মেয়ে আজও কোন সহবত শেখেনি।

কোলকাতা

অদ্রিজা দত্ত
ইংরেজী (সাম্মানিক) দ্বিতীয় বর্ষ

কোলকাতা মানে ভিক্টোরিয়ার
মাথায় দাঁড়ানো পরী,
কোলকাতা মানে মাটির তলায়
পাতাল রেলেতে চড়ি।

কোলকাতা তুমি রং বদলাও
সকালে, বিকেলে, রাতে
তোমার বুকেতে অসহায় মেয়েটা
বদলায় হাতে হাতে

কোলকাতা মানে মোহনবাগান
ইস্টবেঙ্গল খেলা —
কোলকাতা মানে মিটিং-মিছিল
তার সাথে বই মেলা।

কোলকাতা মানে পূজোর আমেজ,
ঢাকেতে পড়বে কাঠি,
কোলকাতা মানে ছোট্ট শিশুর
হাতে ভিক্ষার বাটি।

কোলকাতা মানে ট্রামের আওয়াজ
স্বভূমি, এ্যাকুয়াটিকা,
মধ্য রাত্রে কোলকাতা তুমি
হয়ে ওঠো বিভীষিকা।

কোলকাতা তুমি আলোয়ার আলো,
স্বপ্নের হাতছানি,
কোলকাতা তুমি সুন্দরী,
তুমি মায়াবিনী, তুমি রাণি।

কোলকাতা আমি তোমার দুচোখে
ঝরতে দেখেছি হাসি,
তুমি যাই হও —
কোলকাতা, আমি তোমাকেই ভালোবাসি।

ছোট কবিতা

সুপর্ণা মজুমদার
সংস্কৃত সাম্মানিক (প্রথম বর্ষ)

ছোট হাসি, ছোট কান্না,
ছোট বড় দুঃখ বেদনা।
ছোট্ট এই জগতে —
ছোট ছোট গল্পকথা।
ছোট স্বপ্ন, ছোট আশা,
ছোট প্রেম ও ভালবাসা।
ছোট্ট এই জগতে —
ছোট ছোট কত কথা।
ছোট মনের বাসনারই,
ছোট আশা কামনারই।
ছোট্ট এই জগতে —
মূল্য অধিক ছোটদেরই।

অপূর্ণ

প্রগতি মুখার্জী

ভালবাসা তোমায় দিলাম
ভাবলে পাথর কাঁটা
হারিয়ে গেলাম এক নিমেষে
ভাবলে ঘুচলো কথা

দিতে তোমায় চেয়েছিলাম
অনেক কিছুই আমি
কিন্তু কিছুই দিলাম না
এখানেই হার মানি।।

তুমি আমায় মিথ্যে আশা
দাওনি কোনদিনও
বলতে তুমি — "পা দিও না
গর্ত আছে বড়।"

ভেবেছিলাম বুজিয়ে দেব
সেই গর্তখানির মুখ
ভরিয়ে দেব ভালবাসায়
তা সে যতই বড় হোক।।

তুমি যে আমায় হাসতে হাসতে
সত্যি কথা বল
তা আমি কোনদিনই
বুঝতে পারিনি বড়।।

বলতে তুমি ছেড়ে দেবে
ছাড়িয়ে আমার হাত
সত্যি দিলে তারই প্রমাণ
পেলাম আমি আজ।।

তুমি আজ চলে গেছো
অনেক সঙ্গী তোমার
কিন্তু আমি একলা বসে
আমার ঘরের কোণায়

গাছের ফাঁকে একফালি চাঁদ
দেয় সে উঁকি ওই
মৃদু হাওয়ায় প্রাণটা দোলে
মনের খোঁজে রই।।

আলোর খোঁজে

সন্দীপন কর
রসায়ন (সামমানিক) প্রথম বর্ষ

স্যাঁতস্যাতে মনে বাসা বেঁধেছে একরাশ কীট,
আর আমি তাদের ধারক।
বিচ্ছিতাবাদের ধোঁয়াশায় আমরা সবাই
যেন অন্ধকারের বাদুড়।
আমার হলুদ আজ নোখ আজ পেঁচার মত
অন্ধকার দেখতে অভস্ত — আর
নিয়নের নীলাভা!

এই মনের অলিন্দে কোন্ শয়তান যেন
উঁকি মারে, আর বলে —
'মনে আছে যেটুকু আলো,
চটপট তা মুছে ফেলো।
চোখ আছে যেটুকু সাদা,
কালো কর ওরে হাঁদা।
শুধু, নিজেরটা ভাব
তবেই পাবি, আখেরে লাভ।'

আবার কখন যেন পথ ভুল করে এ সবে
প্রবেশ করে তলস্তয়ের শিষ।
পাথর ভাঙতে না পারার কষ্ট ভুলে —
ছুটে যাই এক নতুন আলোর খোঁজে।
সেই আলোয় ম্লান হয় মনের অন্ধকার
আর ধমনীর ক্লোরোফিল।
চুপসে যায় শয়তানের বুদ্‌বুদ্।

দেশপ্রেম

নাসরিন ইসলাম
ইংরাজী সম্মানিক (প্রথম বর্ষ)

"দেশপ্রেম?
প্রেম চোপড়ার ভাই?
কোথায় থাকে
একে খায় না গায়ে মাখে?"
"বলেন কী স্যার, দেশপ্রেম জানেন না?
আপনি কি ইন্ডিয়া-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ
দেখেন না?
নুনের বিজ্ঞাপনও দেখেন না?
ম্যায়নে দেশ কা নামাক খায়া হে?"
"সিনেমাটা জমাতে হবে।
নায়ক-নায়িকার কাশ্মীরে জন্ম,
অযোধ্যায় বিয়ে।
গুজরাটে হানিমুন।
একটা মণিপুর সিকোয়েন্স রাখতে হবে।
'দেশপ্রেম'কে ডিজিটাল এফেক্টে ধরা যাবে তো?"
"স্যার, টাইটেল সংটা ফাটিয়ে দেব।
'জনগণমণ, টাকার কথা শোন,
যেহেতু টাটা টী স্পনসর —
'বন্দেমাতরম, টাটা টী গরম'
অনেক তেরঙ্গা পতাকা কিনতে হবে।"
"তেরেঙ্গা' আমার ড্রাইভার খায়।
'পতাকা' বিড়ি আমি নিজে খাই।
এসবের দরকার কী?
চারমিনার বা পানপরাগ চলবে না?"
"দেশপ্রেম" নামটা কিন্তু গোলমেলে..."
"(মনে মনে) স্যার আপনি একটা মহাগাধা
(সশব্দে) 'দেশপ্রেম' রিজেক্ট করলেন স্যার?
তাহলে 'দেশ' কেটে শুধু 'প্রেম' করি?
নাচ, গান, কমেডি, মারামারি।
এ.আর. রহমানের বন্দেমাতরম
নায়ক জন আব্রাহাম।
নায়িকা বিপ্স্ বেশরম?"
মহাগাধা স্যার সানন্দে রাজি,
১৫ই আগস্ট কি একটা ছুটি আছে।
সেদিনই মহরত।
গ্যারেজ থেকে গাড়ী বেরোচ্ছে।
পিছিয়ে যাওয়ার সুর —
"সারে জাঁহাসে আচ্ছা, হিন্দুস্থান হামারা।"
(প্রযোজক ও নির্দেশকের কথোপকথন)

'হে, উন্নত সভ্যতার সৈনিক'

সুপ্রিয় ঘটক
সংস্কৃত সাম্মানিক (তৃতীয় বর্ষ)

তপ্ত মধ্যাহ্নের নির্জনতায় সোনালী ডানার চিলের ক্রন্দন
নির্জন সন্ধ্যার নিঃসঙ্গ স্তব্ধতায় এনেছে স্থবিরতার সান্নিধ্য;
সফেদ সাম্পান বেয়ে লাজুক নম্র রোদ যেরকম নিয়ে আসে
বোধের বৈধূর্য হাতে প্রার্থিত আলো মাখা সোচ্চার সকাল।
তবু
তোমাদের হাত ধরে
সভ্যতার জামার হাতায় জিঘাংসা লুকিয়ে
বড্ডো বেশি প্রতারক বেপথু মাতাল এ সময়ের ইতিহাস।
হে সৈনিক, হে উন্নত সভ্যতার সৈনিক —
তোমার বিশ্বাসঘাতী আক্রমণে নিহত হয়েছে যারা
একবার চেয়ে দেখ; তাদের ক্ষত থেকে ঝরছে লাল রক্ত।
আর সেই সব জ্ঞাত অজ্ঞাত শিকারের রক্তে রঞ্জিত তুমি —
মদের বাষ্পের মধ্যে খিস্তি করতে করতে মুঠো বাগিয়ে
অতর্কিতে নিবিয়ে দিয়েছো মানবতার মুক্তির আলো আর সূর্য
বল্গাহীন হৃদয়হীনতায়, অভিশপ্ত সর্পদৃষ্টি দিয়ে।

হে সৈনিক, হে উন্নত সভ্যতার মহান সৈনিক —
তোমরা মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছো, গৃধ্নু শকুনদের
বাগদাদী ভোজ খাইয়ে; রাষ্ট্রের মদ আর জনগণের রক্ত দিয়ে।

হে সৈনিক, এক গ্লাস স্বৈরাচারী ভদ্‌কার মধ্যে
ডুবিয়ে দাও তোমাদের মানবিক অনুশোচনা।
হে সৈনিক, চালাও চালাও গুলি শিশু আর নারীর উপর!
তোমার ভিন্‌দেশী ভাইদের যত বেশি পারো হত্যা করো
যাতে তোমারা রাষ্ট্র বাপ খুশি হয়।
কিন্তু সাবধান —
একফোঁটা লালরক্তের ছিটে যেন না লাগে হোয়াইট হাউসের
দেওয়ালে।
হে সৈনিক, হে উন্নত সভ্যতার সৈনিক —
যখন স্যাটেলাইটের ঝিলমিল আলো তোমার উপর পড়বে
তখন একরাশ আকাঙ্খিত বারুদের ধোঁয়ায় নিও
মানুষ মারার তৃপ্ত নিশ্বাস।
কী হল, শুনছো?
একী! উন্নত সভ্যতার সৈনিকের চোখে জল!
তবে কি তোমার চোখে বয়ে চলেছে
ইউফ্রেটিসের কান্ না-আ .....

ওদের ডাকছে

শর্মিতা মজুমদার
জার্নালিজম এন্ড মাস কমিউনিকেশন (সাম্মানিক)

গভীর রাত বলে গেছে
দরজা খুলে রাখতে।
উৎকণ্ঠার ভেতর চাপা হাসি
শুনতে পাই,
বৃষ্টির ছোঁয়ায় গাছের
পাতা নড়ে।
তবু আজ বৃষ্টি হয়নি
গাছের পাতাও নড়েনি।
দীর্ঘ প্রত্যাশার রামধনুর
গান শুনেছে সবাই,
কাল সবাই বলতে
ভুলে গেছে।
সবাই কালকেই ফেলে গেছে।
ফেরেনি আজও ঘরে
সেই ধোঁয়ার গন্ধ;
গাছেরা শিকড় পাল্টাচ্ছে,
মানুষ হাসতে ভুলে গেছে,
ছায়ায় ঘেরা উজ্জ্বলতা
ধুয়ে পরিষ্কার।
আবার ফুটেছে ফুল,
প্রবাহমান জলের ধারা
আগুন হয়ে গেছে,
আজ রক্ত আবার হাসছে,
অট্টহাসি হাসছে।
ভূমিকাহীন উত্তর প্রশ্ন
হয়ে দাঁড়াচ্ছে —
কারা ওদের রক্তাক্ত করছে?
রক্ত ওদের ডাকছে।
কেউ বাঁধা দিচ্ছে না
ওরা শান্তি চাইছে না।
ওরা ধ্বংস খুঁজছে।
আজ আবার সব লাল
ফুল ফুটেছে,
অন্ধকার কেন ভাবছে?
আলো যে ঠিকানা
হারিয়ে ফেলেছে।
সময় তবু চলে যাচ্ছে
সময় থামছে না,
রক্ত ওদের ডাকছে —
ওরাও থামবে না।

তোর অভিমান

স্নেহাশিস পাল
কলা বিভাগ

অফ্ পিরিয়ড়ে সময় দেওয়া,
একটু দেরি ক'রে আমার আসা;
'এই Sorry... চল্ না বসি...'
মেট্রোর সিঁড়ি যতীন দাস পার্ক...
দারুণ লাগে তোর অভিমানী
চোখের উপর চুলের সামান্য কার্ব।
'বললাম তো বাবা Sorry...'
একটু না হয় হয়েছে দেরি...

শুনলি না, ঝগড়া করে স্ট্রেট বাড়ি।
কলেজ শেষ — এখন কি যে করি?
মোবাইলটাও করেছিস অফ্ অনেকক্ষণ,
তোর রাগ কে জানে গলবে কখন?

গভীর রাতে ওমরে মরছি আমি
F.M.-এ করুণ সুরে আদনান সামি
আর লিখছি আমারই বুকের ব্যাথা —
এই দ্যাখ তোর জন্য এ কবিতা,
কি জানি এখন কি করছিস? ভাবতে ভাবতে ....
আমার মোবাইল বাজে তোর SMS-এ!
KAL 11.45-A AASBI COLLEGE GATEA
NA HOLA GHUSHI KHABI MUKHE PATE.

অপেক্ষা

কুন্দন কর্মকার
কলা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

ভালবাসার দীপটা নিভে গেছে চিরতরে
এখন এ শূন্য হৃদয়ে পড়ে আছে কিছু পোড়া স্মৃতির ছাই।
হৃদয়ের প্রকোষ্ঠগুলো আচ্ছাদিত হয়ে আছে কালো ধোঁয়াতে
কোথাও ফাটল ধরেছে কোথাও বা ঝরে গেছে চুন কালি,
এক নজর দেখলেই মনে হয় কঙ্কালসার দেহটা আর সইতে
পারছে না যন্ত্রণার ভার।
জ্যোৎস্না রাত্রে শিউলী ফুলের গন্ধে, একটু দম নিলে ঢুকে পড়ে বুকের ভেতর,
কিন্তু প্রাণ ফিরে আসে না।
যৌবনের সব স্বপ্নই চাপা পড়ে আছে
ঐ গির্জা ঘরের কবর খানায়।
শ্বেত ফলকে লেখা নামটা কেমন যেন ক্ষয়ে ক্ষয়ে,
মিলিয়ে যাচ্ছে পাথরের বুকে।
শুকনো কিছু ঝরা পাতা তার বুকের ওপর পড়ে —
অনুভব করতে চাইছে তার হৃৎস্পন্দন।
শুধু তারাই শোনে থেমে থাকা তীব্র হাহাকার।
ঠিক তখনি ভালবাসার কঙ্কালটা নড়ে চড়ে উঠে,
জানান দেয় আজও আছে সে আজও আছে
তোমারই অপেক্ষায়।

ধর্ম

অভিজিৎ মণ্ডল
বিজ্ঞান বিভাগ (দ্বিতীয় বর্ষ)

ধর্ম মানে মন্দির আর মসজিদ নিয়ে
দ্বন্দ্ব শুধু আত্মঘাতী।
ধর্ম মানে খুনোখুনির ঘাগুলিকে
খুচিয়ে তোলা রাতারাতি।
ধর্ম মানে দেওয়াল তুলে ভাগ করে দাও
অঞ্জলি আর আমিনাকে।
ধর্ম মানে মানুষজনকে বোকা বানাও
সাম্প্রদায়িক ঘূর্ণিপাকে।
ধর্ম মানে ভারত মায়ের মুখ ঢেকে দাও
বোরখা দিয়ে যত পারো
ধর্ম মানে ভারত উদয়
রথের রাশি জোরসে করে টানো আরও
ধর্ম মানে সোজাসুজি শোনা বুলি —
সহজ সরল রাস্তা ছাড়ো
ধর্ম মানে শাস্ত্র ফেলে অবহেলে
ছুরি ছোরায় ভাইকে মারো
তাই নাস্তিকতাই বরং ভালো
ধর্ম মানে মানুষ গেল
আমি ভালোবাসার ভুবন গড়ে
ধর্মকে দিই জলাঞ্জলি।

'আমি'

অনির্বান পাল
পদার্থবিদ্যা সাম্মানিক (দ্বিতীয় বর্ষ)

আমি আমার নিজের মনের ছোট্ট এক কবি
কবিতা দিয়েই প্রকাশ করি নিজের মনের ছবি
আমার মনের মাঝে রঙের খেলা ফুটিয়ে তুলি ভাষার
তুলি দিয়ে
লালচে সুখ কালো দুঃখ কত রঙ আরো মিলেমিশে যায়
এই ছবির মধ্যে এই নিয়ে
কখনো থাকে সেই ছবি বেদনার কালো রঙে ঢাকা
কখনো বা থাকে সেই ছবি খুশির লালচে আভা মাখা
কখনো বা দেখা যায় সেই ছবিতে ফুটছে প্রেমের সবুজ
পাতা
কখনো বা দেখা যায় তাতে ছাই রঙে মাখা অসহ্য বিরহ
ব্যাথা
সেই ছবিতে কখনো বা ঈর্শার খয়রি রং ফুটে ওঠে
কখনো বা তাতে বেগুনি রঙের প্রবল রাগের ফোয়ারা
ছোটে
থাকে কখনও সেই ছবিতে হলদে রঙে মাখা অভিমানের
ছোঁয়া
থাকে কখনও সেই ছবিতে গোলাপি রঙের পরম তৃপ্তি
পাওয়া
কতশত ভাব আমার মনে খেলা করতে থাকে
সবকটির সঙ্গেই কোন না কোন রঙ জড়িয়ে থাকে
মনের এই ভাবগুলো আমার কাছে মূল্যবান তাই
রঙিন মত ভাবগুলো মনের ক্যানভাসে এঁকে দিতে চাই।

মৃত্যুকালে বয়স ছিল .....

শ্রীজিৎ দাশ
সাম্মানিক অনুজীববিদ্যা (মাইক্রোবায়োলজি)
দ্বিতীয় বর্ষ

যে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার আগেই
খুন হয়ে গেল,
তার মুখে খবর পেলুম
মাতৃজঠরও নিরাপদ নেই আর!
সেখানেও হত্যার বিভীষিকা;
মৃত্যু ভয় কি তা বোঝাবার আগেই
হত্যার শীতলতা যাকে স্পর্শ করে গেল,
কেউ বলতে পারবে না
মৃত্যুকালে তার বয়স কত ছিল....

তার মৃত্যুর পর আগুন ছিল না,
ছিল না ফুল — মালা — চন্দন,
অথবা প্রিয়জনদের দু'ফোঁটা চোখের জল।
তাকে শহীদ হতে হল
হয়ত বাবা-মা'র আর্থিক স্বাচ্ছল্যের দাবিতে,
কিম্বা মায়ের লজ্জা দূর করতে,
অথবা নিছকই মেয়ে হবার অপরাধে

তার হত্যার মীমাংসা হবে না কোনদিন;
সে শহীদ,
তবুও জুটবে না শহীদের সম্মান,
তার দুর্ভাগ্য,
কোন ইতর প্রাণী না হয়ে
যে মানুষ হয়ে জন্মাতে চেয়েছিল।
তাই তাকে 'খুন' হতে হল!
জন্মের আগেই!

সাহসী হলে

নীলাঞ্জন সেনগুপ্ত
(ইংরেজী সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ)

আমি যদি স্বেচ্ছাচারী
তারা ঘরে বা ময়দানে
বৃষ্টি আমি আনতে পারি
আমি যদি বৃষ্টি চয়নে।

আমি যদি অন্য আকাশ
অন্য ভাবে রবি
অহেতুক ভাবে চাস
অহেতুক আমি অহেতুক কবি।

আমি যদি রূঢ় বাস্তব
কঠিন কথা বলি
কঠিন ভাবে পাব বলেই
অন্য পথে চলি।

বন্যা আমি বন্যা কথার
সাহসী হই যখন
একটু পরেই তুই আমার
তুই আমার এখন।।

বাস্তবতার কোলাজ

নন্দন কুমার মুখার্জী
বিজ্ঞান বিভাগ (সাধারণ)

বিবশ রাত্রির পাতাগুলো মিলে মিশে
গভীর ছায়া নড়ে ওঠে,
নিজেকে ভেঙে টুকরো করি
ভিন্নভাবে গড়ে তুলবো বলে, সম্পূর্ণরূপে।
আমার ভগ্নাংশগুলি আকাশে উড়তে থাকে;
ছুয়ে যায় ধূমকেতু কালপুরুষ দীর্ঘ ছায়াপথ।
মাটিতে, শস্যে, ফুলে, জলে ও পাথরে
টুকরোগুলি অবলীলায় নেচে যায়, অহরহ।
রক্তপদ চিহ্ন এঁকে জন্ম দেয় অন্য ইতিহাস।

আমার দু'হাতে থাকে দুরঙের তাস
সৃষ্টি ও জীবন সংহারের
আলো আর অন্ধকারে গড়ে ওঠা
সম্পূর্ণ মানুষ আমি, আজ।
জন্মে, মৃত্যুতে, ধ্বংসে তুলে দিই সৃষ্টির পতাকা,
প্রকাশ্য মায়াপথে পণ্যশরীর আর
আমাদের হেরে যাওয়া নয়,
সব সমানের দেশে দেখা যায় কৃষ্ণচূড়া;
আর রাত্রির স্তব্ধতা কেটে ভোরের মায়ায়
জর্জরিত হয়ে ফুটে ওঠে রক্তিম সূর্য।

কবি

চন্দন চট্টোপাধ্যায়
রসায়ন সাম্মানিক (প্রথম বর্ষ)

চাঁদে নাচ করে দুটো পাখি
কবি বলে শুধু কাকে ডাকি?
বুকে ঝলমল করে আলো।
ওরা পথ আঁকে বড় ভালো।
পথে গাছ নদী পাতা নাচে।
কবি চোখ দিয়ে ছুঁয়ে বাঁচে।
চোখে মেঘলতা কিশোরীটি,
পড়ে রাতভোর শুধু চিঠি...।
চিঠি ফুটফুটে তারা দুটি।
চিঠি 'রূপকথা' 'আলোকুঠি'!
আলো আয় আয় বলে ডাকে।
দ্যাখো রং ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
ওড়ে পালকের মত ছুটি।
ওড়ে একরাশ কাটাকুটি।
ওড়ে 'ভাঙা ভাষা' ক্রমাগত
বলে জোড়ো দেখি পারো কত!
কবি রাতভোর দিশেহারা।
বুকে গোলাপের কিছু চারা।
কবি কিশোরীকে ভালোবেসে।
ভাসে ঘুম নেই প্রিয় দেশে।

ওরা কারা

সুপ্রতীক ভট্টাচার্য
ইংরাজী বিভাগ (প্রথম বর্ষ)

ওদের অনেকে
ভাতের বদলে খায় ফ্যান,
ওদের অনেকেই নগ্ন,
তবে বিজ্ঞাপনের স্বার্থে নয়।
ওরা নগ্ন
ওরা নগ্ন
আমাদের সমাজব্যবস্থার মতোই।
তৃতীয় বিশ্বের ফুটপাথই
ওদের ক্রীড়াভূমি;
ওরা খাবারের বদলে পায়
শুধুই উপেক্ষা
সূর্যের আলোর মধ্যেও বিরাজ করে
ওদের অন্ধকার ভবিষ্যৎ।
একটা ভবিষ্যতের অপমৃত্যু
সর্বদাই ওদের মধ্যে ঘটছে;
ওরা রাস্তা-ঘাট, ফুটপাথে
খেলে বেড়ানো বস্তির সেই
নোংরা শিশুগুলো যারা
খোলা আকাশ আর
দারিদ্রসীমার নীচে
অনেক নীচে থাকে।
ওরা বড় হবার পরও বোঝে না,
কি করে তারা বড় হল।
সমাজ থেকে ওদের নয়
ওদের দারিদ্র যদি হয় দূর
তবেই হয়তো পৃথিবীটা
ওদের কাছে হবে অর্থবহ।

সহবাসিনী

দেবাঞ্জন মুখার্জী
বাংলা সাম্মানিক (২য় বর্ষ)

পাঁজরের নীচে মহাকাশ দানা বেঁধেছে
আর ফুসফুসের গভীরতায় সমুদ্রের সুনীল আহ্বান;
এখানে উড়ে যাক সামুদ্রিক ডেডোপাখি
যার বুকের নরম পালকে হৃদয়ের স্বপ্ন বাসা
বাঁধে।
এখান বসে থাকো
— আর মাথার ওপর সুবিস্তৃত নক্ষত্র ক্যানভাস,
নৈশব্দের সাথে কারো প্রেমালাপ,
নৈশব্দের সাথে কথা বলো হৃদয়,
এইখানে বসে থাকো সারারাত,
ভুলে যাও...
... ভুলে যাও বিক্ষত নীতি, বিক্ষত সমাজ।
এখানে তোমার ভ্রূপল্লবের ইঙ্গিতে নেমে আসুক
স্নিগ্ধ আলিঙ্গন পৃথিবীর শরীরে।
— যেখানে বসন্ত ছিল না,
— যেখানে প্রেম ছিল না,
— যেখানে কেও ছিল না.
সেখানে তোমার শিরা উপশিরায়
রক্ত প্রবাহের ধ্বণিতে,
পৃথিবীর সব অপ্রেম যাক মরে, —
আসুক যৌবনের থেকেও দীর্ঘ প্রশান্তির রাত,
পাহাড় চূড়ায় আগুন জ্বলে উঠুক
আজ রাতে;
আজ যৌবনের সাথে হৃদয়ের
হোক না উদ্দাম সহবাস।

ব্যাখ্যাহীন

শাঁওনী ব্যানার্জী

'কলরলেস্ ফ্লুইড' বলে ব্যাখ্যা করে
তাচ্ছিল্য করলে সবাই?
ওটা জীবন ছিল
ওটা এক টুকরো কোষ ছিল
জল হয়ে ঝড়ে পড়েছে সারাদিন
ওটা সমুদ্র আর আমার কাহিনী ছিল
..... শেষাংশ ব্যাখ্যাহীন।

চল যাই ফিরে

কোয়েলি চ্যাটার্জী
জার্নালিজম এ্যান্ড মাস্ কমিউনিকেশন (প্রথম বর্ষ)

নিস্তব্ধ রাত গড়ে অন্ধকারের মধ্যে
যুগ যুগান্তর ধরে হেঁটে চলেছে এক পথিক,
তার যাত্রা শুরু
সেদিন পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সঞ্চার।
তারপর থেকে আজ অবধি তার যাত্রা অব্যাহত।
কেউ কি জিজ্ঞাসা করেছে তাঁকে
কিসের খোঁজে আর এই যাত্রা,
কিসের জন্য সে হেঁটে চলেছে দেশ থেকে দেশে?
কাল থেকে কালে, অতীত থেকে ভবিষ্যতের পথে
কিতার অভিপ্রায়?
যুগ যুগ ধরে সে সাক্ষী হয়ে রয়েছে সভ্যতার ইতিহাসের
সে নিজের চোখে দেখেছে পাঞ্চালীর বস্ত্র হরণ
কেউ জিজ্ঞাসা করেছে তাঁকে, সেই ক্ষণে
এক মুহূর্তের জন্যও সে থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল কি না?
এক মুহূর্তের জন্যেও
তাঁর পথ চলায় ক্লান্তি এসেছিল কিনা?
হঠাৎ করে মনে হয়েছিল কিনা
পিছিয়ে যাই আরও হাজার বছর?
এই উত্তর কারো জানা নেই,
কিন্তু জানা আছে তার এগিয়ে চলার কথা।
নির্বাক দর্শকের মত
এক রঙ্গমঞ্চ থেকে আর এক রঙ্গমঞ্চে
জীবনের নাটকীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছে
সে প্রতিবাদ করে না
সে আসে না ..... সে অপেক্ষা করে না ....
সে এগিয়ে চলে
সে যেন কিছু খুঁজে বেড়ায়
কিন্তু কি?
জীবন না নৃত্য কি তার লক্ষ্য?
স্বাধীনতার লড়াইয়ে বয়ে যাওয়া শহীদদের রক্ত কি
এক ফোঁটাও ছেটেনি তার গায়ে?
এক মুহূর্তের জন্যও কি তার ইচ্ছা হয়নি
প্রতিবাদ করতে
তাদের যুদ্ধে সামিল হতে?
হয়তো করেছিল কিন্তু সে অপারগ,
হয়তো করেনি কারণ সে পাষাণ।
আজও চারিদিকের হাহাকার কি
তার অন্তরকে স্পর্শ করে না?
এই ধর্ষিতা সমাজ
অবনতির সংক্রামক ব্যধি কি
তার মনকে ঘৃণায় ভরিয়ে দেয় না?
একবারও কি তার মনে হয় না
আর নয় পথ চলা
সময় ... আমি আজ তোমার কাছে উত্তর চাই
একবার বল
কিসের নেশায় পাগল উন্মাদের মত এগিয়ে চলেছি
শ্মশানের বুক চিরে।
চল না আবার একবার ফিরে যাই
তুমি আমি জীবনের সেই প্রথম প্রভাতে
এবার রাতের আঁধারে নয়
দিনের আলোয় কর যাত্রা শুরু
ভালবাসার খোঁজে ভালবাসাকে নিয়ে এগিয়ে যাই
বিস্তারিত এই মরুভূমিতে
এনে দিই সবুজের মেলা
যদিও জানি সময়
এ অসম্ভব
তবু একবার, শুধু একবার
আবার যাই ফিরে।।

যুদ্ধ শেষে

স্বর্গ দেশে

ঋতুপর্ণা গাঙ্গুলী
বি.এ. (ইংরাজী সাম্মানিক) প্রথম বর্ষ

পৃথিবীর মধ্যপ্রান্তে আজ কালো ধোঁয়া
সারি সারি মানুষের নিথর দেহ —
তারা একমনে শোয়া।
এ কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয়,
এ কারুর বিস্ফারিত আকাঙ্খার
গভীর কালো নিশ্বাস বলয়।

সৃষ্টির শত সহস্রাব্দ পেরিয়েও
আমরা বড় দীন,
অর্থের নৈবেদ্যে আমরা বিলীন।
আজও,
তুমি পশ্চিমী, আমি প্রাচ্য
তুমি মহান, আমি ব্রাত্য।
আজ আমরা বলব,
আমাদের বলতে দাও
হে ঈশ্বর —
আমাদের নিশ্চল মুখে ভাষা যোগাও
আমরা আর চাইনা
ইরাক, ভিয়েতনাম, আফগানিস্তান
ফিরিয়ে দাও
আমাদের প্রাপ্য বাসস্থান।

আমরা আর শুনতে চাইনা
রক্তাক্ত পুরুষ দেহে —
অসহায় নারীর কান্না,
দিশেহারা শিশুর
ঘরে ফেরার বায়না।
আমরা জানি না
মৌলবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সাম্যবাদ;
আমরা চাই
মানবতার বিস্তৃত ছাদ।
এ আমাদের ভিক্ষা নয়, দাবী
এক চির আকাঙ্খিত
স্বপ্নের পৃথিবীর ছবি।।

চিত্রপট

অরুণ মৈশাল
বি.এ (বাংলা সাম্মানিক) দ্বিতীয় বর্ষ

স্মৃতির পটে রেখেছি আমি
ভেজা ওর দুটি নয়ন,
উঠছিল যেই ছল-ছলিয়ে
সব ভুলেছিল এ-মন।

দেখি তাকে প্রথম যেদিন
ঐ কুলবতী তীরে,
গাগরী নিয়ে নদীর বারি
আনছিল সে ভরে।

নীলাম্বরী শাড়ি পরে
পায়ে আলতা দিয়ে,
আমার কিছু দূরে সে
চলছিল গান গেয়ে।

হঠাৎ তাকে দেখি আমি
গেঁয়ো পথের ধারে,
বাউল গানের তালে তালে
মাথা শুধুই নাড়ে।

এখন আর পথে ঘাটে
পাই না তার দেখা,
স্মৃতির পটে ভাসছে শুধু
তার ঐ রূপরেখা।

চিন্তাধারার উন্নতি ও সামাজিক উন্নয়ন

দেবাশিস ঘোষ
অর্থনীতি বিভাগ (২য় বর্ষ)

গত বছর আশুতোষ কলেজের বার্ষিক পত্রিকায় ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির কিছু বাস্তব সমস্যার একটি পরিসংখ্যান দিয়েছিলাম। (একটি পরিসংখ্যান একটি প্রয়াস একটি বাস্তব) এখানে সেই সমস্যাগুলির কয়েকটি সামাজিক দিক নিয়ে আলাচনা করার চেষ্টা করব। উন্নয়ন কেবলমাত্র অর্থনৈতিক হতে পারে না, তার একটা বড় সামাজিক, মানবিক বিশেষ করে সংস্কৃতিগত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। দারিদ্র ও অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকার কারণ হিসাবে পরিকাঠামোগত কিছু সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে কিছু সংস্কৃতিগত বা অভ্যাসগত কিছু দৃষ্টিভঙ্গিরও হাত রয়েছে। দুশো বছর পরাধীন থাকা একটা সমৃদ্ধ জাতীর আরও সাতান্ন বছর ধরে সামাজিক অবক্ষয় ও একটি শ্রেণীর ক্রমাগত পশ্চাদপসারণের কারণ হিসাবে ওই 'দুশো বছরের পরাধীনতাকেই শুধু দায়ী করে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া যায় না। হিন্দু দর্শন শাস্ত্রে জীবনের পরম উদ্দেশ্য হিসাবে 'মোক্ষলাভ'কেই জীবনদর্শন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'Development as Freedom' গ্রন্থে অর্মত্য সেন একটি উদাহরম স্বরূপ বলেছেন, বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ী যখন জানতে চান যে যদি তিনি এই পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের অধিশ্বরী হন, তাহলে কি তিনি তার দ্বারা অমরত্ব লাভ করতে পারবেন? উত্তরে যাজ্ঞবাল্ক সেই আশা নাকচ করে দিলে মৈত্রেয়ী বলেন, "যার দ্বারা অমরত্ব লাভ করা যাবে না, তা নিয়ে আমি কি করব?" এই প্রশ্নটিই ভারতীয় ধর্মদর্শনে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধর্মদর্শন নিয়ে আমার কোনো প্রশ্ন নেই বিশেষ করে সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে; কিন্তু বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির যুগে এই দর্শন যেন কর্মক্ষেত্রের দর্শন না হয়, কারণ হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের আরেকটি মূল কথাই হল "কর্মই ধর্ম" এবং এক্ষেত্রে "আরও বেশি চাওয়ার" প্রবণতা কোন লিপ্সা নয় বরঞ্চ তা গতিরই নামান্তর তা না হলেউলপাদনবৃদ্ধির হার কমতে কমতে শূন্য হয়ে যাবে Nehruvion-socialism তার ফল স্বরূপ Hindu rate of Growth তার চূড়ান্ত উদাহরণ, যার পরিণাম আজ এই ব্যাপক দারিদ্র। একই জায়গা থেকে আরম্ভ করে আজ দঃ কোরিয়া, তাইওয়ান, কোন শিখরে উঠেছে, চীন পর্যন্ত বহুদিন সমাজতান্ত্রিক গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকেও "To be rich is glorious" নীতি অনুসরণ করে উন্নয়নের এককালীন দাম দিয়ে আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দরকষাকষি করতে সক্ষম। আর আমাদের মনে পড়ল ১৯৯১সালে এসে। এই "পরীক্ষাতেও বসব না এবং ফেলও করব না" নীতি ধরে আমরা চলে এসেছি বলেই ভারতীয়দের বলা হয় "Satisfiers, not maximizers."

আমাদের এই মানসিকতা, না পরিকাঠামোগত সমস্যা — কোনটা যে বেশি দায়ী, তা বলা সম্ভব নয়। যেমন ভারসাম্য দাম নির্ধারণে চাহিদা ও যোগান দুয়েরই হাত রয়েছে, ঠিক তেমনি এরাও একই কাঁচির দুটি ব্লেড। পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলিও তৈরি হয়েছে সরকারের দিনের পর দিন নরম মনোভাব, গঠনমূলক কাজে শ্রমিক সংগঠনগুলির অপব্যবহার, দুর্নীতির বারবাড়ন্তকে প্রশ্রয় ও পরিচালনাগত ত্রুটির জন্য। ভর্তুকী দিয়ে আর কতদিন চলে, একদিন কোষাগারে টান পড়বেই। আর সেই ভর্তুকী বন্ধ করলেই তখন সেই সরকারী নীতিতে রয়েছে 'সাম্রাজ্যবাদীর কালো হাত' — সব অবাস্তব যুক্তি। ভোগবাদ ও বস্তুবাদ সবসময়ই অচ্ছুৎ নয়। কারণ অর্থনীতিতে 'চাহিদা' বলতে একটা বস্তু রয়েছে। আর সে কারণেই নতুন নতুন চাহিদা সৃষ্টি কোনো অপরাধ নয়। তা না হলে সেই তিরিশের দশকের কেইন্‌শীয় 'Liquidity Trap' থেকে বেরিয়ে আসা যায় না।

আর এই চিন্তাধারা থেকেই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে বহুদিন আগের থেকেই Coke বা Levis-কে গ্রহণ করে নিতে কন্‌ফুসীয় মতবাদ বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

দিনের পর দিন 'Infont Industry Argume-এর নামে 'শিশু' শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ দিতে দিতেও পঞ্চাশ বছরেও সেই 'শিশু'দের সাবলম্বী করে তোলা গেল না — তো বিদেশী বিনিয়োগের এত বিরোধীতা করে আমাদের লাভ কী?

কোনো একটি নতুন নীতি গৃহীত হলে, তা আমাদের প্রচলিত চিন্তাধারায় আঘাত করে, আমরা তার 'ভালো দিক'গুলি দেখে উঠতে পারি না, আর এই সংস্কার প্রক্রিয়া যত দেরিতে হবে, তার জন্য তত বেশি 'দাম' দিতে হয়। উদারনীতির ফলে বহু মানুষ যারা প্রচলিত কর্ম প্রক্রিয়ায় নিহিত, তাদের কাজ বলে যার কিন্তু তার ফলে যে নতুন দিগন্ত খুলে গেল ও কত মানুষ কাজ পেল ও মোটের ওপর আগের তুলনায় যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেল, সে খোঁজ আর কেই রাখে না। তার একটা কারণও আছে। যে মানুষগুলি কাজ হারালেন, তারা সমবেত কণ্ঠে একটি নির্দিষ্ট সরকারী নীতিকে দোষারোপ করতে শুরু করলেন, অথচ যারা কাজ পেলেন, তারা তার জন্য তাদের ব্যক্তিগত প্রতিভা ও কর্ম ক্ষমতাকে তার কারণ হিসাবে দেখালেন। ফলে যারা কাজ হারালেন, তাদের বক্তব্যই জোরদার হয়ে ওঠে — হারিয়ে যায় সাফল্যটা। কিন্তু আমরা যদি প্রথম থেকেই সেই মানসিকতায় ও সেই কাঠমোয় তৈরি হতাম, তাহলে ওই মানুষগুলির আর এভাবে কাজ হারাতে হত না। মানবিক সম্পদ আরও সমৃদ্ধ হত আমাদের।

আমরা যারা বাজার প্রক্রিয়ার স্বাধীন কর্মক্রিয়ার কথা বলি, আমাদের কাছে 'বাজার অর্থনীতি' সামাজিক ও গণতান্ত্রিক স্বাদীন দৃষ্টিভঙ্গিরও নামান্তর। কিন্তু তা বহুক্ষেত্রে অপব্যবহার করা হয়, যেটা আসলে আমাদের কথা নয় বাজারের আদান-প্রদানের স্বাধীনতা বা ক্রয়-বিক্রয় এর ঘাত-প্রতিঘাতে ভারসাম্য — স্বাধীনতারই মৌলিক উপাদান। সেই স্বাধীনতায় বাধা দিলে সমাজেরই অবক্ষয় হয়। কার্ল মার্কস পর্যন্ত কর্মনিয়োগের স্বাধীনতাকে যুগান্তকারী অগ্রগতি ও প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদকে জগতের প্রগতির একটি প্রধান উপাদান বলে মেনে নিয়েছিলেন। এমন কি ওঁনার বাজার বিরোধীতায় কোনোদিন সমর্থন ছিল না। অমর্ত সেন মনে করেন, বাজারের ভূমিকা নির্ভর করে, তার দ্বারা কি করা সম্ভব কতটা করার সামর্থ তাকে দেওয়া হয়, তার উপর। একটা শ্রেণী রয়েছে যাদের স্বার্থ বাজারের অবাধ ক্রিয়ার দ্বারা ভালোভাবে সাধিত হয় কিন্তু রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী কিছু শ্রেণী যাদের স্বার্থ বাজার প্রকৃয়ায় ক্ষুন্ন হয়, তাদের এচেষ্টাই যাকে অর্থনীতিতে বাজারের ভূমিকাকে ছোট করা। 'Wealth of Nations' গ্রন্থে Adam Smith বলেছেন, বাজারের বিস্তৃতি জনসাধারণের উন্নতি করবে কিন্তু বাজারের প্রতিযোগিতাকে খর্ব করা জনসাধারণের স্বার্থ বিরোধী ও তা ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সমর্থক। তারা স্বাভাবিকভাবে যে লাভ করত তার চেয়ে বেশি করবে ও স্বদেশী নাগরিকদের উপর অনেক বেশি করে বোঝা চাপানো যাবে।

সুতরাং প্রচলিত সংস্কারকে ভাঙতে না পারলে সামাজিক চিন্তাধারার উন্নতি হয়নি আর তা না হলে অর্থনৈতিক জীবনেও সুফল দেখা যাবে না। অর্থনীতি বা বাজার প্রক্রিয়ার ওপর বিধি প্রণয়ন না করে, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, ভূমি প্রভৃতির প্রাপ্যতা, কৃষি, বিদ্যালয় ভূমি সংস্কার ও পরিবেশগত সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বিশেষ করে আইন-কানুন ও যানবাহন এর ক্ষেত্রে এবং জাতী ধর্ম নির্বিশেষে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি প্রণয়ম করলে তার ফল হবে অনেক বেশী সুদুর প্রসারী ও জনকল্যাণ মুলক। অর্থাৎ সামাজিক সুরক্ষা সঠিক নির্বাচনী ব্যবস্থা, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ও সুষম বন্টন ব্যবস্থা ছাড়া শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিশ্বায়ণ মাণব জীবনে অপ্রাসঙ্গিক।

সন্ত্রাসবাদ না সাম্রাজ্যবাদ?

অরুণিমা কর্মকার
কলাবিভাগ (দ্বিতীয় বর্ষ)

"সন্ত্রাসবাদ" — টি.ভি., রেডিও বা খবরের কাগজে এই শব্দটি বহুল প্রচলিত। কখনও তা শোনা যায় কোন একটি বিশেষ দেশের সীমান্ত সমস্যা প্রসঙ্গে, কখনও আবার তা হয়ে ওঠে বিশ্বসমস্যা। কিন্তু প্রতিটি সন্ত্রাসবাদী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় একটি বিষয়, তা হল — সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার এক অক্লান্ত প্রয়াস। — আর এই প্রয়াসকে লক্ষ্য করলে একটাই প্রশ্ন ওঠে — এটা "সন্ত্রাসবাদ না কি সাম্রাজ্যবাদ?"

১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ — নিউ ইয়ার্কের গগনচুম্বী যমজ অট্টালিকা "ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার" ও ওয়াশিংটনের পেন্টাগনে ঘটে যায় ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী হামলা। মুহূর্তের মধ্যে "ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার" পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে। প্রাণ হারায় সহস্রাধিক মানুষ। — এই ঘটনায় মার্কিন প্রশাসন ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করে প্রয়োগ করে তাদের কূটনৈতিক কলাকৌশল। লাদেনকে জীবিত বা মৃত খুঁজে পাওয়ার অছিলায় আমেরিকা আফগানিস্তানের উপর চালায় বিমানহানা। — বিশ্ববাসী প্রহর গোনে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায়।

এরপর, ২০০৩ সালে আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত আমেরিকা ইরাকের রাষ্ট্রনেতা সাদ্দাম হোসেনকে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী ও বেআইনী অস্ত্রের সংগ্রহকারী দেশদ্রোহী দেশনেতারূপে চিহ্নিত করে ইরাকের উপর চালায় নৃশংস সামরিক অভিযান।

১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ তারিখের ঘটনা ও ২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধের পূর্বাপর ঘটনাবলীতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে নতুন রূপে আবির্ভূত হতে দেখা যায়। সন্ত্রাসবাদের অন্তরালে শুরু হয়েছে এক চরম সাম্রাজ্যবাদ। মানব সভ্যতা বসবাস করছে এক নতুন সাম্রাজ্যবাদের যুগে। ২০০২ সালে গৃহীত এক প্রস্তাবে বুশ প্রশাসন জানিয়েছে — যদি কোন দেশকে শত্রু দেশ বলে সন্দেহ হয় তাহলে আগে থেকে কোন রকম সতর্ক না করেই আমেরিকা তার উপর সামরিক আক্রমণ হানবে।

উপরের উদাহরণগুলি আজ আর্ত কণ্ঠে চিৎকার করে প্রশ্ন করছে — ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর ঘটনা যদি সন্ত্রাসবাদ হয়, তাহলে সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আফগানিস্তান আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে কি আখ্যা দেওয়া যাবে? — যদি সাদ্দাম হোসেন দেশদ্রোহী, সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রনায়ক হন, তাহলে ইরাকের নিরপরাধ নারী, শিশু, বৃদ্ধদের হত্যাকারী আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত বুশ প্রশাসনকে কি বলে সম্বোধন করা হবে? — আর মার্কিন রাষ্ট্রপতি বুশ ও তার কমিটি গৃহীত প্রস্তাবকে কিসের নামান্তর বলা যাবে? — যদি এসব প্রশ্নের নিখুঁত বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে স্পষ্টতই বোঝা যাবে সন্ত্রাসবাদ নয়, সাম্রাজ্যবাদই হল আধুনিক বিশ্বের চরম অভিশাপ।

পরিশেষে বলা যায়, সন্ত্রাসবাদের অন্তরালে থাকা সাম্রাজ্যবাদ এমন এক তীব্র বিষ, যা ধীরে ধীরে বিশ্ববাসীকে নিয়ে চলেছে এমন এক যুগে, — যেখানে নবজাতক আগমনীকে বলতে হবে, যদি তুমি আফগানিস্তান থেকে ইরাক — সাম্রাজ্যবাদের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে তবেই স্বাগত। যেখানে নবীন কিশলয়কে দেওয়া হবে না বেড়ে ওঠার অধিকার। যেখানে মানব শিশু পাবে না সুস্থভাবে বাঁচার স্বাধীনতা। — যে যুগে থাকবে হিংসা, লালসা আর নিষ্ঠুরতার করুণ রক্তাক্ত ছবি।

"বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে,
অহেতুক রক্তপাতে নয়।"

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লোকসাহিত্য ঃ লোকছড়া

রিলামালা কিস্কু
তৃতীয় বর্ষ (সাম্মানিক বাংলা)

সাহিত্য এবং জীবন অবিনাবদ্ধ সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত। তাই সাহিত্যের মধ্যেই সমকালীন সমাজ জীবনের ছবি আমরা পেয়ে থাকি। সাহিত্যের শরীরী বিভাজন হল গদ্যসাহিত্য ও পদ্যসাহিত্য। পদ্যসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত সাহিত্যের একটি আঙ্গিক কাব্য-কবিতা। এই কাব্য-কবিতার অন্যতম দিক হলো 'লোকছড়া'। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে — "বাংলার লোক সাহিত্যের আলোচনায় ছড়াই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য।"

লোকছড়া সামগ্রিক ভাবেই লোকশিল্প, বাংলার লোকায়ত জীবনের রূপ, রস, বর্ণ, সৌরভময় এক চিত্রল ক্যানভাস। এই লোক শিল্পের মধ্যে আমরা গ্রাম্য সমাজ জীবনের শুধু রূপরীতির সন্ধানই পাই না, তার মধ্যে সামাজিক তাৎপর্যের এক গভীর ব্যঞ্জনাময় বহিঃপ্রকাশও দেখি। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এই লোকছড়ার মূল্যায়ন করে বলেছেন — "কোনো ঐতিহাসিক সত্যের আবিষ্কার এই অবজ্ঞাত ছড়াসাহিত্য হইতে সম্ভবপর না হইলেও, অন্যবিধ সত্যের পরিচয় এই সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। মনস্তত্ত্ববিদ ও সমাজতাত্ত্বিক এই সাহিত্য হইতে বিবিধ সত্যের আবিষ্কার করতে পারেন।"

লোক (Folk) কথার আভিধানিক অর্থ বৃহৎ জনসমষ্টি বোঝালেও বিশিষ্ট অর্থে আদিম জীবনাবদ্ধ জনগোষ্ঠী, যাদের চিন্তায়-আচরণে বিদগ্ধ, পরিশীলিত সমাজের মার্জনার ছাপ পড়েনি। লোকছড়া তাই লোককেন্দ্রিক জীবনধারার বা লোক জীবনের প্রান্তিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-অভিযোগ, এর কাব্যিক বহিঃপ্রকাশ। লোকছড়ার সৃষ্টি হয় একটি অঞ্চলের জীবনযাত্রা, বিশ্বাস, রীতি-নীতি-ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। এর মূল লেখক বলতে নির্দিষ্ট কেউ থাকেন না। একটি ছড়া সাধারণ মানুষের মুখে ফিরতে ফিরতে একটি স্তরে এসে সম্পূর্ণ রূপ পায়। লোকছড়ার সাথে আঞ্চলিকতার বিশেষ সম্পর্ক থাকায় একটি নির্দিষ্ট ছড়া অঞ্চলভেদে বদলে যায়। এই বদলে যাওয়াটা স্বাভাবিক এবং ছড়ার এই স্বাভাবিক বদলই লোকছড়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু লোকছড়ার অঞ্চল ভেদে বদলে যাওয়ার মধ্যে সমাজের অনেক প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক দিক উন্মোচিত হয়। এই সব লোকছড়ার মধ্যে ব্যাকরণগত সূক্ষ্মতা না থাকাটাই স্বাভাবিক। বর্তমানে ছড়ার রুক্ষদেহে কিছু পেলবতা বা ব্যাকরণগত নির্মাণ, শিষ্ঠতা ও নন্দনতাত্ত্বিক বহুগুণ আসলেও প্রাচীন বা পূর্বাপর লোকছড়ায় বাংলাদেশের কোমল সোঁদা মাটি গন্ধ, নরম জলের সরলতায় গ্রামীণ ভাবটি মূলত অবিকৃত আছে। এইসব ছড়ার মূলভাব যেমন বাস্তবধর্মী তেমনি এর আবেদনেও রয়েছে স্বতস্ফূর্ততা, আন্তরিকতা এবং নিজস্ব কল্পনার উড়ান। লোকছড়ায় মনের এই সততঃ প্রবহমান ভাবধারা অতি সহজেই অন্যকে আকৃষ্ট করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাকে সাবলীলতা বা স্বাচ্ছন্দ্য বলেছেন। তাঁর মতে — "তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে সমস্ত গ্রাম, সমস্ত লোকালয় জড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতে হয়, তাহারাই ইহার ভাষাছন্দ এবং অপূর্ণ মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করিয়া তোলে।"

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে লোকছড়ার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে —

১. আমাদের ভাষা ও সমাজ ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে ছড়াগুলির একটি বিশেষ মূল্য-মান রয়েছে।

২. ছেলে ভুলানো ছড়ার সঙ্গে প্রত্যেক বয়সের, বয়স্কের একটি মধুর স্মৃতি জড়িত।

৩. ছড়াগুলির মধ্যে একটি 'চিরত্ব' আছে বলেই ছড়াগুলি হারিয়ে যায়নি।

৪. শিশু যেমন চিরনতুন, ছড়াগুলিও তেমনি শিশুর মত চিরনতুন।

৫. ছড়াগুলি মানব মনের স্বভাবজ সৃষ্টি; কৃত্রিম নয়।

৬. ছড়ার জগৎ অনেকটা স্বপ্নের মত। স্বপ্ন যেমন উদ্ভট কল্পনায় তৈরী অদ্ভুত জগৎ, ছড়ার জগতও সেইরকম। বয়স্কের কাছে এর মূল্য না থাকতে পারে, কিন্তু শিশুর কল্পনায় স্বপ্নের বিশেষ মূল্য আছে।

৭. শিশু ছড়া রাজ্যের একমাত্র নায়ক। অবশ্য শিশু ছড়াও ছাড়াও মেয়েলী জীবনের কিছু কিছু ছবি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসব ছড়াকে বলেছেন 'মেয়েলী' ছড়া।

৮. চিত্রধর্মীতায় ছড়ার সবচেয়ে বড় গুণ। ছড়া কথায় ছবি আঁকে। এক একটি শব্দে ছবির আভাষ ফুটিয়ে তোলে।

লোকছড়াগুলিকে মূলত বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় —

১. ঘুম পাড়ানী ছড়া
২. ছেলে ভুলানো ছড়া
৩. নৈসর্গিক ছড়া
৪. আবৃত্তি মূলক ছড়া
৫. খেলার ছড়া ..... ইত্যাদি।

এর মধ্যে ঘুম পাড়ানি ছড়া ও ছেলে ভুলানো ছড়া বিশেষ ভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছেলেভুলানো ছড়া সম্পর্কে বলেছেন যে — "ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে একটি আদিম সৌকুমার্য্য আছে; সেই মাধুর্যটিকে 'বাল্যরস' নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে; তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ, সরস এবং যুক্তি সংগীতহীন।"

যেমন অতি পরিচিত একটি ছেলে ভুলানো ছড়া — "খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো / বর্গী এল দেশে, / বুলবুলিতে ধান খেয়েছে / খাজনা দেব কিসে?"

— এটা সাধারণভাবে একটি ছেলেভুলানো বা ঘুম পাড়ানী ছড়া মনে হলেও এটিতে তৎকালীন বর্গী আক্রমণে বিপর্যস্ত মানুষের ভয়-ভীতির কথা বলা হয়েছে। বর্গী হানা গ্রাম বাংলার জনজীবনে যে সে সময় বিপর্যয় ডেকে এনেছিল তারই প্রকাশ এই ছড়াটি। এটা কি তাহলে শুধু 'ছড়াই'; না সমাজতত্ত্বের বা সমাজেতিহাসের নিদর্শন?

আর একটি অতি পরিচিত ছেলে ভুলানো ছড়া যেমন — "আমপাতা জোড়া জোড়া / মারব চাবুক চড়বো ঘোড়া। / ওরে বিবি ফিরে দাঁড়া / আসছে আমার পাগলা ঘোড়া / পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে / বন্দুক ছুঁড়ে মেরেছে / অলরাইট ভেরি গুড / মেম খায় চা-বিস্কুট।" — ব্রিটিশ শাসনের চিত্র সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফিরে ছড়ার রূপ নিয়েছিল। গোরা সৈনিকদের অত্যাচারের চিত্র ছড়াটিতে পাওয়া যায়। ছড়াটির মধ্যে বেশ কিছু বিদেশী (ইংরেজী) শব্দ ও আরবী (মুসলমানী) শব্দ থাকায় অনুমান করা যায় যে ছড়াটি রচনার সময়কাল মুসলমান শাসনের অবসান এবং ইংরেজ শাসনের সূচনাকালের সন্ধিক্ষণ। শুধু তাই নয়, ছড়াটির মধ্যে এই যে ভাষাগত সাম্য বা সহাবস্থান তা কি মানবিক, সামাজিক বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সহাবস্থানের পরিচয় বহন করে না? অবশ্যই করে।

লোকছড়া যে কেবল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে তা নয়, ছড়ার মধ্যে আমরা সমাজের অবহেলিত নারীদের দুঃখের কথাও পেয়ে থাকি। যেমন বর্ধমান অঞ্চলের একটি প্রচলিত ছড়া — "অন্নপূর্ণ দুধের সর / কাল যা মা পরের ঘর / পরের বেটা মারলে চড় / কাঁদতে কাঁদতে খুড়োর ঘর / খুড়ো দিলে বুড়ো বর / হেই খুড়ো তোর পায়ে পড়ি / দিয়ে আয়গে বাপের বাড়ী / মা দিলে সরু শাঁখা, বাবা দিলে শাড়ী / ভাই মেলে ছড়কো ঠেঙ্গী চল শ্বশুর বাড়ী।" (খুড়ো - কাকু / জেঠু, দিয়ে আয়গে — দিয়ে এস, ছড়কো — দরজা আটকাবার জন্য একটুকরো কাঠ, ঠেঙ্গী > ঠ্যাঙ্গানো — মারা, হেই — হে (আহ্বানসূচক) বিয়ের পরও মেয়েদের সমাজের (পরিবারের) গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকার অসহায় করুণ চিত্রটি এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

লোকছড়ায় আমরা প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক রূপের বর্ণনাও পেয়ে থাকি। যেমন — "ইকিড় মিকিড় চামচিকে / চামে কাটা মজুমদার / দে এলো দামোদর / দামোদলের হাঁড়িকুটি / গোয়ালে বসে চাল মুটি / চাল কুটতে হলো বেলা / ভাত খাইতে দুপুর বেলা। / ভাতে পড়লো মাছি / কোদাল দিয়ে চাঁছি / কোদাল হল ভোঁতা / খেঁক শিয়ালির মাথা।" (দে ধেয়ে)

'সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং' বাংলাদেশের পরিবেশ, পরিস্থিতিতে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। জীবনযাত্রার সরলতা, প্রকৃতির উদারতা, খোলা আকাশের আহ্বান, নদীর কলতান, পাখির কুহুতান লোকছড়াকে প্রাণদান করে। লৌকিক জীবনের অন্যতম প্রথা বিয়ে। তারও ছবি পাই আমরা এইসব ছড়ার মধ্যে। যেমন — "বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, নদেয় এল বান / শিব ঠাকুরের বিয়ে হল, তিন কণ্যে দান।" এই ছড়ার মধ্যে আমরা বহু বিবাহ প্রথার উল্লেখ পাই যা সমকালীন সময়কেই নির্দেশ করে।

লোকসাহিত্য স্বততঃই প্রবহমান। তাই লোকছড়া, লোককথা বা লোকগান কোন কিছুই এক জায়গায় থেমে থাকে না। সমাজ যেমন তার সামগ্রিক উপাদান নিয়ে এগিয়ে যায়; তেমনি ছড়াও বিবর্তনের পথ বেছে নেয় আপন খেয়ালে। সমাজের নানা টানা-পোড়েন, দ্বন্দ্ব-প্রতিক্রিয়া, ঘাত-প্রতিঘাত ছড়ার শরীরকে ছুঁয়ে যায়। তাই ছড়ার মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের, কাল পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই পরিবর্তনে যে শুধু কালান্তর ঘটে এমন নয়; একই সময়ে কেবল ভৌগোলিক দূরত্বের জন্য একই ছড়া বদলে বদলে যায়। এমনকি একই বিষয়ের উপর একই সময়ে রচিত ছড়া ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। তাই এই পরিবর্তনে আঞ্চলিকতার ছাপ পড়ে। যেমন পরিচিত একটি ঘুম পাড়ানী ছড়া বাঁকুড়া - বর্ধমানের দিকে একরকম আবার নদীয়া, চব্বিশ

পরগণার দিকে অন্যরকম — "ঘুম পাড়ানী মাসী পিসি / মোদের বাড়ী এস / জল পিড়ি পেতে দেব / পা ধুয়ে বস / দাঁত না থাকে গুঁড়িয়ে দেব / কষ্ট নাহি পাও / বাটা ভরা পান দেব / গাল ভরে খেও। / যত ছেলের চোখের ঘুম / খোকার চোখে দিও।" আবার এই ছড়ায় অঞ্চল ভেদে একটু অন্যরকম — "ঘুমপাড়ানী মাসী পিসি / মোদের বাড়ী এস / খাট নেই পালঙ্ক নেই / খোকার চক্ষু পেতে বস।"

— এইসব লোকছড়ার প্রাচীনতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। ছড়ার প্রাচীনতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন — "..... বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভান্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে; এই ছড়ার মধ্যে আমাদের পিতৃ পিতামহগণের শৈশব, নৃত্যের নূপুর নিক্কণ ঝংকৃত হইতেছে। অথচ আজকাল লোকে এই ছড়াগুলি ক্রমশই বিস্তৃত হইয়া যাইতেছে। সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতে ছোটোদের অনেক জিনিষ অলক্ষিত ভাবে ভাসিয়া যাইতেছে।" — একথা সর্বাংশেই সত্যি যে আজকালকার শিশুরা ছড়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এই ছড়া শুনিয়ে তাদের আজ ঘুমে পাড়ানো যায় না। তাদের চোখে এখন স্পাইডারম্যান, অ্যানাকোন্ডা, ডাইনোসর, কার্টুনের দিকে। শিশুদের এই ছড়া বিমুখতার জন্য কিন্তু আমরাই দায়ী। শিশুদের মুখের বুলি ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাদের হাতে ছড়ার বই তুলে দেওয়ার বদলে তুলে দিচ্ছি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন উপকরণ, বিনোদন সামগ্রী, অবসর যাপনের ভিন্ন পন্থা। এইসব শিশুদের শৈশব আজ বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশের মধ্যে আটকে পড়েছে। আজ আমরা মনে করি এই সব ছড়া শেখার বদলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবার জন্য Computer শেখা অনেক বেশি প্রয়োজন। আমাদের এই অত্যধিক চাহিদা শিশুদেরকে ছড়ার প্রতি বিমুখ করে তুলেছে। আমাদের ইচ্ছা ওদের উপর চাপিয়ে দিয়ে আমরা ওদের বাধ্য করেছি।

বর্তমানে লোকছড়া নিয়ে অনেকেই চর্চা করছেন। এইসব ছড়াকে আজ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য অনেকদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এইসব লোকছড়ার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন বলেই প্রচলিত লোকছড়াগুলি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, এবং প্রবন্ধ আকারে বের করেছিলেন 'ছেলেভুলানো ছড়া' নাম দিয়ে। লোকছড়ার স্বাভাবিক ছন্দ বা সাবলীলতা দেখে তিনি তাঁর প্রবন্ধে লিখেছিলেন — "আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ু স্রোতে যদৃচ্ছ ভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক ..... অথচ জড় জগতে এবং মানব জগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহ রসে বিগলিত হইয়া কল্পনার দৃষ্টিতে শিশুদেরকে উদার করিয়া তুলিতেছে।"

লোকছড়া মৌখিক সাহিত্যের বিষয় হয়েও সাধারণ শিশুদের মধ্যে এর গভীর প্রভাব। কেবল শিশু ভোলানোর জন্য নয়; বয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার তাগিদে এইসব ছড়া সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষ তার অন্তরের নান্দনিক বোধকে, সুকুমার বৃত্তিকে ছন্দোবদ্ধ করে আপন মনের মাধুরীতে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ করেছে। এখানেই ছড়ার সমাজতত্ত্ব, জনজীবনের অভিজ্ঞতা ছড়ার ভাষায়, ছন্দে লীলায়িত হয়ে উঠেছে। একালের সুবিখ্যাত ছড়াকার অন্নদাশঙ্কর রায়ের ভাষায় — "নক্‌শী কাঁথার মত ছড়াও একটি নারী শিল্প। খোকা খুকুকে ঘুম পাড়ানোর সময় তাদের জন্যই মা-ঠাকুমা-মাসী-পিসিদের এই সৃষ্টি। তাঁরা কেউ কখনও ভাবেননি যে তাদের মুখের কথা ছাপার হরফে বই হয়ে বেরোবে আর পন্ডিতরা তার মধ্যে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব বা ইতিহাস খুঁজবে। তবে চেষ্টা করলে 'আগডুম বাগডুম' কে পাল বা সেন যুগের আওতায় আনা যায় যখন পদাতিক হতো ডোমরা, ঘোড়সাওয়ার সৈনিকও হতো। 'বর্গী এল দেশে' যে বর্গীর হাঙ্গামার স্মারক এটা তো সকলেই স্বীকার করেন।"

বর্তমান সময় সমাজের প্রেক্ষিতে শিশুমন আজ সঙ্কটাপন্ন। কারণ ক্রমাগতই তারা যন্ত্রমুখী। তাদের মানসিকতাও তাই ক্রমাগত যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। এভাবেই যদি শিশুমন তার সুকুমার বৃত্তি হারিয়ে যান্ত্রিক হয়ে উঠতে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে প্রজন্ম ও মানব সভ্যতার সঙ্কট সমাপন্ন। শুরুটা সূচণা থেকেই হওয়া প্রয়োজন। শিশুর কোমল বৃত্তিকে পরিচর্যার জন্য ছড়ার মত মাতৃসম আর কোন বিকল্প আশ্রয় নেই। সুতরাং ছড়ায় ছড়ায় ছড়িয়ে পড়ুক শিশু মনের হাসি, আলোকিত হোক গলি থেকে রাজপথ, ফুটপাত থেকে রাজসভা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

১. লোকসংস্কৃতি (গ্রন্থ)

২. বাংলায় লোকমুখে প্রচলিত ছড়া।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে লোকগানের প্রভাব

অভিষেক চক্রবর্তী
রসায়ন বিভাগ (সাম্মানিক) (১ম বর্ষ)

রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের প্রাণের গান। অবনীন্দ্রনাথের কথায় তাঁর গান "একলা মানুষের কণ্ঠে হাজার' পাখির কলতান।" তাই সেই প্রাণের গান হাজার পাখির কলতানকে জানবার তাগিদেই এই বিষয়ের অবতারণা।

আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের গানের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো তাঁর গানে যেমন রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় রাগ-রাগিনীর প্রভাব, তেমনি আবার বাংলার মাটির গান লোকগানের প্রভাব। জমিদারির কাজে শিলাইদহে যাবার পথে তিনি পরিচিত হন বাংলার মাটির গান, মাটির সুরের সাথে। বজরায় বসে তিনি শুনতেন পথচলতি বাউলদের গান, মাঝি-মল্লাদের ভাটিয়ালী গান, তিনি শুনতেন জপ্পরি গান। শোনা যায় বাউল সম্রাট লালন ফকিরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। যার ফলশ্রুতি "আমি কান পেতে রই" গানটি। এই গানটি লালনের "কাছে রয়, দেখা দেয় না" গানটির সুরে রচনা। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, "আমি কান পেতে রই" গানটি শুনে কিন্তু কোথাও এতটুকু মনে সন্দেহ জাগে না, যে গানটি অন্য গানের সুরের ছকে বাঁধা। আর এখানেই আমাদের রবীন্দ্রনাথের সার্থকতা।

রবীন্দ্রনাথের গানে বাউলের সুর বললেই মনে পড়ে, পর্যায়ে রচিত কিছু স্বদেশী গান। যেমন, "ও আমার দেশের মাটি" (সেপ্টেম্বর, ১৯০৫); "আমার সোনার বাংলা" (আগস্ট, ১৯০৫) "আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে" (সেপ্টেম্বর, ১৯০৫) প্রভৃতি গানগুলি। এই প্রত্যেকটি গানেই বাউলের সুর রয়েছে। এই কারণেই এই গানগুলি বাংলাদেশের মানুষের মনে দাগ ফেলতে সক্ষম হয়েছিল ও তাদের প্রাণের গান হয়ে উঠতে পেরেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, "ও আমার দেশের মাটি" গানটি" সোনার গৌর কেনে কেঁদে এল" এবং "আমার সোনার বাংলা" গানটি গগন হরকরার বিখ্যাত গান "আমি কোথায় পাবো তরে, আমার মনের মানুষ যেরে" গানের সুরে রচিত। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ রচিত "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে" গানটি সকলের প্রাণের গান। এই গানটি মহাত্মা গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রচনা করেন কবি। এই গানটি মহাত্মাগান্ধীকে উদ্দেশ্য করে ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রচনা করেন কবি। এই গানটি "হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে" গানটির সুরে রচিত। কেবল "তবে একলা চলো "গানটি কবির নিজস্ব রচিত অনান্য প্রকার সংগীতে কথা প্রকৃতি, পূজা, প্রেম সকল প্রকার পর্যায়ের গানেই বাউল গানের প্রভাব দেখা যায়।

প্রকৃতি পর্যায়ের বর্ষার গানে মেঘ মল্লার গুরু গম্ভীর স্বরের পাশে দ্রুতলয়ের "আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার প্রাণে," "বাদল বাউল বাজায় রে একতারা" বা ব্রজমানিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ় তোমার মালা" প্রভৃতি গানগুলি বর্ষার এক নতুন আবহসঞ্চার করে। এরপর শরৎ কালের "তোমার মোহণ রূপে" " আজ প্রথম ফুলের পাবো প্রসাদখানি" গানগুলি বা বসন্তের নীল দিগন্তে "এ বেলা ডাক পড়েছে"। "সব দিবিকে" "ফাগুণ হাওয়ায় হাওয়ায় করছে যে দান" প্রভৃতি গান গুলি দোলা দিয়ে যায় আমাদের হৃদয়কে।

পূজা পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে "আরো আরো প্রভু" এই তো তোমার প্রেম" "জানি নাই গো সাধন তোমার" গানগুলিতে বাউল গানের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়।

প্রেম পর্যায়ের গানে "আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে" "দিনের পরে দিন যে গেল" "ফিরে ফিরে ডাক দেখি রে" প্রভৃতি গানেও বাউলগানের নিরন্তর প্রকাশ।

বাউলদের গানে যেমন তাদের মনের মানুষকে খুঁজে বেড়াবার কথা পাওয়া যায়, সেই আকুতি কবির গানেও ধরা পড়ে। "ও আমার মন যখন জাগিলি যারে। তোর মনের মানুষ এল দ্বারে" "অঅমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে। তাই হেরি তায় সকল খানে" গানগুলিতে মনের মানুষের প্রসঙ্গ বারবার ফিরে সেছে।

এই বাউল গানের সুরে তাঁর কথা বাবে বারে এক অনন্য মাত্রা পেয়েছে , আবার, কোথাও বা তাঁর কথাই বাউল গানের উদাস করা সুরে চড়িয়েছেনূতন মাত্রা। "দুঃখ যাদি না পাবে তো " "শেষ নাহিবে" "ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার" "আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া" "এই কথাটিই ধরে রাখিস মুক্তি তোরে পেতেই হবে" গানগুলি উল্লেখযোগ্য এই বাউল সুরেই তিনি বিখেছেন—

"ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আজকে"

তাছাড়া " দেখছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা" গানটি থেকে কবি "ভেঙে মোর ঘরের চাবি" গানটি রচনা করেন।

এখন লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'লো এই লোকগানের চলন রাঢ় বাংলা আর পূর্ব বাংলার কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে পৃথক। এই গানের উপর যেন নদীর এক ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাঢ় বাংলার নদী অগভীর, চঞ্চল বেগ, তাই রাঢ় বাংলার লোকগানের অর্থের গভীরতায় তুলনায় তালের উপর প্রাধান্য বেশী। এই গানগুলি দ্রুততালের। আবার, পূর্ব বাংলার নদীর গভীরতা বেশী, গতি মন্থর, তাই পূর্ব বাংলার লোকগানের অর্থের গভীরতা আর তালের মন্থরতা বুয়েছে।

দক্ষিণ বঙ্গে মালভূমি অঞ্চলে আমরা ঝুমুর গানের কথা শুনতে পাই। এই গানের সুরেও রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছিলেন। এই গানের সুরে রচিত গানগুলি হল " পৌষ (পাঠান্তরে, মাটি) তোদের ডাক দিয়েছে", " মেঘের কোলে রোদ হেসেছে" গানগুলি। রবীন্দ্রনাথের "খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে" গানটিতে মূলতঃ কীর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও, বাংলার মাটির গান জারি গানের প্রভাবও দেখা যায়।

বাংলার জনমানসে চৈতন্যদেব যে প্রেমভক্তিরসের সঞ্চার ঘটিয়েছিলে, সেখান থেকেই কীর্তন গানের প্রথম সূচনা। যদিএ শোনা যায় তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে বাংলার কীর্তন গান সুপ্রচলিত ছিল। তবে, এখন আমরা যে কীর্তন গান শুনি, তা মহাপ্রবুই নতুন প্রাণাবেগে বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেন। ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে খেতুরী মহোৎসবে নরোত্তম দাসের প্রচেষ্টায় এই গান বিশিষ্ট মর্যাদায় সুচিহ্নিত হয়ে যায়। এখন, রবীন্দ্রনাথের গানে এই কীর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। "ওহে জীবনবল্লভ", "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই" বা "আমি জেনেশুনে তবু ভুলে আছি" গানগুলিতে কীর্তনের প্রভাব সুস্পষ্ট। এছাড়াও, মাঝি-মল্লাদের গান ভাটিয়ালির প্রভাবও রবীন্দ্রগানে সুস্পষ্ট। এর এক উল্লেখযোগ্য, "এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে" গানটি।

এভাবেই লোকগান কবিমনকে এক সুস্পষ্ট ছাপ এঁকে দিয়েছেন, যার ফলশ্রুতি হিসাবে এইসব অসাধারণ গান কবি আমাদের উপহার দিয়ে গিয়েছেন। বলে গিয়েছেন—

"হয়েছে শেষ তবুও বাকি
কিছু তো গান গিয়েছি রাখি
সেটুকু নিয়ে গুনগুনিয়ে সুরের খেলা খেল।"

"কলেজের মানচিত্র প্রত্যেকটি তলায় দেওয়া আছে
দেয়ালে দেয়ালে মনের খেয়ালে
লিখি যে কথা
আমি যে বেকার পেয়েছি—
লেখার স্বাধীনতা"

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

চাঁদের গাড়ি

ধৃতিকল্পা দাশ
ইতিহাস (সাম্মানিক)
দ্বিতীয় বর্ষ

রাতের বেলায় শরতের আকাশের ঝকঝকে চাঁদটাকে দেখে কত ভাবনা হয় চান্দুর। ওর ঝুপরির সামনের গলিতে পাতা পাথর গুলোর উপর বসে অনেক রাত পর্যন্ত ভাবে। যদিও সে ছোট ৫ বছরের শিশু কিন্তু তার কল্পনার ডানা ছুটে যায় অনেক দূর. ওর বাবা শঙ্কর বার্লির কারখানায় কাজ করে। রাতের বেলায় ওর মা মালতী যখন সব কাজ শেষ করে বিছানা সাজায় তখন বাপ বেটাতে গল্প করে। শঙ্কর বলে চাঁদের মামা একটা সাদা গাড়ি নিয়ে আকাশে ঘুরে বেড়ায়, এদিকে ওদিকে সবার খবর নেয়। চান্দু বলে বাবা আমিও একটা সাদা গাড়ী নিয়ে ঘুরে বেড়াবো। শঙ্কর অবুঝ শিশুর কথায় হাসে।

চান্দু এখন নতুন ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। পাড়ার স্কুলে থেকে ফেরার পথে রাস্তার দোকানটার পাশে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে রাস্তার রঙবেরঙ-এর গাড়িগুলোর দিকে। অনেক রাতেও ওর ঠিক ঘুম আসে না। সামনে ইলকশন। রাতে যখন পার্টির ছেলেরা পোস্টার মারে দেওয়াল লেখে ছোট্ট চান্দু হাঁ করে দেখে আর ভাবে সেও যখন বড় হবে এমন লিখবে।

সেদিন রাতে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল চান্দু "বাবা আমার নাম চান্দু কেন? বিনয় সরকার নয় কেন? শঙ্কর বললে হঠাৎ বিনয় সরকার কেন হবে বাবা? চান্দু বললে সবাই বলে দেওয়ালে লেখা আছে বিনয় সরকার। আমার নাম ওটা হলে বেশ সবাই আমাকে চিনত। শঙ্কর হাসে। চান্দু আবার জিজ্ঞাসা করে বাবা চন্দু মানে কি? শঙ্কর বলে "তুই তো আমার চাঁদামামা, তাই তো তোকে আদর করে চান্দু বলি। চান্দু বলে "বাবা তবে আমার সাদা গাড়ি? শঙ্কর বলে "আগে বড় হও তবে।"

সরস্বতী পুজোর দিন এল। প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে চান্দু বলল " বাবা সবাই ঠাকুরকে প্রণাম করে কেন? বাবা বললে ঠাকুর যে সবার বড়। যে বড় হয় সবাই তাকে প্রণাম করে সম্মান করে। অবুঝ শিশু কি যে বুঝল কে জানে কেবল হাসল বাবাকে নকল করে।

আরো কয়েকদিন কাটল। ভোটের প্রচার চলছে পুরো দমে। মাইক-এ বিভিন্ন গান হয়, চান্দু সুর করে তার নকল করে। আজ অনেক রাতে শঙ্কর যখন তার ক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দিল ছোট্ট চান্দু লাফিয়ে এসে আবদার করে বললে, "বাবা আমার সাদা গাড়িটা কই?" শঙ্কর অবক হল ছেলের প্রশ্নে। চান্দু ভুরু কুঁচকে বলল "বাঃ রে আজকে বিনয় সরকার তোমায় যে প্রণাম করল। তার মানে বাবা তুমি বড় হয়ে গেছো। এবার আমার গাড়িটা দাও।"

মালতী ছেলের কান্ড দেখে হাসল। শঙ্কর কিন্তু আজ হাসল না। কেবল মনে মনে ভাবল আর কটা দিন পরে সে আর বড় থাকবে না। আবার বড় হতে তার পাঁচ বছর সময় লেগে যাবে। তবু ছোট্ট শিশুর বড় হওয়ার স্বপ্ন তার মনকে ছুঁয়ে যায়। বলে "বাবা আজ তুমি সত্যিই বড়দের মতো কথা বলেছ। যদি তোমার কথাটা সত্যি করতে পারতাম, আজ আমার চাঁদকে চাঁদমামার সাদা গাড়িটা এনে দিতাম। চান্দু না বুঝেই হাসে। আর কল্পনা করে একটা সাদা গাড়ি করে ঘুরে বেড়াবে, সে বড় হবে।

"আমাদের শক্তি থাক সম্মিলিত, একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে
আপাতত চোখ যাক পৃথিবীর প্রতি, শেষকার পথ নেওয়া যাবে জেনে"

—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

গল্প এটা নয়

সাম্যদেব ভট্টাচার্য
দ্বিতীয় বর্ষ — বিজ্ঞান বিভাগ
পদার্থবিদ্যা (সাম্মানিক)

আবদুল সাদ্দাম হোসেনকে চেনে না। সে জানে না কোন সাগরের পাড়ে আছে মার্কিন মুলুক। সে চেনে না সেই দেশের রাষ্ট্রপতিকে। সে চেনে শুধু সেই মমতাময় নীল চোখ জোড়াকে। সে অনুভব করে তার ছোট্ট গালের উপর উষ্ণ ঠোঁটের সেই মিষ্টি পরশটা। রাতের অন্ধকারে যখন চোখ খুলে চাইতেও ভয় করে, তখন সেই নরম হাত দুটোই তো তাকে ভরসা দেয়। ওই হাত দুটোই তো তাকে ধরে ধরে হাঁটতে শিখিয়েছে। আবদুল শুধু তার মাকে চেনে। জন্মের পর থেকে তার বিধবা মাই তো তাকে পাঁচটা বছর ধরে আগলে রেখেছে রূপকথার গল্প শুনিয়ে। বাস্তবের আঁচ আবদুলের গায়ে এখনও লাগেনি। সে বুঝতে পারে না কি ভীষণ পরিশ্রম করে তার মা তাকে বড় করে তুলেছে। চারপাশের কত লাঞ্ছনা, তাচ্ছিল্য, প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে।

আবদুলরা থাকে বাগদাদে। আবদুলরা মানে সে আর তার মা। আবদুলের বাবার কাপড়ের দোকান ছিল, দুর্ঘটনায় তার বাবা যখন মারা যান, সে তখনও পৃথিবীর আলো দেখেনি। সদ্য যৌবনোত্তীর্না তার মা সে দিন থেকে শক্ত হাতে সামলেছেন বাবার দায়িত্ব। যৎসামান্য উপার্জনে দেড়জন মানুষের পরিবার কোন মতে চলে যায়। আবদুলের মা সব কষ্ট সহ্য করে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করে আর স্বপ্ন দেখেন। সে স্বপ্ন দেখে তার আদরের আবদুল একদিন বড় হবে—অনেক বড়। সেদিন সে তাকে এই নোংরা গলির অন্ধকার থেকে তুলে নিয়ে রূপকথার বাদশাদের মত প্রাসাদে আশ্রয় দেবে। তখন তাকে আর সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হবে না। তার পাশে সর্বক্ষণ থাকবে তার খুবসুরৎ পুত্রবধূ। আর তার কোলে থাকবে আবদুলেরই মত মিষ্টি, সুন্দর তার ছোট্ট নাতিটি। কিন্তু সে বাস্তববাদী। সে জানে শুধু স্বপ্ন দেখলেই চলবে না। বড় হতে গেলে আবদুলকে পড়াশুনা শিখতে হবে। আর আবদুলকে বড় করে তুলতে গেলে তাকে আরও আরও পরিশ্রম করতে হবে। সে তাই তার ছেলেটিকে স্কুলে ভর্তি করেছে। আবদুল এখন রোজ স্কুলে যায়।

এমনই এক সকাল বেলা আবদুলের মা তাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে যায়, আর বলে যায় সারাদিন ভালো হয়ে থাকতে। মা চলে যেতেই সে মিশে যায় তার নতুন বন্ধুদের মধ্যে। স্কুলে এসে পড়াশুনা করতে তার একটুও ভালো লাগে না। স্কুলের যাবতীয় আকর্ষণ শুধু ওই বন্ধুরা। তাই সুযোগ পেলেই সে তাদের সাথে গল্প করে, খেলা করে। আজও সে তার বন্ধুদের মধ্যে মিশে যায়। সে জানতেও পারে না, সুদূর পশ্চিমের কোন এক সাদা বাড়িতে বসে তাদের সবার জীবনের সওদা করে ফেলেছে মৃত্যুর সওদাগরেরা। মৃত্যুর দূত ধেয়ে আসছে তাদের দিকে — আকাশ পথে। হাসি-খেলার মাঝে আবদুল লক্ষ্য করে আজকের দিনটা অন্যদিনের মত নয়। আজ একটুও পড়াশুনা হয় না, সময়ের অনেক আগেই আজ স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। বড়দের কথপোকথন সে বুঝতে পারে না। কিন্তু তাদের বিষন্ন ভয়ার্ত মুখগুলো তার নজরে আসে। গেটের বাইরে সে অপেক্ষা করে থাকে তার মায়ের জন্য। দাঁড়িয়েই থাকে সে। ভয় পায় আবদুল। মাকে ছেড়ে এতক্ষণ সে কখনও থাকেনি। চোখ ফেটে জল আসে তার। ধীরে ধীরে সে নিজেই পথে নেমে পড়ে। অভিমানে তার বুক ফেটে যায়। দুষ্টু মা টা তাকে একটুও ভালোবাসে না। তার আর দরকার নেই মাকে, নিজেই বাড়ি ফিরবে সে। দিনটা আজ সত্যই অন্যরকম। আজ কেউ ফিরে তাকাল না তার দিকে। কারও ভাবার মত মনের অবস্থা নেই যে একটা ছোট্ট ছেলে একা কিভাবে বাগদাদের রাস্তা দিয়ে ফিরবে। তবু বাড়ি ফেরে আবদুল। কিন্তু কোথায় তার বাড়ি — কোথায় সেই অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে গলিটা — সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কারণ তার চারিদিকে শুধুই ধূলো আর ধ্বংসস্তুপ। সন্ত্রস্ত চোখে সে তাকিয়ে থাকে চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা রক্তাক্ত মৃতদেহগুলির দিকে। কান্না ভেজায় গলায় সব অভিমান ভুলে ডাকতে থাকে তার মাকে। তার চারিদিকে তখন শুধুই আর্তদের চিৎকার আর স্বজন হারানো মানুষের হাহাকার। আবদুল খুঁজে চলেছে তার মাকে। মাকে এখন তার খুব দরকার। ভয় পেলে ওই নরম বুকটাতেই তো মুখ লুকোয় সে। তাই সে ডেকে চলেছে তার মাকে। সে খেয়াল করেনি তার তার চারপাশের হাহাকার বদলে গেছে ভয়ার্ত চিৎকারে। তার চারিদিকে ছুটে পালাচ্ছে অসংখ্য মানুষ, নিরাপদ আশ্রয়। সে দেখতে

পায়নি তার পিছনের আকাশে দেখা দিয়েছে মৃত্যুর দুতেরা। ধেয়ে আসছে তাদেরই দিকে। আবদুল শুধু গলা ফাটিয়ে ডেকে চলেছে তার মাকে, আর কেঁদে চলেছে অঝোরে। তারপর হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে যায়, চোখের সামনে নেমে আসে নিঃসীম ভয়াবহ অন্ধকার।

না, আবদুল হারিয়ে যায়নি তার মায়ের মত। বাগদাদেরই এক অস্থায়ী হাসপাতালের বেডে শুয়ে সেও আজ যুদ্ধ করছে—মৃত্যুর সাথে। মাকে এখনও তার মনে পড়ছে। কিন্তু সে চিৎকার করে ডাকতে পারছে না, কারণ তার গলা ঝলসে গেছে। তার চোখ ফেটে আর জল আসছে না, কারণ চোখ দুটো তার পুড়ে গেছে। আজ সে শুধু লড়াই করছে, যাতে তাকেও হারিয়ে যেতে না হয়। আমরাও বলব আবদুল তুমি হারিয়ে যেও না। তোমার জন্যই সারা পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ আজ গর্জে উঠেছে। তোমার মত অনেক আবদুল আর তাদের মায়েদের কথা ভেবেই লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ পথে নেমে বলছে—

এই মিছিল, মহামিছিল, দিচ্ছে ডাক,
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ—নিপাত যাক্
আবদুল, তুমি শুনতে পাচ্ছো তো?

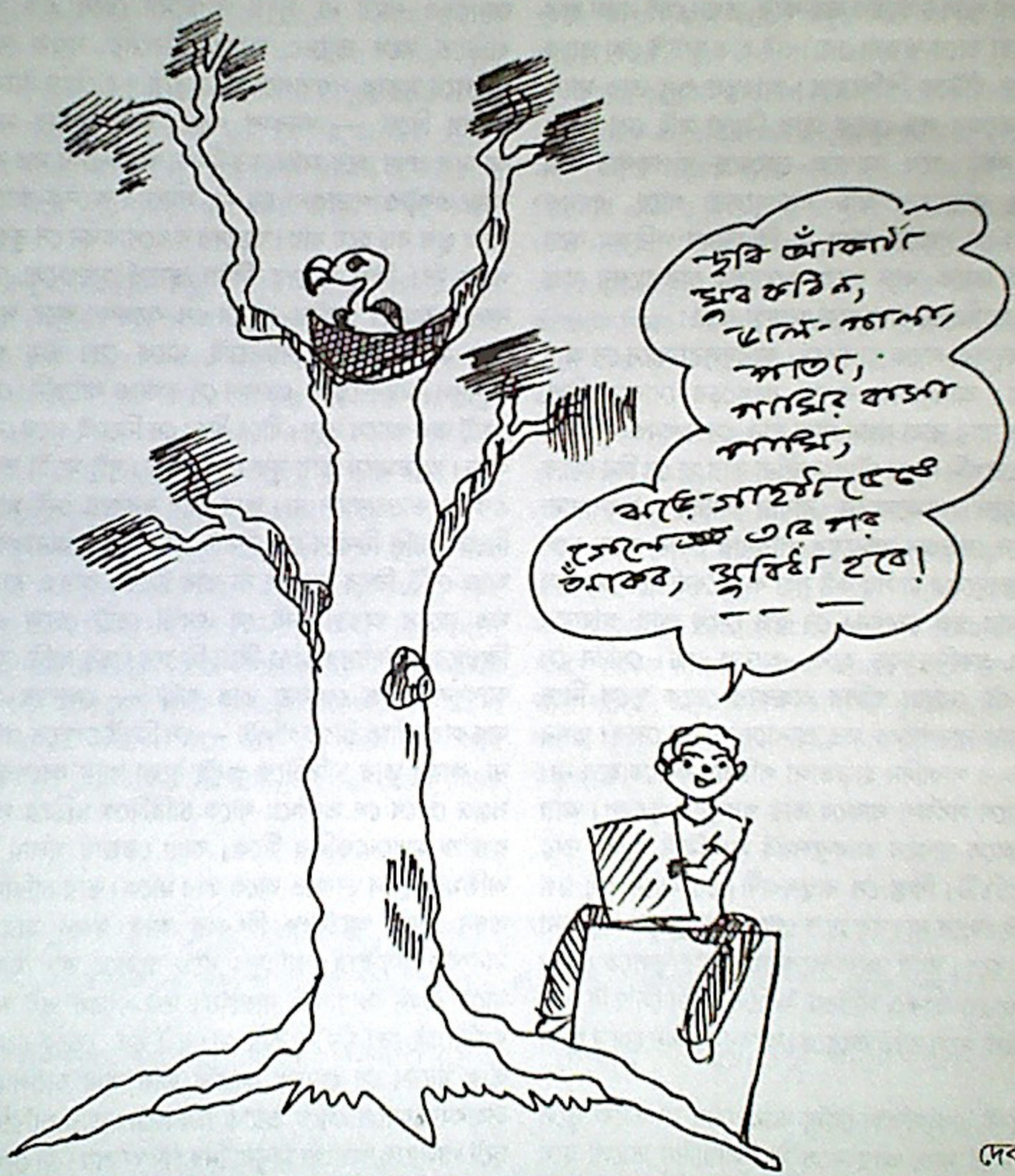

দেবাঞ্জন

ভাঙ্গন

তনয় দাশ, ইংরেজী (সাম্মানিক)

কোমরের নীচ থেকে অবশ হয়ে আসা দেহটা কোনমতে টেনে টেনে বাইরের দাওয়ায় এসে বসল সুবল, দাওয়া বলতে একচিলতে ফাঁকা একটা জায়গা, ঠিক দরজার সামনেই । গোবর জলে লেপা পোঁছা। পাশেই আরও অনেক ঝুপঝি মত ঘর: ত্রিপল, বাত, চাটাই দিয়ে কোনরকমে দাঁড় করানো হয়তো অস্থায়ী বলেই তাদের সোজাভাবে দাঁড়াতে নেই। স্থায়ীত্বহীনদের কোনো মেরুদণ্ড হয়না।

দেশলাই জ্বালিয়ে একটা বিড়ি ধরালো সুবল। এখন শুধুই অপেক্ষা, আবার৭বেসে যাবার, ভাঙনে আশে পাশের মানুষগুলোর মত তারাও ভিটে হারিয়েছে, হারিয়েছে স্থায়িত্ব — সপ্তাখানেক আগেও তারা ছিল অন্যকোনো জায়গায় এভাবেই অস্থায়ী ঘর বেঁধে, এখন এখানে আবার কাল হয়তো কোনো অন্য জায়গায়। অন্যকোথাও অন্যকোনখানে যারা ভাঙনের দাপট থেকে পালিয়ে বেরাচ্ছে তাদের সুবল চেনেতো তবে সেই যন্ত্রনাটা বোঝে। স্থায়িত্বহীনতার যন্তনা, জীবিকা হীনতার যন্ত্রনা জীবনের যন্ত্রনা।

স্থায়িত্বহীনতার যন্ত্রণা, জীবিকা হীনতার যন্ত্রণা — জীবনের যন্ত্রণা।

প্রথম যেদিন সুবল শুনল নদীর, ভাঙন ক্রমশ এগোচ্ছে তাদের এলাকার দিকে সেদিন আমল দেয়নি। অবশ্য দিলেও বা কি করত। এই অথর্ব অচল শরীর নিয়ে তার যে কিছুই করার নেই, শুধুই অপলক দেখে যাওয়া কিভাবে তার বাঁজা বউটা ঘরদোর গুছিয়ে নিয়ে থাকে, তাকে নিয়ে রওনা দিল কিভাবে একাহাতে বউটা ঘর বাঁধল, কিভাবে বউটা ক্রমাগত সামাল দিচ্ছে জীবন। সুবল দেখে, সারাদিনই আর রাত হলে কোনমতে দাওয়ায় এসে বসে বউ এর অপেক্ষা করে। কাজ নেই কিন্তু ক্ষিদে আছে। সুবল পারেনা বউ যায় কাজে। শহরে,. ভাঙনের দাপটে কবে থেকে যে গ্রামটা শহরের এত কাছে চলে এল কবে তেকে যে তা ক্রমশ ঢুকে যাচ্ছে শহরের ভেতর বোঝাই গেলনা। সেই শহরেই বউটা যায় কাজে

জ্বলন্ত বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলল সুবল, রাতটা ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছে। তবে আজকে নিশ্চই পূর্ণিমা। দুধ দুধ জ্যোৎস্না সামনের পেঁপে গাছটার মাথায় আলসে ছড়িয়ে আছে টুকরো টুকরো মেঘগুলো চাঁদটাকে ঘিরে, যেমন ভাবে তারা ঘিরে আছে অন্ধকারে —

— ভবিষ্যতের অন্ধকার

সুবল ক্রমশ ধৈর্য হারাচ্ছে। অন্যদিনতো বউটা এত দেরী করে না। সুবল সময় জানেনা, ঘরে থাকার কোনো প্রশ্নই নেই। ঘড়ি দেখতেও জানেনা সুবল। সে দেখছে জ্যোৎস্না আর অন্ধকার মেশামেশি একটা পথ চলে গেছে শহরের দিকে, এই পথেই তার বাঁজা বউটা ফিরে আসবে এক অনিশ্চিত আশ্রয়ে। সুবল অপেক্ষা করে আছে।

(২)

তার বউ বাড়ি ছেড়ে শহরে কাজে যাক সুবল প্রথমে চাইতো না, তবে না চাইলেও কি করা যেতে পারে। অস্থায়ী হলেও জীবন তো আছে, চিতার আগুনের মত ক্ষিদে আছে যা নেভানো না পর্যন্ত শান্তি নেই, তাই বউ যখন সুবলকে সে বলল যে সে শহরে যাবে, শহরে অনেক কাজ সুবল না করতে পারেনি। তাছাড়া বুড়োর বউটাও তো যায় সুবলের বউয়ের সঙ্গেই, তারা ফেরেও একসাথে। কিন্তু কাল থেকে জগাই ধুঁকতে শুরু করায় তার বউটা আজ কাজে বেরোতে পারেনি, হাজার হোক নবমী তো! বুড়ো অথর্ব হলেও একটা টান আছে। টান থাকে। যার জন্যে সুবল রাত জেগে বউয়ের জন্য বসে আছে দাওয়ায়। অলাদূরেই একটা কাশির শব্দ শুনে চমকে উঠল সুবল। বউটাকি তবে ফিরল! সুবল বোঝার চেষ্টা করল। নাঃ তার বউ নয়, জগাইয়ের বউ আদুরী। সুবল নড়েচড়ে বসল। এর কাছে তার বউয়ের খবর পাওয়া যেতে পারে। সুবল হাঁক দিল, চাপাস্বরে — "আদুরী এড্ডু শুনবি?" জগাই বুড়ো হলেও বউটা কচি, একটু ছেনালী পনাও আছে। সুবলের ডাকে প্রথমে থমকে দাঁড়ানো আদুরী। তারপর নিশ্চিত — হতে চাইল।

— " কে সুবলদা?"

— "এড্ডু শুনবি?"

ওদের ঘরের দাওয়া পেরিয়ে এগিয়ে এল আদুরী

— "কি কবা কও। বউ নাই বুজি?"

— " না রে"

— "তাই মাঝরাত্তিরে পরের মাগকে ডাকাডাকি!"

শরীর দুলিয়ে চাপা হাসল আদুরী। সুবল সচেতন হল। তার এসব নেই। অর্ধেক শরীর নিয়ে এসব ভাবা সম্ভব নয়, তবুও। মানুষের কেচ্ছা রটাতে কতটুকু সময় লাগে!

— "হ্যাঁরে বউডা এখনও ফিরল না, রাত হচ্ছে। তোকে কিসু জানায় য়ায়নি?"

— আদুরী চাপা পায়ে এগিয়ে এল

— "সত্যিই ফেরে নাই?"

— " তাই তো কই। কি হইল ক তো?"

— "হুঁঃ" চিন্তিত দেখালো আদুরীকে, অনেকটা আপনমনেই বলল

— "আজ তো কাজ ঠিক সিলো"

— "তবে?" সুবল ব্যগ্র

— "হুঁঃ"

— "আদুরী একটা কথা কমু?"

আদুরী সুবলকে চোরা চোখে সবিলকে জরিপ করার চেষ্টা করল

— "কও"

— "তোরা কি কাজ করিস?"

— "বউ কয় নাই!"

— "কইসে"

— "কি?"

— "কইসে তো চামরার কারখানায় কাজ করে।"

— " তো? বিশ্বাস হয় না?"

— "কারখানা আর কতরাততোরি খোলা থাকে ক?"

— "এই চামডার দুকান খোলা থাকে। অনেক রাত্তিরেও।"

অনেকটা স্বগতোক্তি করলো আদুরী। কাল সন্ধ্যায় হারান একটা বাবু ঠিক করে দিয়েছিল। মোটা টাকা। তবে বলেছিল খদ্দের একটু খ্যাপাটে গোছের, সামলে নিতে হবে। আজ তার সাথে অনিমার মানে সুবলের বউটার যাওয়ার কথা, সেই জন্যই কি দেরী হচ্ছে? কিন্তু এত দেরী! নাঃ বড্ড বেশী দেরী হচ্ছে। এতক্ষণে তো চলে আসার কথা, সুবলের দিকে তাকাল আদুরী।

বেচারা মুখ গুঁজে বসে আছে। শরীরের জন্য খোঁজ করতেও যেতে পারছে না। সুবলের পাশ ঘেঁষে বসল আদুরী।

— "সুবলদা, ও সুবলদা"

— "উঁঃ"

— "চইলে আসবে, চিন্তা করে কিসু হবে?"

— "না"

— "তবে?"

— "তবুও যে চিন্তা হয়রে, বউডা, বড্ড বেশী দেরী হচ্চে...আদুরী, সকাল হতে কতক্ষুণ কতে পারিস?"

— "সকাল.... সকাল আর হবেনি..." শূন্যদৃষ্টি নিয়ে বলল আদুরী।

— "কি কইত্যাসস"

— "কই চিন্তা কইরো না। যদি রাত্তিরে নাই ফেরে, কাল ভোর ভোর খোঁজ করুমখন। এখন আর কি করা যাইবো?"

— "হুঁঃ"

— "আমি আসি অখন। বুড়াড়ার শরীর ভালো নাই। "

সুবল নিরুত্তর —

আদুরীর চিন্তা তার স্বামী, সুবল ভাবছে তার বউকে নিয়ে। কোথাও কি কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে—! প্রচ্ছন্ন একটা মিল...

সুবল আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল। চাঁদ ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছে। শিরশির হাওয়ায় শীত করতে লাগল সুবলের। নিজের ওপরই রাগ হচ্ছে, তীব্র রাগ। বউটা ফিরছে না কিন্তু কিছু করার নেই; অথর্ব শরীর তার ইচ্ছেটাকেও অথর্ব করে দিয়েছে। সুবলের মনে পড়ছে একটা মুখ, অস্পষ্ট অথচ তীব্র একটা মুখচ্ছবি যা বছর কুড়ি আগে তার জামার কলার টেনে বলেছিল—

— "কি রে শালা হারামি, বড্ড বাড বেড়েছে না! কারখানায় ধর্মঘট তুলে নিয়ে মালিকদের তেল দেওয়া হচ্ছে।"

— "ধর্মঘট তুইল্যা নিতেই হত। মজুররা কতদিন না খ্যায়া থাকবে?"

— "ইঃ শালা যুধিষ্ঠির। বল কুত্তা কত টাকা খেয়েছিস?"

সুবল দেখছিল তার আশেপাশে হিংস্র কিছু মুখ ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

— "ছাড় পরান, বাড়াবাড়ি করত্যাসছ কেন?"

— "বাড়বাড়ি? মালিকের পা-চাটা কুত্তা, মার শালাকে।"

তারপর সুবলের আর কিছু মনে নেই। মনে আছে অজস্র দাহ নিয়ে হাসপাতালের বেডে তার জ্ঞান ফিরেছিল অথর্ব অসহায়। দু-পায়ের মালাইচাকি গুঁড়িয়ে গেছিল পুরোপুরি। পুলিশ ইনকোয়ারি করতে এসেছিল। সুবল কথা বলেনি। আসলে কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিল না সুবল, যেমন এখন পাচ্ছে না।

পেঁপে গাছের মাথা থেকে একটা প্যাঁচা সশব্দে উড়ে গেল। চারিদিক ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে, হাওয়া আরও তীব্র, শীত বাড়ছে। ভোর হতে আর কত দেরী? কত দেরী

আর ভোর হতে.....

(৩)

বেলা করে সুবলের ঘুম ভাঙল আদুরীর ডাকে। রাতে কখন যে ঘুম এসে গিয়েছিল সে টেরও পায়নি। শূন্য দৃষ্টি নিয়ে চোখ মেলল সুবল। আদুরীর সাথে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। কেতাদুরস্ত পোশাক। লোকটা বেশ ..., ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

— " ফেরে নাই ?" আদুরীকে ব্যগ্র প্রশ্ন করল সুবল।

— "সুবলদা, রাত্তিরে অনিমা ফেরে নাই..... কিছু চিইনতা কইরোনা, আমি খোঁজ নিয়া দেখত্যাসি.....ইনি হারানবাবু, আমাদের কোম্পানীর ম্যানেজার। ইনিও খোঁজখপর রকত্যাসেন। তুমি চিইনতা একদম কইরো না।"

এবার হারান সক্রিয় হল— "হ্যাঁ আপনি চিন্তা করবেন না। আমি দেখছি কতদূর কি করা যায়। তাহলে আদুরী আমি এখন আসি? একটা নতুন পার্টি....."

— "হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি আসুন। শুনলে তো সুবলদা ম্যানেজারবাবুও খোঁজ নিচ্ছেন। কোনো চিইনতা নাই" — আদুরী বলল, কিন্তু গলায় কোনো আশ্বাস ফুটলো না।

সুবল এখনও হতবম্ব। রাত্রে তার বউ ফেরেনি! তবে কি আজ ফিরবে? এখনই।

আদুরী সাথের ভদ্রলোকটিকে এগিয়ে দিতে গেল। তার চোখে মুখে দুঃশ্চিন্তা।

— "হ্যাঁরে হারান, অনিমার কি হল ক দেখি! জলজ্যান্ত মেয়েডা কি বেপাত্তা হইয়া গেল! বাবুডা কেমন ছিলো, সত্যি কইরা ক।" আদুরী কড়া চোখে তাকালো হারানের দিকে। হারান সামাল দিচ্ছে।

— "নারে আদুরী বাবু বেশ ভালোই। তবে ওই আর কি.... একটু খ্যাপাটে গোছের। তোকে তো বললাম চিন্তা করিস না। এই লাইনে এসব একটু হয়ই..... চিন্তা নেই, আমি ঠিক খুঁজে বার করবো।"

আদুরী জানে হারান সামলাচ্ছে। এই লাইনে এসব একটু হয়ই, কিন্তু কতটুকু? আদুরী ব্যবার্থ চোখে সুবলের দিকে তাকালো। বেচারা এখনও হতবম্ব। খোলা দৃষ্টি নিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। আদুরী আর এগোলো না, বাড়ির পথ ধরল। কি হবে মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে।

(৪)

এখন চারিদিকে কড়া রোদ। আশেপাশের বস্তিগুলোর বাসিন্দারা যে যার কাজে ব্যস্ত। একদল ন্যাংটো কচিকাচা টাইমকলের চারপাশে হুটোপুটি করছে। রোজকার মতই — কলের চারপাশে হাঁড়ি, কলসীর লাইন। কর্মব্যস্ত আর একটা দিন। সবাই ব্যস্ত কিন্তু সুবলের কোনো তাড়া নেই, সে এখন শূন্য চোখে আগের মতই রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। সুবল জানে বউ না ফেরা অব্দি এখানেই তাকে বসে থাকতে হবে। হয়তো আজ, হয়তো কাল হয়তো ....

দূর থেকে একদল ছোকরারা নিজেদের মধ্যে হাঁক দিল —

— "ভাঙন আগায় আসত্যাসে রে, ঘর গোটান শুরু কইর‍্যা দে।" সুবল শুনল। তবে আজ তার মধ্যে নিজের স্থায়িত্বহীনতার কোনো আক্ষেপ নেই, কোনো যন্ত্রণা নেই, সে শুধু দেখছে দুধ দুধ জ্যোৎস্না আর অন্ধকার মেশামেশি একটা পথ পথ ক্রমশঃ বেঁকেচুরে চলে গেছে শহরের দিকে.....

"পরিবর্তন হইলেই যে উন্নতি,
তার নিশ্চয়তা নেই"

—রাজশেখর বসু

প্রতিষেধক ঃ (ছোট গল্প)

দেবাঞ্জন মুখার্জী, বাংলা স্নাতক, ২য় বর্ষ

রাতে খাওয়ার পর কাঠি দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করছিল পরাণ মন্ডল, এখন দু'বেলার খাবার কমতে কমতে এমন পর্যায়ে এসে পৌছেছে যেখানে দাঁতের ফাঁকে পরিষ্কার করার মতো অতিরিক্ত কিছু থাকেনা। রাতের বেলায় হালকা। বৃষ্টির সাথে বইছে হাওয়া, বস্তির এঁদো পচা বিষাক্ত গন্ধে পরাণ মন্ডলের ঝিমুনি ধরে গেল। মনে হল সে মিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর ওর সাথি হাজার হাজার শ্রমিক, মিল আবার খুলেছে, মিষ্টি আর কাপড় সে কিনে আনছে বউ-বাচ্চার জন্য, এমন সময় একটা কানকাটা আওয়াজে ঘোর কেটে যায় পরাণ মন্ডলের; তার বউ ছোট মেয়েটার গালে বসিয়েছে এক চড়,—"রোজ রোজ আরেকখানা রুটির জন্য বায়না, এবার খা মোকে, মোকে গিলে খা হাড় হাজতের দল।"

প্রথম প্রথম তড়পে উঠত পরাণ মন্ডল কিন্তু যবে থেকে বউ বলতে শিখেছে, —"যে মরদ বউ বেটীকে খাবার কাপড় দিতে পারে না, সে যেন কথা না কয়" তখন থেকে সে চুপ করেছে। কারণ সে বুঝেছে, সে বুঝেছে শ্রমিক ইউনিয়নের প্রধান আনোয়ার খান। যতই মাইনা বাড়ানোর দাবি জানিয়ে হরতাল চালাক,নীতি ন্যায় আদর্শের দাবি, নীতি, আদর্শ ভাঙিয়ে আটা বা যব বেরোয় না, বেরোয় হতাশা। বস্তির বুধু মল্লিক শোনাছিল তাকে তার নাতি নাকি বইতে পড়েছে বিদেশ মুলুকে হাজার বছর আগের এক শ্রমিক নেতার গল্প, সে নাকি আজও লোকে জানে।

কিন্তু পরাণ মন্ডল বুধু মল্লিককে বোঝাতে পারেনি যে সে ইতিহাস হতে চায় না, পেট চালাতে বর্তমানের সাথে আপোস করতেও রাজি সে। আসলে যেখানে মিল মালিকদের মতো লোকের। থাকবে সেখানে এমনই দশা, খাবার যে নেই, এমনতো নয়, রেশনের দোকানে চাল, ডাল সবই তো আছে, তবুও দুর্ভিক্ষ।

আসলে খাদ্যাভাব নয়, খাদ্য অর্জনের অক্ষমতাই দুর্ভিক্ষের জন্ম দেয় বুঝেছে পরাণ মন্ডল, তাই আধপেট। খেয়ে—'ইতিহাস'—হবার শখ কমছে পরাণ মন্ডলের। কারণ শোষকের কালো হাত গুঁড়িয়ে দিবে যে শক্তি চাই, দুবেলা আধমুটো খেয়ে সে জোর আসে না। পরাণ মন্ডল তাই চুপচাপ বিড়ি ধরায়। বিড়ির আগুন জ্বলে ধিকিধিকি এই সোঁদা আবহাওয়াতেও।

সকাল বেলায় বুধু মল্লিক এসে বসে পরাণ মন্ডলের দাওয়ায়, বলে—

"এতক্ষণ হই গেল এখনও শালা পই পই ঘুমাইছস্, ওদিকের খপর জানিস কিছু?"

ধরমরিয়ে বিছানায় উঠে বসে পরাণ মন্ডল, শুধোয়—"কি হইছে কাকা? মিল খুলিছে নাকি?"

—"বেন্দা, বেন্দা ঘোষ মরিছে কাল রাতে বিষ খেয়ো আর নিজের বউ-বেটিরে তার আগে নিকেশ করিছে কাঠারি'র এক কোপে, ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেইরে কাল বচনা হই গেছিল, আজ সকালে খপর পাইসি।"—

বেন্দা ঘোষ মরেছে ঘিদের জ্বালায়, বেন্দা ঘোষ শুধু মরেনি পরাণ মন্ডলের মনে হচ্ছিল বেন্দা ঘোষ পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছে বাঁচবার, যে সমাজে মানুষের অত্যাচারে, প্রতারণায় মানুষেরই ওপর নেমে আসে দুর্বিপাকের ঘোর কালব্যাধি, মৃত্যুই তার প্রতিষেধক বলে মনে হয়েছিল হয়েতো বেন্দা ঘোষের তাই সে মরেছে। থম্ মেরে সারাদিন বসে থাকে পরাণ মন্ডল, তার পর সন্ধ্যা বেলায় বেড়িয়ে যায়, তারপর ফিরে আসে একগাদা খাবার নিয়ে, বৌ তো' থ বলে—

—"টাকার গাছ গছাইছে নাকি?"—

পরাণ মন্ডল বলে,—

"তোর কি র‍্যা, গেল্না, প্রাণ ভইরা খা আজ।"—

মাঝ রাতের বেলায় হঠাৎ বৃষ্টি আর ঝড় শুরু হলে পরাণ মন্ডল দরজা খুলে বাইরে চলে যায়, সে বস্তির পেছনের আমবাগানের শেষ গাছটার ডালে দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়বে ঠিক করে। প্রথম বারে দড়ি আনতে ভুলে গেলে আবার পরাণ মন্ডল ঘরে ঢোকে, বউ বেটীকে বেন্দা ঘোষের মতই কুপিয়ে শেষ করবে কিনা ভাবত ভাবতেই বেড়িয়ে পড়ে বাইরে। ঝড় বেড়েছে প্রবলভাবে, এর মধ্যে পথ খুঁজে আমগাছটার কাছে পৌছাতে দেরী হয় তার। কিন্তু মরতেই যখন চলেছে তখন কম বা বেশী। শেষে আমগাছটার কাছে যখন সে পৌছায় তখন দেখে, আমগাছটাও পড়েছে মুখ থুবড়িয়ে।

যাই হোক, বাগানের একটা আমগাছ ভেঙে পড়েছে বলে, বাগানে যে আর আমগাছ ছিল না এক কথা নয়, তবুও পরাণ মন্ডল ফিরে আসে। আসলে 'শিকড় উপড়ে পড়া আমগাছটার মতো মরতে তার হঠাৎ ভয় করে। মরে-বাঁচতে ভয় করে পরাণ মন্ডলের।

মরে বাঁচার সাময়িক উত্তেজনার আগুন টুকু নিভে গেলে পরাণ মন্ডল ফিরে আসে ঘরে। তারপর বউ বেটির পাশে ঘুমিয়ে পড়ে নিশ্চিন্তে।

SANSKRITI
HYBRIDIZATION OF CULTURE

দেবজিৎ ব্যানার্জী
রসায়ন বিভাগ (সাম্মানিক)

প্রচণ্ড ভিড়ে ঠাসা এক মিনিবাসে কোনক্রমে পা রাখার জায়গা পেয়ে সন্তুষ্ট আমি। ভিড়ের চাপে ওষ্ঠাগত প্রাণ। তায় আবার ঠিক সামনেই এক মহিলা দাঁড়ানোয় ভদ্রতাবোধের অংহকার মনের ভিতর থেকে সদা সতর্ক থাকার ঘন্টা বাজিয়েই চলেছে। পাছে হুমড়ি খেয়ে না পড়ি। গায়ের চামড়ার সাপেক্ষে, "কন্ডাক্টরটি মানুষ নাকি গন্ডার", যাত্রীদের এমৎ গবেষণা কানে না তুলে বাস চলেছে নিজের গতিতেই। হঠাৎ কানে আসে "তোমার কোন department? Bengali-তে Honours" বুঝতে পারি, দুই সদ্য মিলিতের চিরাচরিত কৌশলের প্রথম ধাপ।

উত্তরদাতার যোগ্যতা নিয়ে ভাবি। Honours এর মানে স্নাতক এটা ৯০% লোকেই জানে না, "বাংলা" এটা বলতে আপত্তিটা কোথায়? এতে কি জাত যায়? নাকি, impression এ খাদ থেকে যায়। অবশ্য, 'সপ্তপদীর' 'দিওয়ার' ভেঙ্গে 'বাজিগররা' তো এখনো আওয়ারা-পাগল-দিওয়ানা'। রসায়নে তো এটাই শিখতে 'hybridization' আগের প্রজন্ম ভিন্ন জাতির কাছে দাসত্বের গ্লানি মুছে দিতে উদ্যত কণ্ঠে বলেছিল "ইংরেজ ভারত ছাড়ো"। আর বর্তমানের punch line "kar lo duniya muthi main"!! বিজ্ঞাপনের এমন প্রভাব বজায় থাকলে হয়তো কদিন বাদে কোন চ্যানেলে দেখানো হবে, Blair Tele presents 15th August, Independence Day. রাষ্ট্রপতি Salute নিচ্ছেন আর পিছনে তেরঙ্গা পতাকা উড়ছে। বদল সমান্যই, আশোক চক্রের জ্বান telecome company-র বিজ্ঞাপনী লোগো। বাহ্‌রে সুনীলবাবু, ন্যায় ঘর, ন্যায়ি গাড়ি ওর ন্যায়া Flag অবশ্য এটাই তো ভবিতব্য। আজাদী মানে তো recharge coupon আর, তাতে আমাদের অবস্থা Fish Paturi-র ভেটকির মতো। prepration এর প্রথম ধাপেই সেদ্ধ হয়ে, সব নিজস্বতা হারিয়ে, বাহ্যিক কিছু মশলার রং জড়িয়ে আপাদমস্তক বেঁধে দেওয়া একটি product. প্রতিবাদ? ধুর, সে তো out of fashion. আর পালিয়ে যাওয়া? সে তো অসম্ভব। কুকুর লেলিয়েই জানিয়ে দিয়েছে, "Where ever you go our network follows."

আমরা, মানে আমাদের প্রজন্ম কি বিপথগামী? না, জানি না। দিন আসে, দিন যায়, দিন বদলায়। বদলেছে জীবন, বদলেছে মানসিকতা, এমন কি প্রেম। Change is the only constant in life. সবেতেই পরিবর্তন। একে তো মানতেই হবে। আর, Globalisation এর এই চরম পর্যায়ে অস্তিত্ব রক্ষার্থে আমাদেরও বদলাতে হচ্ছে। মাথায় রাখতে হচ্ছে, "If you can sell yourself properly, you will get success. Other wise you won't." আধুনিক হলেও আমরা আমাদের সত্বাকে তো ভুলিনি। আর বাংলা গান থেকে সিনেমা, সবক্ষেত্রেই ব্যবসায়িক জোয়ার এনেছে আমাদেরই প্রজন্ম। আমরাই পারি, আমরাই পারব। হ্যাঁ, আধুনিকতার জামা পরেই আমাদের sms প্রজন্ম নিজ সত্বাকে তুলে ধরবে সবার উপরে। আর, উন্নতির নব দিগন্তের আশার উতোর ঘটাতে এগিয়ে থাকব আমরা, আশুতোষ বাহিনী। সব কলেজের Glamorous President না হয়েও, আসল কাজের মানুষ Secretary হিসাবেই।

হঠাৎ পিপ্! পিপ্! বিরাট শব্দে ভাবনার ঘোর কাটে। ভাবতে ভাবতে দারুণ আনমনা হয়ে গেছিলাম।

দেখলাম সামনে দাঁড়ানো মহিলার mobile এ sms "TALAK TALAK TALAK," হায়রে, sms এই !! হাসতে হাসতে মনে হয়, বয়সের দোষে যাদের অবাক হয়ে দেখেছি অথচ ভদ্রতাবোধের সঙ্কোচে কাছে ঘেষতে পারিনি, যারা বলেছে,

"থাকবো নাকো ভদ্রবেশে,
দেখব এবার এ রাতটাকে"

যাদের জন্য বদনাম হচ্ছে আমাদের গোটা প্রজন্মের, তাদের TALAK । শিখিয়ে দেবে নতুন লাইন,

"থাকবো নাকো বদ্ধঘরে দেখব এবার জগৎটাকে,
ইন্টারনেটের এই যুগেতে,
তুলে ধরবো (আমার) বাংলা মাকে।"

এটাই হবে IN TREND.

স্মৃতিরেখা

শতাব্দী সামতানি

Carry On

Tamadghna Banerjee
2nd yr, Journalism & Mass Comm.

When life seems a long hurdle
And success seems a distant goal
You are tired of your existence
Both from heart & Soal.

When you think to move froward
But your body travels behind
You try to find some way to carry on
But Alas! it's an impossible find.

Then close your eyes
And think of an inspiration
The one for Whom you can live and
Even die out of passion.

It may be your parents
Friend, teacher or a lovable one
But think of him whole heartedly
And you are sure to find a solution.

Shake off all yours tears
And take the journey a fresh
Take rest for a while
And then straight on join the race

Life is not a bed of rosy petals
To ley down & feel the exotic essence
But is like a world full of competition
Where one has to fight for his existence

Never lose your hope in life
Even if you are all alone
Whatever the circumstances may be
You must & must carry on.

Heaven Incomplete

Priyadarshini Das Sharma
1st Year, Eng (Hons.)

This is heaven, I know,
Yet heaven incomplete
Why? I know not.

This is paradise, I know,
Yet, paradise unfulfilled.
Why? I know not.

This is my ultimate destination,
Yet, the ultimate I can never reach,
Why ? I know not.

This is life, I know
and this is death,
I know that too.
Yet, they never merge.
Why? I know not.

All this I see, with eyes wide open,
But now I close my eyes,
I close them for the last time.

Heaven is complete
Paradise fulfilled
My journey has ended
The ultimate I have reached
And now,
Life & death has become one.

Love not lust

Vargab Dasgupta
1st yr., English (Hons)

Is it love or lust I know not
From the very moment I saw you
For me the world has turned upside down.
In everything around I see your face.

No lady of poet's dreams could surpass....
your beauty
Your eternal eyes seem to hold the secret of life.
Your lips are like the soft pefals of an unblemished rose.
Your hair is more mystic than that of 'Bonolata Sen',
And perhaps more beautiful than "DELLA'S"

If Michaelangelo was alive this day.
He himself would have taken inspiration
from you to create the 'Virgin Mary'.
Every song I hear now seems to be perfectly depicting you and me

My love for you is heavenly,
Oh, if I could just express
But somehow my words run out each time
I approach you.
I may be silent but I know in my heart
It is love, definitely not lust.

Black Roses

Tapobrota
1st yr, Philosophy (Hons)

The thin air
conveyed your last letter.
words of faith, flowers of sweetest aura –
the sudden breeze shakes me somehow.
Leads me to the mystic alleys,
the shuddered past shivers
memories buried marooned in her eyes valley.

Ashes scattered over the souls coffin
wait, till the night is over
there's still something that burns
Black roses - (my dead princess).

Stab the air with its venomous thorn,
the solitude inhales perilious rain,
her tears soothes the pain
She is here ..... there ..... everywhere
hate ..... never ..... ever !

She is asleep in her dreams
where I still face the warmest kiss
..... in her eyes bliss
She waits for me there
where the scattered mind stops

She lies naked ..... arms open
in her own abyss
Embrace ..... black roses
(My dead princess).

"THE HOUSE WHICH I AM ABOUT TO LEAVE"

Debajit Adhikari
2nd yr, BSC (Gen)

Fifteen years ago,
I arrived at this house,
When I knew nothing more than obeying my parents.
since then, I am domicilating in this house
And was getting nurtured to become a youth.
A few more days to go and then, I will fly away
To a home which belongs to me.

I know the wells of the home will cry for my departure
The floors will hunt for my future footsteps (after my departure)
The doors will crave for my gentle touch.
But I am helpless to accept the fact,
That I have to move away from here,
perhaps forever and ever.

Because you were an infalliable friend of mine,
so I will miss you too,
As you will miss me day and night.
But bear my potrait in your heart,
As I will keep your potrait within my heart,
Till me and my life parts.
But you have to accept the turth,
No matter, whether it is bitter or sweet,
Every alliance is followed by estrangement,
so our isolation is inevitable.

Team India is really good

Rana Pratap Singh
3rd Yr, B. Sc.

When Sachins hits a four
Yeh Dil maange more –
When Saurav takes off his shirt
It's the best. Scene on this earth ...
When Kaif hits the stumps
the opposition falls on their bumps –
When Yuvi takes the catch
It generally turns the match,
When Bhajji turns the ball
Even the mighty Australians have a great fall
finally, when all eleven are in mood –
Then team India is really really good.

A Place to Sleep

Rahul Bagchi
1st yr, Communicative English

I was riding my horse, moving in an unkonwn path,
the road was grey, it had no men anywhere,
just some trees stood behind,
having their leaves apart.

The sun having set din the west,
my horse decided it was time for rest
the whole day was a tiring one,
but oh! what a relief on hearing a nightingales song.

In an unkown destination I was to go,
as I had to search light and darkness too,
I had the horse with me,
to ride the distance in search of thee.

A long way yet to overcome,
and many obstacles yet to come,
but I cannot quit,
as on the end I will rest a bit.

There will be the horse only to swear,
that I tried tried and tried forever,
So what I could'nt find it in a world so deep,
so what I could'nt find a place
to sleep.

The Inception

Swagata Nandi
2nd yr, English (Hons)

Nothing, nothing was left.
The lashing wings of homeward birds
forked the forlorn sky.
The bleeding temple of twilight
stole the sun ;
Yet she smiled –
like a nerveless nun.
Fasting with smile and feasting with sore
with eyes steriled long before
Nothing, nothing was left .....,
Nothing any more.

Then came might, the orphan prince
In garb of glitt'ring stars
All so close –
In constellations bound
Yet for light years in between
only darkness profound
What an irony .....!
On Heaven's forehead delved
Nothing, nothing was left
Since, I last met myself .....

All of a sudden, I felt it growing !
A bit by bit, growing within me .....
In the lavish moisture of melting eyes
In drenched I drowned ....., I breathed –,

The rotted, ravaged ruins –, all swept
And thrown far beyond
Death was put to sleep
As if it were never born!

I felt it growing –, with virgin pride
In the womb of my maiden heart
I mothered rebirth as I coneived
Love –, the Divine Art.

TERROISM

Rumela Sinha
1st year, Journalism & Mass Communication

'Terrorism' means using of terror – inspiring methods by a group of people to force a Government or community to agree to do something wanted by them. Terrorism has developed as an issue of global concern and the terrorists throughout the world are getting impetus as some countries are providing there required outfits to retain there arms deal and the business over it. They disturb the peace of the state to which they belong by killing those who guard the country. They also kill innocent persons and thus strike terror into the hearts of the people.

Terrorism is now to be found all over the world. The terrorists are the people who grow out as extremists being brainwashed by false ideals. The striking incident on 11th September 2001 in America is the worst ever example of the terrorist activities upon the earth. The pride of the US—the World Trade Centre, the Pentagon all came down to earth in the form of rocks and mud as the hijacked airliners hit the building on the morning hours resulting in huge destruction only comparable to a missile attack.

Two decades back some young men of Punjab wanted Punjab to be an independent state. These misguided youths got involved into terrorist activities and twice hijacked planes to Pakistan to trouble the Government of India. They wanted to have arumed confrontation with the Indian Government. Terrorism has prevailed for a long time in North-eastern India; in Nagaland, Mizoram and Tripura. In Nagaland, some Nagas under the leadership of Mr. Fizo wanted to have a seperate independent Naga state. It is said that these Naga terrorists were being trained by the chinese. The terrorist outfits of Pakistan have also involved insurgencies in Kashmir. [Gulbuddin Hekmatyar is waging war in various parts expecially in Indo-Pak borders in Kashmir region.] Groups like 'Al-Fasan' and 'Laskar-e-Taiba' is also doing these same activities and promoting global terrorism. Death of our ex-Prime Minister, Mr. Rajiv Gandhi was also the consequence of terrorist activity of Srilanka.

If the activities of the terrorists are not checked with an iron hand by the Government the unity and integrity of our country will be much endangered. Mr. Premdasa the Ex-Prime Minister of Srilanka urged the nonaligned movement to support for an international conference to deal with the problem of terrorism under the sponsorship of the United Nations. Mr. Rajiv Gandhi had also supported the proposal. It is high time that the terrorist activities, should be curbed down globally.

"রক্তে আনো লাল
রাতের গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো
ফুটন্ত সকাল"

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

AMERICAN TERRORISM IN IRAQ

ABHISHEK GUHA THAKURATA
2nd yr, Journalism & Mass Communication

Nearly one and a half year has passed since America's invasion of Iraq. The Americans attacked the nation with its allies on the pretext of freeing Iraqis from their tyrannic. President Saddam Hussain. The Bush administration maintained the propaganda that Iraq possessed weapons of mass destruction which is a subsequent threat to world peace. In the process the Americans unleashed a carnage and thousands of Iraqis fell prey to American bullets. Time and again most of the nations of the world condemned this war. Althouth Saddam Hussain is now in American Custody his 'so called' weapons of mass destruction were never found. To fulfill their own interest of controlling the sources of mineral oil which are in Iraq the Americans contributed a dark chapter to the history of mankind. Bush now faces himself in the backdfoot even in his own country. UN general secretary Kofi Annan has termed the war as 'illegal'. The Americans have installed a puppet government in Iraq which would play to Washington's tune. The War has not solved Iraq's problems but only increased it. Bomb blasts are routine matters and law lessness prevail all over the country. The Americans disgraced themselves in the 'Abu Ghraib Prison' abuse. American soldiers photographed naked Iraqi prisoners. This seriously impedes the reputation of Americans as a civilized race. The soldiers were seen holding dogs and taking fun while the canines petrified the naked prisoners. The whole world has voiced concern over the acts of soldiers of the worlds most powerful nation. The Americans should take their evil hands off Iraq and help rebuild the gulf nation whose civilization is one of the oldest in the world.

"পরকে শাসন করতে হলে সকলের আগে
আপনাকে শাসন করা চাই"

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

CHILDHOOD LOST FOREVER

Mainak Nandy, 1st Year, English (Hons.)

Child is a citizen of the future. Unfortunately in a poor country like India with its population of teeming millions below the poverty line, cannot properly look after the well-being of its children. How can they grow up to be able citizens amidst such despair?

A local boy whom we know by the name of Birju, who is hardly twelve years old works in a garage. While the day scholars of different schools wearing bright dresses, properly ironed are about to reach their respective institution, poor Birju slowly advances towards his working place to earn and share his meagre livelihood in order to provide financial support to his widowed mother and to the younger brothers and sisters. A lack-lusture oily soiled shirt always covers his body.

Sonali a poor little girl treads along with her maid servant mother Subhadra every morning and afternoon to help in her menial work. Her childhood is deprived of reciting rhymes of **"Abol Tabol"** or **"Pusy Cat, Pussy Cat"** An old lacy frock given by a kindly neighbour is her cinderella's gown.

Bhola seldom finds time for respite in brisk hours of morning and evening while serving tea to the never ending thirstly customers. This is his back breaking job throughout months and years. He greedily looks at other boys and girls of his age passing by the tea shop talking and laughing gaily. All he does possess is a pair of thread, bare shorts.

We find from newspapers that children are being sent by their poor parents to the gulf countries to beg and come back with bountful alms. Children are even lifted by wicked people to be used in camel races.

Half a century has gone since our independence and there must be something amiss in our state machinery which cannot provide the minimum needs of the children like clothing, housing and education.

There are millions of such Birjus, Sonalis and Bholas who could have been like other normal children if they were not so helplessly "have nots". Their golden childhood would not have been lost or wasted in deserts of helplessness, wants and poverty if the situation was a bit different and favourable.

All of us should render our best efforts to be of whatever help we can for these unfortunate 'have nots'. Let the grown ups go on pondering schemes after schemes with regard to child welfare. We the younger people must not sit idle but contribute to help our poor brothers and sisters.

COLLEGE

C = CAREER
O = OBSRVATION POWER
L = LONG LIVED
L = LEGACY

E = ENERGY
G = GREAT
E = EVER LASTING

Sharmistha Roy

NEUTRINOS AND THE UNIVERSE

SANDIPAN KAR, 1st Yr, Chem (Hons)

Zillions of ghostly, traceless & harmless particles are always piercing our body and going out of it. These particles are always streaming through the earth – they are called neutrinos. In recent days they are one of the most wanted particles in the study of physics why??

"Because neutrinos are one of the fundamental particles that make up the universe"

– Prof. Rajekaran

(Institute of Mathematical Science, Chennai)

Neutrons are churred out by the reactions that fuels a star. Inside a so called star by nuclear fusion reaction hydrogen atoms fuse to form Helium atom – and thus generation and emergence of neutrinos take place. Neutrinos are chargeless so they remain unaffected in the electromagnetic force, that acts on the electrons. Only in the atomic level, the existing weak-forces disturbs them. This explains the reason of finding neutrinos 30 yrs. after their prediction by Wolfgang Pauli. Till today, three kinds of Neutrinos are detected, each kind is related to a charged particle, that suggests their naming – (i) Electron - neurino (related to us)

(ii) Muon & iii) ta (which are related to the heavier version of us)

The last two posses more energy than the electron neutrino.

But, physicists are still clueless to predict the mass of such particles.

Besides, the nuclear plants they do emanate from the core of stars like the sun in copious amounts. Defying, the suns gravity they escape into the space and the earth thus gets literally bathed by solar neutrinos.

To capture solar neutrinos US Davis' detector detected only 1/3 rd of the expected mass of solar neutrinos – this detect on, has been the first direct evidence that stars inferno is fuelled by nuclear reactions ; and such kind of studies has spawned a new field of study – "NEUTRINO ASTROPHYSICS".

Neutinos carry messages from the deep recesses of the universe. They stream through empty space and also through solid matters at the speed of light, unscathed by an external influence and thus it gives a hint to the researchers to solve the mystery of 'black hole' which covers at least 90% space of the universe.

It is believed that there is an ocean of neutrinos which adds its mass to the dark matte. The 'dark energy' – which is thought to have given a sudden spurt to the regular expansion of the universe is somehow linked with the ghostly neutrinos.

And, thus the term neutrino is intimately linked with word – 'The Universe' and like a detective – hero it will surely help scientists to solve the mystery of the 'dark-matter' of the Universe.

How Can We shape your personality

* Try to cultivate Persistence Power.
* Try to develop attitude to learning something.
* Have positive interaction with people.
* Have a positive attitude rather than a negative attitude.
* Do care about your physical fitness.
* Take care of grooming, which makes first impression.
* Be innovative.
* Make some positive contribution to the society at large.
* Always keep in mind – right time, right place & right person.

—Arnab Mukherjee

FRIENDSHIP – A NEED

PAYEL MUKHERJEE
1st yr, Physics (Hons)

"Ointment and perfume rejoice this heart,
And so does the sweetness of a friend's loving face"

–The Bible

Man does not live by bread alone. His relationship with others in the family and society gives him all indentify and provides him a psychological satisfaction. Among all other ties, friendship brings immense joy in our life. If we are lucky to have a noble friend, he will save us from all our depressions. The magic of natural love will bring boundless joy as love knows no weariness.

There are hundreds of stories in the world classics which tell us of many immortal comradeships like Karna - Duryodhana, Krishna - Sudama, David - Jonathan etc. are some rare examples. How does this miracle happen between two strangers and bind them in the knot of love? There is something in each that strikes a spontaneous appreciation. Friends always find something fresh to admire and appreciate in each other. We should be greateful for friendships. It involves sacrifice of time and thoughts. It is a lovely thing to be perfectly loyal to a friend.

We should try to keep what friends we have. Live to help them. Never find fault or speak ill of them. Take interest in their life and shower love unconditionally on them. But we should try to help them in moments of cries, to overcome the obstacles of life. Don't hurt your dear ones even in your disturbed moments. Remember the words of shakespeare :

"But if the while I think on the dear friend
All losses are restored and sorrow end."

FRIEND

F = FAVOURITE
R = RELIABLE
I = IMMORTAL
E = EMOTIONAL
N = NOBEL
D = DEAR

Arunima Karmakar

ON THE SAME WAVELENGTH

Extract from "A life of meaning" by Ian Percy

PRADIP DALVI
2nd Year, Geography (Hons)

There are three natural experiences that seem to be on the same wavelength as the human heart : Truth, love and anger. Recently, a television documentary on the behaviour of dogs provided a heart-warning metaphor for this amazing phenonmenon. It showed that a dog is able to sense when its master is about to come home. At a precise time the owner of the dog, made the decision to leave her office for home, the dog got up and went to the door to wait. It is the same experience, when we are in the presence of truth, love and anger. We can 'sense' them, because they are sent out on the same frequency as our souls. Somehow, when we come into contact with these frequencies, we immediately recognise them. Sometimes we know they are coming, before they are even sent towards us.

Take the truth frequency. Youngstars Viveka, Aryan and Mahek each deny breaking the flower vase. Their 'mother' looks over three apparently innocent faces and, says "Aryan do you have anything you want to say to me?" It is uncanny how often mother is right. To children, this is nothing plained until they themselves become parents. We know when the truth has been spoken.

Love is the same way. We know when we are in the presence of love because love brings us into connection with itself. When two people love each other, they don't analyse their relationship, adding up all pluses of each others character and subtracting all the minuses. Their lives beat in the same rhythrn becaused love has brought them to a point of unity.

However, since we live in a technological age, I feel bound to present the oposing view. Professor Cindy Hazan of Cornell University reports that couples "are biologically and mentally pre disposed to be 'in love' for only couple of months." If we are really talking about infatuation, then she is probably right, and generous in her views. Thankfully, God's love seems to last longer.

Take the 'anger' frequently. We don't like the word anger. The word can barely be spoken and we find ourselves bracing emotionally because the word is both evocative and provocative. In my part, I think its because, it resonates most uncomfortably with my entire self. Because there is already an anger frequency within me and perhaps within us all, it feels like 'it' always waits for its outburst.

"I create a vortex of despair because I get angry dat the truth and when one denies the truth, there can only be more anger. I've even known myself to get angry at love and at the very people who love me. Have you ever hurt the ones you love? I have. Anger distorts the rhythm of my life and I want to change that, quickly and permanently."

MISERY OF FARMERS IN ANDHARA PRADESH & KARNATAKA

PURBA MUKHERJEE
2nd Yr, Economics (Honours)

The suicides of farmers in Andhra Pradesh and Karnataka is a common news in our daily's in recent times. So we should really have to be aware of the fact behind this disheartening incident. From a recent study, it has been clearly pointed out that economic policy changes since 1990's have played a major role in the continual human tragedy in the farming sector in these two southern states. The state crime bureau of Karnataka has recorded that 10,959 cases of suicides, which is approximately 19% of the total number of suicides between 1996 and 2000, are related to farming and agricultural activities.

A major study, undertaken by the National Institute of Rural Development (NIRD) named as 'Farmers' suicide in Andhra Pradesh and Karnataka. [Vidyasagar and Chandra 2004] reported that economic distress among the farmers appeared to be the main cause for such suicides.

We can get a clear view of this in the cases of oilseed and cotton farmers. The Government of India gave a major thrust for increasing oilseed production in mid 1980's under Rajiv Gandhi's 'Oilseed Mission'. Total production of different varieties of oilseed became doubled and import of edible oil declined from 1.04 tonnes in 1985-86 to 0.35 in tonnes in 1993-94. With liberalisation, our country became the largest importer of edible oil which constitutes 63.5 percent of total agricultural import in 2002-03. So large number of farmers in Andhra Pradesh and karnataka, joined in monoculture of oilseed giving up their traditional multi-crop agronomy only to get into the debt trap when the prices fell.

It led them to death as an honourable escape route. The story is same in cotton. Cotton is a highly input - intensive crop. Small and marginal farmers, who had hardly any access to institutional finance, had to depend on private money lendess with very high rates of interests so if the crops failed or prices fell, they had no chance of paying back the loan. So they decided death as an easy exit.

The NIRD report noticed that in many cases farmers committed suicide after suffering insult, disgrace and even physical violence from the private money lenders. As the farmers do not have any access to Debt Relief Acts, they cannot go to any public authority to declare themselves insolvent or to have any type of debt relief. In Karnataka, average outstanding loan among suicide victims owed to the private sources was 70 percent which was 77% in Anantapur district of Andhra Pradesh. The NIRD concluded that debt trap was the main cause of a disturbing phenomenon of high rate of suicides.

Responses of both Governments were really sleggish, inert, unfeeling. The TDP Government in Andhra Pradesh did nothing while the Karnataka Government initially provided some exgratia compensation to the victim's family. But after the Veeres Committee presided over by GK Veeresh concluded that the suicides were due to multiple causes and not because of croploss and indebtedness, the Karnataka Government stopped their compensating activity also.

– The new UPA Government at the centre has declared a major package for the farmers on June 19, 2004. Giving some compensation money to the family of the victim is not good substitute for a well-thought – out policy to scale down or wipe out the debt and keep the farmer alive with his productive potential. These steps are not revolutionary in the year 2004 as in late 1930s the provincial governments took the same type of policy initiatives. So now we have to wait and see whether the new government can alleviate such misery or not.

LIFE BE GETS LIFE

Priyanka Majumder
2nd Yr, English (Hons)

Once again she turned the pages of the report to reread it again. As if, going through it would change the black letters and force them to form new words. The truth had yet not sunk into Arundhuti. She desperately tried to fight back her tears, her fears and catch the faintest ray of hope. Like all silver linings it was so thin, so fragile that courage kept slipping out of her hand like moving sand.

Her mind was so damp with thinking that she could worry, no further. Her soul was crying for peace the only thing which is always unattainable "Our breakfast is ready". "The hard sound of subhomoy's voice jolted her to life, the practical hard life. "In a minute dear" she heard herself utter.

"You have not yet made up your mind or you surprise me for a change and say you have." As usual in the self depicting smug way Subhomoy had jumped right into the middle of the subject. With a toast in her hand Arundhuti did not know what to say. She could feel the bitterness of the statement but it didnot pain her as she could see his frustration oozing out. "Oh come on don't gape at me like that, what have your decided."

Without giving her a chance to answer Subhomoy continued, but in a very different tone. "You know what you should do, what we should do. Just pull up you guts and speak it out. Come on! You know I love you." How long she had not heard those "magic words" from her husband's mouth. A busy M.D. of a successful business farm. But still it did not move her as it used to do five years back. A smile, a kiss used to turn her on. It was a bliss to be with him, talk to him or just stare at his eyes.

In the past holding hands was also frightening, what if somebody saw. Now however it was different. A truly perfect love relation turned into a perfect compatible marriage but there was hardly any romance left. Those candle-light dinners had turned into meals taken alone, subhomoy had to work late. Their understanding through these years had taken the name of adjustment. Those silent whispers had slowly turned into shouts. Now as Arundhuti felt that the magic words, it had lost their enchantment it did not unnerve her but saddened her.

– "Well as you have decided not to answer me...."

– Subho I have not decided yet" was her venement protest and you promised it will be my decision alone. Don't coax me".

– "How long do you need? I can give you just one more afternoon. Today evening we have an appointment with the doctor and even if after this you come to your senses, it will be too late."

Inspite of herself Arundhuti made a concious effort to catch the threads of emotion which were there in Subhomoy's voice, a few minutes back but she found none.

The afternoon was Arundhuti's favourite time. This was the time she had for herself and her thoughts. Today her childhood days flashed back to her mind. The lullaby's of Archana masi their maid. The trips to the zoo, Nicco Park with driver uncle. The picture of a pampered little girl who used to get whatever she wanted except love, love of her parents. Her mother had died when she was born. Her father was alive there, still but perhaps more a distant man than her mother. She could count the times he had talked to her but could not count the times he had touched her as there were none. When all she wanted was a hug or a kiss, a soft toy or an ice-cream was brought for her. Then at the age of eighteen she came accross her mother's diary which hold her all she had

wanted to know. How her mother had struggled to bring her into this world. How she had chosen earthly pleasures for Arundhuti and assylum for herself. How her mother had died each day, everyday, till at last peace came to her the day Arundhuti was born. and how her father had pnever forggiven her for being born.

Arundhuti suddenly started laughing like a maniac, hysteric person and burst into tears all at once. But these were not of sorrow but of relief. All those indecisions vanished with three months of sleepless nights. She has at last decided. At long last, she will make her baby see the lights, twilights and darknesses of life even if it will be the last thing she does. She picked up the receiver. to tell Subhomoy, to beg him to be not only a responsible but also a caring and loving father of their baby, if it loses its mother. He will also have to realize like her that life bigets life.

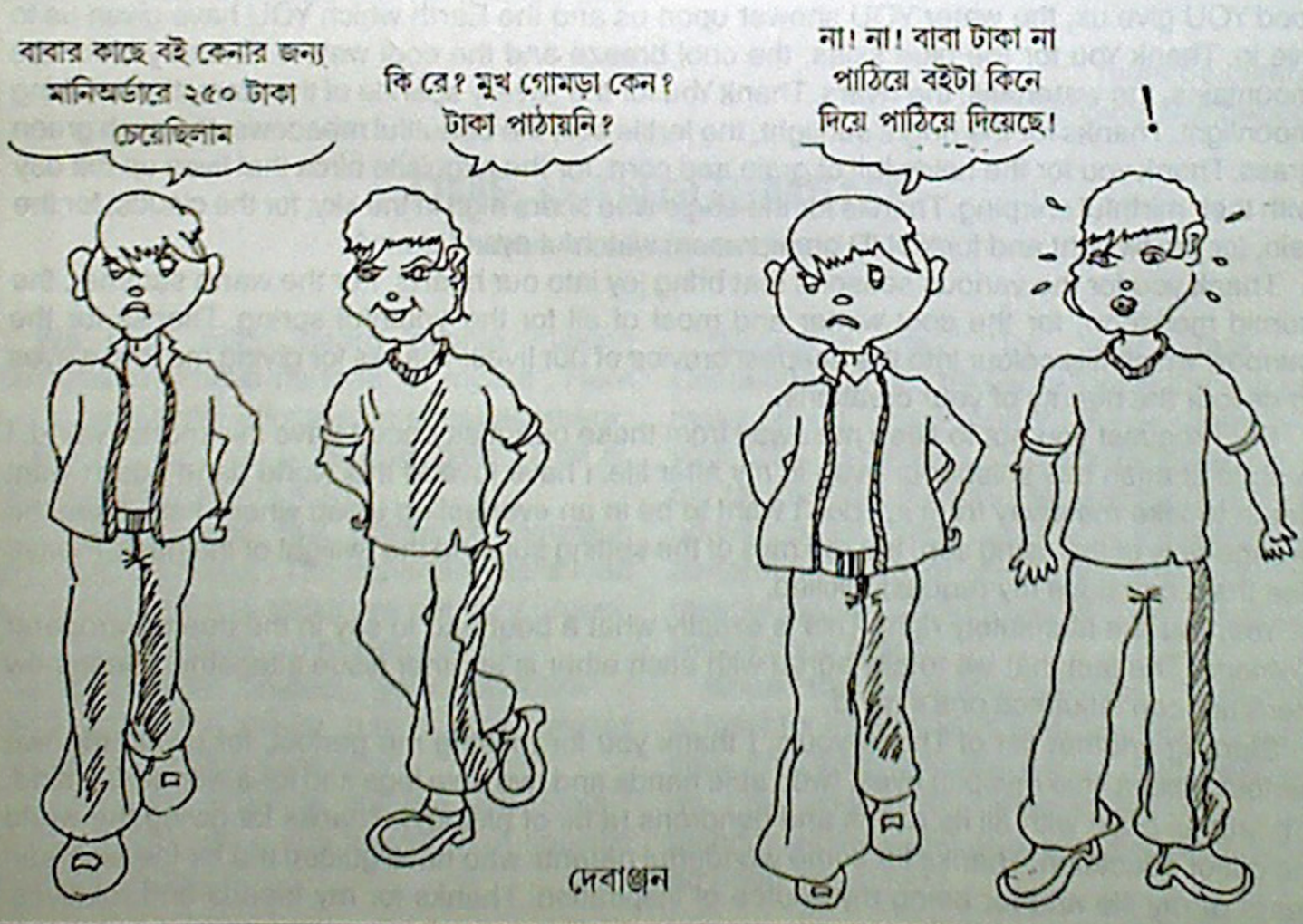

A LETTER TO GOD

Kidderpore.
Kolkata - 700 023
Earth.
16th September, 2003.

To God,
God's Mansion,
Angel Avenue,
Heaven.

Dear God,

Morgan Freeman looked absolutely superb in his role as YOU in the movie Bruce Almighty. He has played YOUR role absolutely to the Td and I guess YOU know who to appoint after YOUR retirement. Time will fly by and YOU too will think about your days of youth. Speaking about time, it's been eighteen long years since we have met, I still remember the day YOU fitted me with my eyes. But look at this ungrateful son of YOURS. I have not only forgotten how YOU look like but also sometimes have disrespected YOU. But that's being a teenager, I guess. However the fact that YOU have forgiven me is my greatest satisfaction. Not only have YOU forgiven me but alsod YOU have blessedd me with sod many gifts whose value I still haven't understood. So please read through the following paragraphs and forgive me (again) if I say something untoward.

Firstly thanks for the lovely egg roll I have just eaten. It was lovely, what more with the sauce and all, opps, sorry for venturing into unfamiliar territory but still I would like to thank You for the food YOU give us, the water YOU shower upon us and the Earth which YOU have given us to live in. Thank You for the blue skies, the cool breeze and the cool waters. Thank you for the mountains, the waterfalls, the rivers. Thank You for the silvery sparkle of the stars, the soothing moonlight. Thanks for the bright sunlight, the fertile soil, the beautiful meadows, the sush green grass. Thank you for the fields full of grain and corn, for the exquisite birds that liven up the day with their mirthful chirping. Thanks for the eagle who soars high in the sky, for the clouds, for the rain, for the twilight and for YOUR omnipresent watchful eye.

Thank you for the various seasons that bring joy into our hearts. For the warm summer, the humid monsoon, for the cool winter and most of all for the youthful spring. Thanks for the rainbow which fills colour into the deepest crevice of our lives. Thanks for giving me these eyes to devour the beauty of your creations.

But I request you not to keep me away from these beauties once I have this mortal world. I wish to cherish this splendour even in my after life. I have lovedd this world dand I don't want death to take me away from it. I don't want to be in an everlasting sleep where I can't see the orange rays of the rising sun, the red rays of the setting sun and the twilight of the dusk. Please see that I can have my request fulfilled.

Yes, You are absolutely right. This is exactly what a poet had to say in the poem Paroparer Komona. The fact that we totally agree with each other is another issue altogether. Seen how literature can influence one's mind.

Starting another list of Thank you's, I thank you for making me perfect, for giving me two perfectd (but a little myopic) eyes, twod able hands and two able legs and for a wonderful mind, a beautiful brain with all its axons and dendrons (a bit of biology). Thanks for giving the world the gift of education. Thanks for some wonderful parents who have guided me for the eighteen years of my life and for being my source of inspiration. Thanks for my friends and relatives.

Thanks for a great home dto live including the wallpaper. Thanks for all the inventions making the life of man a comfortable one. Thanks for the television, the fan, the light, the refrigerator, the air conditioner and finally the computer without which YOU would never have got such a neat copy of this letter because you know my handwriting very well. Thanks for all the wonderful people and for my girlfriends also (Oh no! sorry, extremely sorry.)

But now YOU must be thinking that this guy has lost it. But I would love it if YOU can remove poverty, hunger and jealousy from this world. There are millions of people who cannot afford to have even a square meal, leave alone all the luxuries I have nonsensically blurted outd. Poverty can be regardedd as the root cause of all evils in this world of YOURS. Please rid the world of this plague. Please rid the world of war and strife. Please rid the world of all slavery and get rid of the shackles of superstition, which bind us into a deep well of darkness. Please see that religion is not used to dominate and create differences among people. Religion should be used to propagate harmony among people. Please do not give us another September –11 attack, please don't create another Kashmir.

But before I end this letter I would like to thank you ford one more thing. Thanks for Bollywood. Thanks dfor this handsome hunk called Hrithik Roshan (wish I could be like him somebody). Thanks for Amisha Patel, my favourite actress and thanks for the man of the millennium, Amitabh Bachhan.

As this is dmy first letter to YOU, I might have gone off track sometimes but I hope you will forgive me (again, yes, again). So now let me ask YOU how is everything up there? Fine, I hope. Hope no potholes and all in the roads. Look at me, YOU don't need roads do YOU and I hope that YOUR Mercedes is working fine. Mine has too many glitches you know. May be YOU can send YOUR mechine down to fix mine. So please write back. And you see there's a guy called Adnan Sami down here. Can't YOU slim him down a bit? Please do otherwise YOU will get another musician to play that harp YOU have.

Yours Sincerely
Vivek Mukherjee

TIME MANAGEMENT

Arnab Mukherjee, 1st Year, English (Hons)

We have often heard people making complaints "I have no time for myself". Here are a few tips for effective time management.

*Know what you want from time : That is, set goals, set them smart.

*Learn to see the difference between urgent & important : The important tasks lead to your goal, those tasks are not very urgent. Many urgent tasks are not important.

*Know and respect your priorities : Remember the 80-20 rule : 80% reward comes from 20% of the effort.

*Plan your action to achieve you goals : Convert your goals into a system of specific action to be done.

*Schedule time for your Task : Concentration can be easily lost in the sea of many boring, less important things routing in your head, to be done. Things to be done are a big taxation on your mental energy. There is no way to get things out of your mind except performing them or scheduling them into a reliable system, convincing your self that they will be done in time.

Know How You spend your time : Observe at least for one week, how do you spend your time. This is an effective way to get feedback on how well time management tips and techniques are working for you and where you do need adjustment.

हमने थे कुछ ख्वाब सजाए

कंचन, बी.एससी (सामान्य)
द्वितीय वर्ष

हमने थे कुछ ख्वाब सजाए,
लगेंगे वो बस सुने सुनाए।
हर आंखों का वो होता है एक,
पर खुदी की तो थी कितनी मासूम कितनी नेक।।
हंसती हुई कोई गज़ल भी वो,
जिस पर हर शायर को इश्क़ हो जाए।
हमने थे कुछ ख्वाब सजाए।।
जुल्फें जो उड़ाती हुई हवा गई वो,
रक्तीम हो जाती आकाश,
जैसे बादल घिर आए हो।
आंखों को झुकाती इतने हौले
जैसे लहलहाते फसलों को
हवा बस छू जाए।
हमने थे कुछ ख्वाब सजाए।।
आती थी जब उस तरफ से कोई झोंका,
लगता था हवाओं में मुझे तुमने
कोई पैगाम भेजा होगा।
आंचल उसकी कभी जो उड़ जाती,
सिर्फ था मुझे हक़,
हमने थे कुछ ऐसे ख़्वाब सजाए।।

बयाँ

कंचन, बी. एससी (सामान्य)
द्वितीय वर्ष

खुद को देखा जब आज आईने में,
कुछ देर रुका था तो मैं,
क्या ये वहीं हूं मैं, या कोई साया था,
गम के बोझ तले ये कोई अपना या पराया था।
बयाँ कर रही थी वो हालत अपनी,
शाख से टूटा हुआ कोई पत्ता था।।
हवा के थपेड़े जो कभी सहलाते थे अब हमें हैं
हिलाने लगे,
कहां थे हम कहां हमें ले जाने लगे।
कहा था सबने, सुना भी था हमने,
कि दिल्लगी न करो दिल की लगी बन जाएगी
आग है ये करीब न जाओ आँच लग जाएगी।।
आँच न लगी पर जल गए हम,
इस खाक हुए दिल में समेटे हुए हर गम,
जाएंगे तेरे दरवाजे तक हम।
तेरे दर पर करेगे सवाली,
सुना है कोई न गया है आजतक वहां से खाली।।
कहता है कोई आवाज़, उठ गम न कर,
ज़िन्दगी का हाथ थाम और आगे बढ़, आगे बढ़।
तु न था यू कमजोर, ले खुद के हाथ में अपनी बागडोर।
समुन्दर की लहरें जब टूटती है पत्थरों पर,
उन्हें न कुछ महसूस हुआ,
तो खाकर किस्मत की मार तु क्यों करता है चीखें-पुकार।।

तुम हो कौन?

अजीता, बी. एससी, तृतीय वर्ष

तुम हो कौन?
सदा रहते हो तुम मौन
पत्थर की भांति रहते हो
न रोते हो ना हँसते हो
तुम हो कौन?
अब न रहो तुम किसी के इंतजार में
यह न समझो की डूब गए मझदार में
उठ खड़े हो अब बनो न तुम जर्जर
वह देखो सामने है तुम्हारा मंजर
आगे बढ़ो और पूछो–
तुम हो कौन?
उत्तर मिलेगा, तुम थे इंसान
कुछ निष्ठुरों ने बना दिया तुम्हें हैवान
अब लाओ उनके बल से उन पर क्रांति
अब नहीं रहो तुम निर्बल की भांति
क्रांति के मैदान में सामने आओ
और हैवानियत के लोगों को मार भगाओ
और बता दो तुम कौन हो
तुम हो इंसान
अगर ऐसा न कर सके
तो तोड़ डालना वह घमंड वह
मान–
की तुम हो इंसान।

टिम टिम करता तारा

अजीता, बी. एससी, तृतीय वर्ष

तु है एक टिम टिम करता तारा
पर न चमका सका तु ऐ जग सारा
फिर क्यों टिमटिमाना न छोड़ा
अपने इस राह को क्यों नहीं मोड़ा
जीवन कके हर पथ पर तु हारा
तु है एक टिम टिम करता तारा।
उनका साथ तू क्यों दे
जो तेरे महत्व को न जाने
कभी देता है उनको दान
जो तुझको न पहचाने
खाली ना कर तु झोला सारा
तुम हो एक टिम टिम करता तारा।
संघर्ष कर छीन ले शक्ति
इस जर्जरता के जीवन से
पाले मुक्ति
संघर्ष में अगर तू टूट गया
शोक ना मना क्या तुने यह नहीं जाना
जिस तरह बाग में एक फूल
मुरझाने से नहीं रोता है माली उसी
तरह तेरे टूट जाने से आकाश ना होगा खाली।

''कश्मीरी कली''

पितम्बर झा, बी. ए., प्रथम वर्ष

छुई मुई हूं मैं बड़ी मनचली हूं,
देखते ही देखते लोग कहे मैं कश्मीरी कली हूं,
भीगा भीगा तन मेरा उस पे गोरा रंग,
ऐसी अजूबे माहौल में यारों मैं रही हूं,
देखते ही देखते लोग कहे मैं कश्मीरी कली हूं।।
गालों में बर्फीली रंगत आँखों में भय के धारे,
लबों पे रंग गुलाबों का जुल्फों में है बहारे,
भंवरे जान लुटाए मुझ पे इस कदर खिली हूं,
देखते ही देखते लोग कहे मैं कश्मीरी कली हूं।।
राज मेरी अदाओं में है, चाल में है जादू,
इसीलिए तो मुझको रोके शाकिब हो या साधु।।
दिलवालों की बस्ती में ही सारी उमर पली हूं,
देखते ही देखते लोग कहे मैं कश्मीरी कली हूं।

''नाम ना पूछो मुझसे''

पितम्बर झा, बी. ए., प्रथम वर्ष

नाम न पूछो मेरी मुझसे,
पूछो क्या है मेरी चाह?
नाम का क्या है? वो तो कुछ भी हो सकता है।
चाह और कर्म ही तो उसे महान बनाता है।।
चाह है मेरी की...
छू लूं अपने हाथों से मैं अम्बर को।
आलिंगन मैं भर लूं सूर्य, चांद और तारों को।।
सारी धरती को अपने पग से नाप लूं।
समुद्र तल का भी पता लगा लूं।।
ऐसा काम करूं जो न कोई कर सका।
मिट्टी में मलके मिट्टी का लाल कहाऊं।।
अपनी जन्मभूमि का कुछ कर्ज उतारुं।
जहां पे मैंने जन्म लिया, खेल-खेल कर हुआ बड़ा।
उसके प्रति अपना फर्ज किया बड़ा।।
मैं मर के भी अमर हो जाऊं।
अमरों के साथ मैं भी स्मरण किया जाऊं।।
अमूल्य इस जीवन को न व्यर्थ गवाऊं।
ऐसा कोई नाम कर जाऊं।।

'মুখর'-এর প্রতিবেদন

ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, আশুতোষ কলেজ ইউনিটের শুভ প্রচেষ্টায় গঠিত হল 'মুখর'; 'মুখর' একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চ, যারা কলেজের অভ্যন্তরে নিজ উদ্যোগে বছরব্যাপী বিভিন্ন সমকালীন ও মননশীল বিষয়ের চর্চার মাধ্যমে ছাত্রসমাজকে সমৃদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর। ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের আশুতোষ কলেজ ইউনিট নিজস্ব তহবিল থেকে এই শুভ প্রচেষ্টার ব্যায়ভার বহন করবে।

একথা বলতে দ্বিধা নেই যে এর অভ্যন্তরে গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও নিহিত। ছাত্রসমাজ যখন প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই প্রভাবকে শুভ প্রভাবে পরিণত করতে পারে। তাই ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ছাত্রসমাজকে তাদের 'মুখর' সাধারণভাবে সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে সাধারণ ছাত্রসমাজের চিন্তা-চেতনাকে সঠিক দিশা দেখিয়ে তাদের বিকশিত ও সমাজ সচেতন করে তুলবে, যা কিনা রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। তবে 'মুখর' বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান পরিচালনার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মনোরঞ্জনের উপরও জোর দেবে।

সাম্প্রতিককালে 'মুখর' দুটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিল। প্রথমটির বিষয়বস্তু ছিল 'কবিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র', এই আলোচনাচক্রে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন কবিতার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের উপর আলোচনা করতে। 'আনন্দ' পুরস্কার প্রাপ্ত কবি শ্রীজাত ও কবি বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন পড়ার কবিতার উপর এবং আবৃত্তিকার রত্না মিত্র ও লোকগীত শিল্পী শুভেন্দু মাইতি ছিলেন তাদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের উপর আলোচনা করার জন্য। ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের কলকাতা জেলা কমিটির সভাপতি শ্রী ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতির কবিতার উপর আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানটিকে আগাগোড়া শুভেন্দু মাইতি তার সরস উপস্থাপনায় ও রত্না মিত্রের আবৃত্তি পরিবেশনার মাধ্যমে উপভোগ্য করে তুলেছিলেন। এর মধ্যে বিনায়ক ও শ্রীজাত এই কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র হওয়ায় তাদের আলোচনার মধ্যে নস্টালজিক ব্যাপারটা মাঝে মধ্যেই ফুটে উঠছিল। 'মুখর' আয়োজিত প্রথম আলোচনাচক্রের শেষে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটে।

ছাত্রছাত্রীদের প্রবল উৎসাহেই মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানেই গত ১৪ই অক্টোবর 'মুখর' আয়োজন করে আরেকটি ভিন্ন স্বাদের আলোচনা চক্রের। 'অলৌকিক নয় লৌকিক' খ্যাত স্বনামধন্য শ্রী প্রবীর ঘোষ উপস্থিত ছিলেন 'জাতিস্মর — জন্মান্তরবাদ' বিষয়ের উপর আলোচনার জন্য। তিনি এককভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিজ্ঞানভিত্তিক মুক্তির মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয়ের উপর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন ও সবাইকে অবাক করে সবার চোখের সামনে কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে 'সম্মোহন' করেন ও তার ব্যাখ্যা দেন।

তবে এখানেই শেষ নয়, 'মুখর' আগামীদিনের আরো এরকম বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মনের বন্ধ জানালা খুলতে ও বিভিন্ন প্রশ্নের অবসান ঘটাতে উদ্যোগী হবে। তবে এজন্য 'মুখর' সমস্ত ছাত্রছাত্রীর কাছে সহযোগিতা প্রার্থী।

ক্রীড়া প্রতিবেদন

ফুটবলে আবার সেরার শিরোপা আশুতোষের

"ফুটবলে অবার সেরার শিরোপা আশুতোষের" :

ফুটবল বাঙালীর সবচেয়ে প্রিয় খেলা। ১৯১১ সালে আই. এফ. এ. শিল্ড ফাইনালে ইষ্টইয়র্ককে হারিয়ে চাম্পিয়ন হয়েছিল মোহনবাগান — গোটা দেশ জুড়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে তার প্রসারের গলা এখনও গর্ব ভরে অনেকেই করে থাকেন। শিবদাস ভাদুড়ী, গোষ্ঠ পালেরা সেদিন জাতীয় বীরের মর্যাদা বেয়েছিলেন। সেদিন থেকেই বাঙালীর রক্ত-ধমণীতে জড়িয়ে রয়েছে ফুটবল খেলা। তাই যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত আন্তঃকলেজ নক-আউট হেরম্বচন্দ্র মৈত্র চ্যালেঞ্জ ফুটবল প্রতিযোগিতায় সেরার শিরোপা আশুতোষ কলেজ অর্জন করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই কলেজের ছাত্র-অধ্যাপক-শিক্ষাকর্মীদের মন খুশীতে ভরে ওঠে।

এবারের প্রতিযোগিতায় ৬৪টি কলেজ অংশ নিয়েছিল। ফাইনালে ওঠার পথে আশুতোষ কলেজ পরাজিত করে সেন্ট জেভিয়ার্সকে ২-০ গোলে, হেরম্বচন্দ্র কলেজকে ২-০ গোলে, শ্রীরামপুর কলেজকে ২-০ গোলে, উমেশচন্দ্র কলেজকে ২-১ গোলে এবং ফাইনালে তীব্র প্রতিদ্বন্দিতার পর প্রফুল্ল চন্দ্র ২০০৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সেরা ফুটবল দলের সম্মান অর্জন করল আশুতোষ কলেজ। ফাইনালে জয়সূচক গোলটি করে সুনীল ছেত্রী।

চুনী গোস্বামী, সুকুমার সমাজপতি, কৃশানু দের মত ফুটবল খেলোয়াড়েরা আশুতোষ কলেজের পাক্তন ছাত্র ছিলেন এবং ফুটবল খেলায় আশুতোষ কলেজকে শিরোনামে পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেই ট্রাডিশন বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই প্রজন্মের ছাত্ররাও যথোচিত ভূমিকা পালন করে চলেছে। থ্রী চিয়ার্স ফর আশুতোষ কলেজ ফুটবল দল!

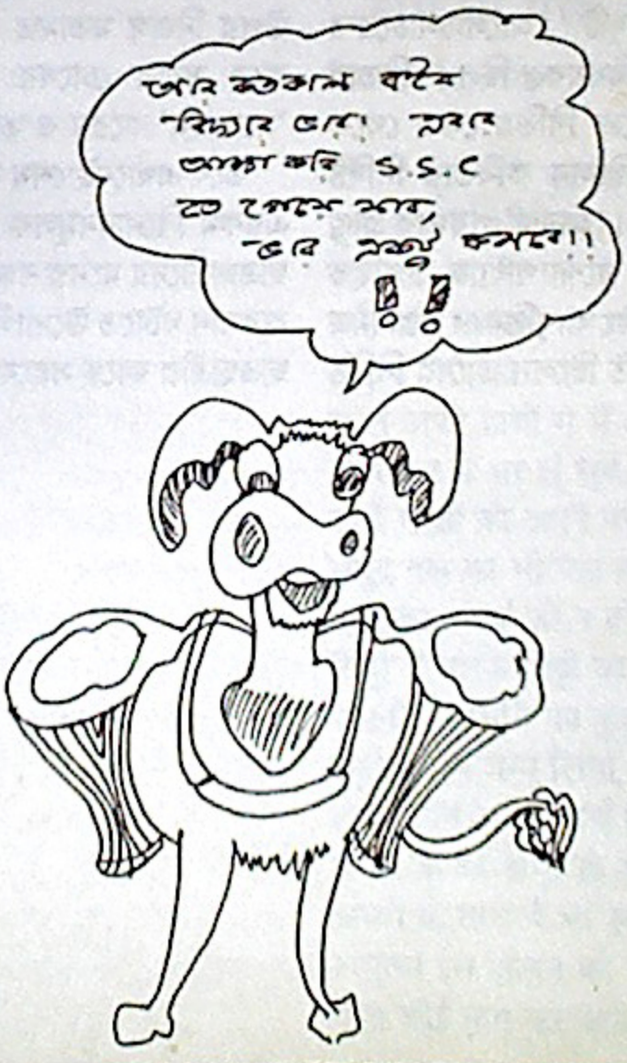

দেবাঞ্জন

"পথ এখনো শেষ হল না,
মিলিয়ে এলো দিনের ভাতি।
তোমার আমার মাঝখানে হায়
আসবে কখন্ আঁধার রাতি।
এবার তোমার শিখা আনি
জ্বালাও আমার প্রদীপ খানি,
আলোয় আলোয় মিলন হবে
পথের মাঝে, পথের সাথী।।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

I Want to go beyond the star. But impediments are by me.
Despite, my aim is to reach very far.